রুদ্ধশ্বাস হরর কাহিনী

ইরা লেভিন

রোজমেরি'স বেবি

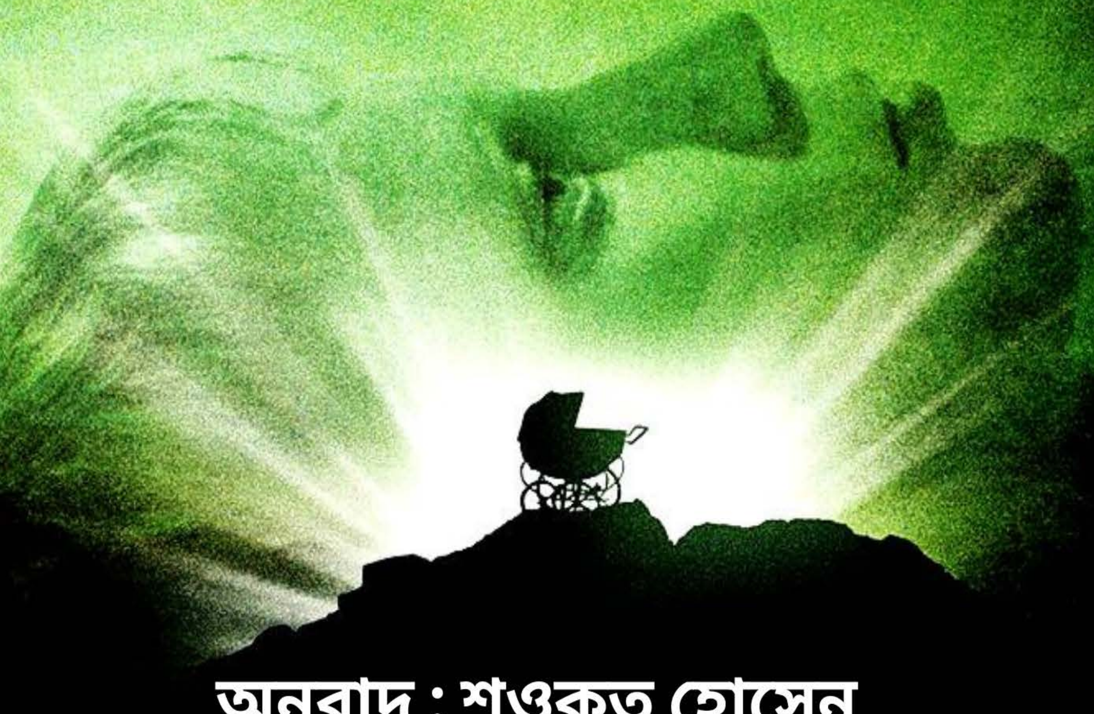

অনুবাদ : শওকত হোসেন

বাংলাবুক.অর্গ

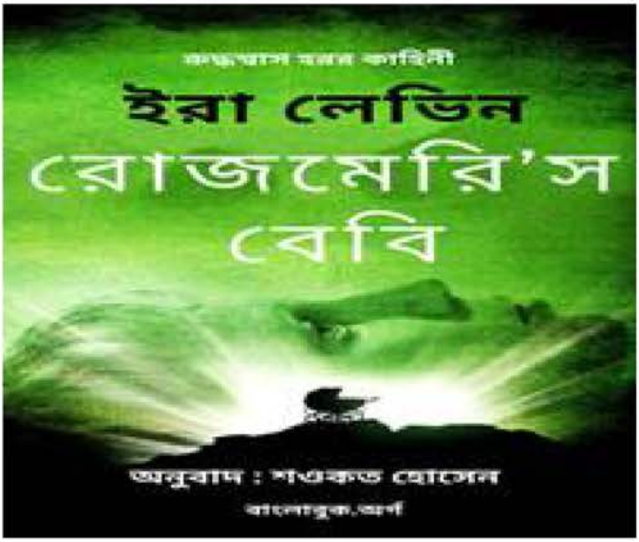

শ্বাসরুদ্ধকর পিশাচ কাহিনী

ফার্স্ট অ্যাভিনিউতে পাঁচ রুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়ার চুক্তি করার পরপরই মিসেস কর্তেয নামে এক মহিলার কাছ থেকে ফোন এলো। গী ও রোজমেরি উডহাউসকে মহিলা জানাল: ব্র্যামফোর্ডে চার রুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট খালি হয়েছে। ওখানে একটা বাড়ি পেতে লালায়িত সবাই। এমন সুযোগ হাতছাড়া করল না ওরা। জানল না, নিজেদের অজান্তে কোন ফাঁদে পা দিয়েছে।

রোমান ও মিনি, গিলমোর দম্পতি, লরা-লুইজিসহ অ্যাপার্টমেন্টের সব বাসিন্দা কেন এভাবে ওর ভালোমন্দের প্রতি এতটা মনোযোগী হয়ে উঠেছে বুঝতে পারছে না রোজমেরি। বিনা কারণে কেন অন্ধ হয়ে গেল ওর স্বামী গী-র অভিনয় জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী, কেন হুট করে কোমায় চলে গেল শুভার্থী হাচ? কী ঘটছে? কেন ওর কোনও অভিযোগই কানে তুলছে না ডাক্তার সেপারস্টেইন? তবে কি হাচের কথা অনুযায়ী শয়তানের উপাসক ওরা–কোভেন? ওর সন্তানকে নিয়ে কী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে ওরা? কেমন করে রেহাই পাবে ও?

রোজমেরি'জ বেবি

ইরা লেভিন

অনুবাদ । শওকত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঝিনুক প্রকাশনী

রোজমেরি'জ বেবি

মূলঃ ইরা লেভিন

অনুবাদঃ শওকত হোসেন

গ্রন্থস্বত্বঃ অনুবাদক
প্রথম প্রকাশঃ মে ২০১১

প্রকাশক
মোঃ নূরুল ইসলাম
ঝিনুক প্রকাশনী
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেলঃ ০১৭১২-৫৬৭৬১৫

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস
অনুবাদক
মুদ্রণ
আল আরাফাহ প্রিন্টার্স
৩/২ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা।

মূল্য : ২৪০.০০

Rosemary's Baby by : Ira Levin
Translated by : Saokot Hossain
First Published May 2011, by Md. Nurul Islam
Jhinuk Prokashoni, 38/2Ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 240.00

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গঃ

আমার মেয়ে তাসরিমকে

প্রথম পর্ব

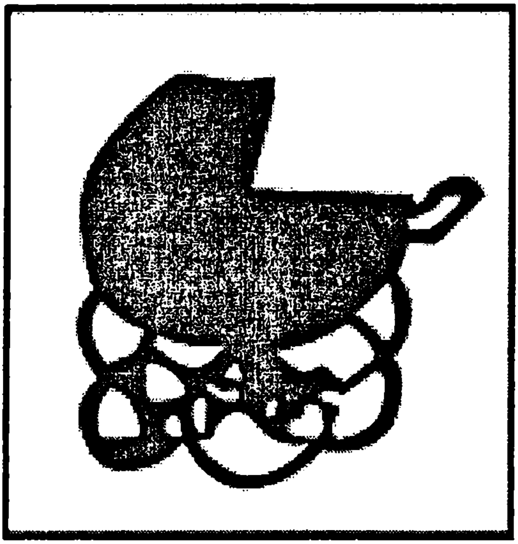

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন
বাংলা বই এর পিডিএফ
ডাউনলোড করার জন্য
আমাদের ওয়েবসাইটে
(BANGLABOOK.ORG)
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

ফার্স্ট অ্যাভিনিউর একটা জ্যামিতিক নকশার শাদা বাড়ির পাঁচ রুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেওয়ার পর পরই মিসেস কোর্তেয নামে মহিলার কাছে ব্র্যামফোর্ডে একটা চার রুমের অ্যাপার্টমেন্ট খালি হওয়ার খবর পেল রোজমেরি আর গী উডহাউস। পুরোনো, কালো ও বিশালাকার ব্র্যামফোর্ড ফায়ারপ্লেস ও ভিক্টোরিয়ান ডিটেইলের জন্যে বিখ্যাত উঁচু ছাদের এক সারি অ্যাপার্টমেন্ট। বিয়ের পর থেকেই ওদের ওয়েটিং লিস্টে নাম ছিল রোজমেরি ও গী উডহাউসের, কিন্তু শেষমেষ হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ওরা।

ফোন বুকে চেপে ধরে কথাটা রোজমেরিকে জানাল গী। গুঙিয়ে উঠল রোজমেরি, 'ইশ, ইশ!' চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে,' ফোনে বলল গী। 'গতকালই ভাড়ার চুক্তি করে ফেলেছি আমরা।'

ওর হাত চেপে ধরল রোজমেরি। 'ওটা বাতিল করা যায় না?' জিজ্ঞেস করল ও। 'একটা কিছু বলে দিলেই তো হয়।'

'একটু ধরবে, মিসেস কোর্তেয?' ফোনটা আবার বুকে চাপা দিল গী। 'তা কী বলব?' জানতে চাইল।

ইতস্ততঃ করে অসহায়ভাবে হাত নাচাল রোজমেরি। 'কি জানি, সত্যি কথাই বলো। ব্র্যামফোর্ডে যাবার সুযোগ পেয়েছি।'

'হানি,' বলল গী। 'ওরা পরোয়া করবে না।'

'একটা কিছু ভেবে বের করো, গী। গিয়ে দেখে তো আসি। ওকে বলো, আমরা দেখছি। রেখে দেওয়ার আগেই বলো।'

'আমরা চুক্তি করে ফেলেছি। মানে ফেঁসে গেছি।'

'প্লিজ! ও রেখে দেবে!' মেকি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে গী'র হাত থেকে ফোন ছিনিয়ে নিল রোজমেরি। ওর মুখের কাছে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করল।

BanglaBook.org

হেসে সুযোগ করে দিল গী। ‘মিসেস কোর্তেয? মনে হয় আমরা একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিতে পারব, কারণ এখনও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি। ফর্ম ফুরিয়ে যাওয়ায় কেবল একটা লেটার অভ এগ্রিমেন্টে সই করেছি। একটা অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরে দেখা যাবে?’

মিসেস কোর্তেয জানাল এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে ব্র্যামফোর্ডে যেতে হবে ওদের। ওখানে মিকলাস বা জেরোমেকে খুঁজে বের করে যেকোনও একজনকে পার্টি হিসাবে মিসেস কোর্তেয সেভেন-ই অ্যাপার্টমেন্টটা দেখাতে বলেছে বললেই হবে। তারপর ওকে ফোন করতে হবে। ওদের নাম্বার দিল সে।

‘দেখলে কীভাবে মাথা ঘামাতে পারো?’ পায়ে কেডস আর হলুদ জুতো গলাতে গলাতে বলল রোজমেরি। ‘দারুণ মিথ্যুক তুমি।’

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গী বলল, ‘হা খোদা, ব্রন।’

‘টিপো না।’

‘বুঝতেই পারছ মাত্র চারটা রুম। নার্সারি নেই।’

‘ওই শাদা জেলখানার চেয়ে বরং ব্র্যামফোর্ডেই চারটা রুমই নেব আমি,’ বলল রোজমেরি।

‘কাল কিন্তু ওটাই পছন্দ করেছিলে।’

‘পছন্দ হয়েছিল বটে, তবে প্রেমে পড়ে যাইনি। বাজি ধরে বলতে পারি, আর্কিটেক্টও পছন্দ করেনি ওটা। লিভিং রুমেই ডাইনিং এরিয়া করে নেব। তাহলে দরকারের সময় দারুণ নার্সারি মিলে যাবে।’

‘শিগগিরই,’ বলল গী। উপরের ঠোঁটে ইলেক্ট্রিক রেযর চালাল সে। নিজের চোখের দিকে চেয়ে আছে। বড় বড়, বাদামী একজোড়া চোখ। একটা হলুদ পোশাক গায়ে চাপাল রোজমেরি, পেছনের যিপার টেনে দিল।

এখন একটা ঘরেই থাকছে ওরা, গীর ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্ট ছিল এটা। প্যারিস ও ভেরোনার পোস্টার, একটা বিরাট ডে বেড আর পুলম্যান কিচেন রয়েছে এখানে।

দিনটা ছিল মঙ্গলবার, তেসরা আগস্ট।

মিকলাস লোকটা ছোটখাট মোটাসোটা, দুই হাতের আঙুলগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাত মেলানোর ব্যাপারটা তাই বিব্রতকর হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য তার কোনও বিকার হয়েছে মনে হলো না। ‘আচ্ছা, অ্যাক্টর,’ মধ্যমা দিয়ে

BanglaBook.org

এলিভেটরের রিং বাজাতে বাজাতে বলল সে। 'আমাদের এখানে অ্যাক্টরের ছড়াছড়ি।' ব্র্যামফোর্ডের বাসিন্দা এমন আরও জনা চারের নাম বলল সে, সবাই বেশ পরিচিত। 'তোমাকে কি কোথাও দেখেছি?'

'দাঁড়াও মনে করে দেখি,' বলল গী। 'অল্প ক'দিন আগেই তো *অ্যামলেটে* অভিনয় করলাম, তই না, লিয? তারপর *স্যান্ডপাইপার* বানালাম...'

'মজা করছে ও,' বলল রোজমেরি। *'লুথার* আর *নো বডি লাভস অ্যান অ্যালব্যাট্রসে* ছিল ও, টেলিভিশন নাটক, বিজ্ঞাপনে টুকটাক কাজ করেছে।'

'মাল কামানোর জায়গা তো ওটাই, নাকি?' বলল মিকলাস। 'বিজ্ঞাপন।'

'হ্যাঁ,' বলল রোজমেরি আর গী। 'আর্টিস্টিক থ্রিলও আছে।'

অনুনয়ের চোখে তার দিকে তাকাল রোজমেরি। পাল্টা হতচকিত সরল চোখে তাকাল গীও। মিকলাসের মাথার উপর ভ্যাম্পায়ারের মতো ভেঙচি কাটার ভঙ্গি করল।

ইউনিফর্ম পরা একটা নিগ্রো ছেলে চারপাশে ওক প্যানেল আর চকচকে ব্রাস হ্যান্ডরেইলঅলা এলিভেটরটা চালায়। সারাক্ষণ মুখে হাসি লেপ্টে আছে। 'সাত নম্বর।' মিকলাস বলল ওকে। তারপর রোজমেরি ও গীকে বলল, 'চারটা রুম আছে অ্যাপার্টমেন্টে, দুটো বা পাঁচটা ক্লোজিট। আদিতে বড় বড় সব অ্যাপার্টমেন্টের সমাহার ছিল বাড়িটা–সবচেয়ে ছোটটাই নয় রুমের–কিন্তু এখন প্রায় সবগুলোই ভেঙে চার, পাঁচ, ছয় বা সাত রুমের অ্যাপার্টমেন্ট করা হয়েছে। সেভন-ই আগে একটা দশ কামরার অ্যাপার্টমেন্টের অংশ ছিল; আগের কিচেন ও মাস্টার বাথটা এখনও আছে, বিশাল, দেখতেই পাবে। কিন্তু আগের মাস্টার বেডরুমকে লিভিং রুম বানানো হয়েছে। আরেকটা বেড আর দুটো সার্ভেন্ট'স রুম মিলিয়ে ডাইনিং বা দ্বিতীয় বেডরুম বানানো হয়েছে। তোমাদের বাচ্চাকাচ্চা আছে?'

'ইচ্ছে আছে,' বলল রোজমেরি।

'বাচ্চাদের জন্যে সেরা ঘর ওটা, একটা আস্ত বাথরুম আর বিরাট ক্লোজিট আছে। পুরো জিনিসটা যেন তোমাদের মতো একটা জোড়ার জন্যেই অর্ডার দিয়ে বানানো।'

এলিভেটর থামল। বাইরের ফ্লোর রেইলের সাথে সমান রেখায় আনতে বার কয়েক ওঠানামা করল নিগ্রো কিশোর। হাসিমুখে টেনে ভেতর

BanglaBook.org

ও বাইরের ব্রাস গেট ও রোলিং ডোর টেনে খুলল সে। এক পাশে সরে দাঁড়াল মিকলাস। গাঢ় সবুজ কার্পেট-মোড়া ম্লান আলোকিত হলওয়েতে পা রাখল রোজমেরি ও গী। সেভেন-বি মার্কা খোদাই করা একটা সবুজ দরজার সামনে দাঁড়ানো এক মিস্ত্রি ওদের দিকে এক নজর তাকিয়ে ফের ঘুরে কাট আউট হোলে পিস্কোপ লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথমে ডানে, তারপর বামে ঘুরে সবুজ হলওয়ের ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা দিয়ে ওদের নিয়ে এগিয়ে চলল মিকলাস। লক্ষ করছে, ঘষে তোলা ওয়ালপেপারের অংশ ও জোড়া খুলে যাওয়ার জায়গাগুলোয় কোণাগুলো বেঁকে উপরের দিকে উঠে গেছে। একটা কাটগ্লাসের কোণে মরা বাল্ব, গাঢ় সবুজ কার্পেটে এক চিলতে দাগ। রোজমেরির দিকে তাকাল গী। তালি মারা কার্পেট? অন্যদিকে চোখ সরিয়ে উজ্জ্বল মুখে হাসল ও। 'আমার ভালোই লেগেছে, সবই সুন্দর!'

'আগের ভাড়াটে, মিসেস গার্ডেনিয়া,' ওদের দিকে ফিরেই বলল মিকলাস। 'মাত্র কয়েক দিন আগে মারা গেছে। এখনও অ্যাপার্টমেন্টের কিছুই সরানো হয়নি। ওর ছেলে বলেছে চাইলে কার্পেট, এয়ারকন্ডিশনার আর কিছু ফার্নিচার কেনা যেতে পারে।' হলওয়ের আরেকটা শাখায় বাঁক নিল সে, এ অংশটুকু নতুন চেহারার: সবুজ-সোনালি ডোরাকাটা কাগজে ঢাকা।

'অ্যাপার্টমেন্টেই মারা গেছে?' জানতে চাইল রোজমেরি। 'তাতে অবশ্য কিছু যায় অসে না।'

'আরে না, হাসপাতালে,' বলল মিকলাস। 'বেশ কয়েক সপ্তাহ কোমায় ছিল, বেশ বয়স হয়েছিল তো, মরার আগে আর জাগেনি। সময় এলে এভাবে মরতে পারলেই বরং খুশি হবো। সারাজীবন অল্পে সন্তুষ্ট থেকেছে সে, নিজের হাতে রান্না করেছে, ডিপার্টমেন্ট স্টোরে কেনাকাটা করেছে...নিউ ইয়র্ক স্টেটের প্রথম সারির কয়েকজন ল-ইয়ারের একজন ছিল।'

হলওয়ের শেষ মাথায় একটা সিঁড়ির কাছে এসে পৌছুল ওরা। ওটার সাথেই বামে সেভেন-ই অ্যাপার্টমেন্টের দরজা। খোদাই করা ফুলের নকশাহীন? দরজা, এতক্ষণ পাশ কাটিয়ে আসা দরজাগুলোর চেয়ে সরু। মুক্তোর বেল-বাটনে চাপ দিল মিকলাস। ওটার ঠিক ওপরে কালো প্লাস্টিকের উপর শাদা হরফে **এল. গার্ডেনিয়া** সাইন–তালায় চাবি ঢুকিয়ে

BanglaBook.org

মোচড় দিল সে। আঙুল না থাকলেও নব ঘুরিয়ে চৌকষ ঢঙে খুলে ফেলল পাল্লাটা। 'আগে তোমরা ঢোকো,' বলল। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কবাট মেলে ধরল।

সামনের দরজা থেকে সোজা চলে যাওয়া সংকীর্ণ সেন্ট্রাল হলওয়ের দুপাশে দুটো করে চারটে রুম।

ডান দিকে প্রথমেই কিচেন, দেখে না হেসে পারল না রোজমেরি; কারণ এখন যেখানে আছে সেটার চেয়ে অনেক না হলেও বেশ বড়। দুই আভেনঅলা ছয় বার্নারের গ্যাস স্টোভ রয়েছে এটায়, বিশাল একটা রেফ্রিজারেটর, দেখার মতো সিঙ্ক; কয়েক ডযেন কেবিনেট, সেভেন্থ অ্যাভিনিউতে খোলা জানালা, অনেক উঁচু সিলিং; আর এমনকি–মিসেস গার্ডেনিয়ার ক্রোম টেবিল, চেয়ার আর *ফরচুন* ও *মিউজিকাল আমেরিকার* দড়ি দিয়ে বাঁধা বেইলগুলো মনে মনে উড়িয়ে দিলে গত মাসে *হাউস বিউটিফুল* থেকে কাটা নীল-শাদা ব্রেকফাস্ট নুকের জন্যে নিখুঁত জায়গা মিলে যাবে।

রান্নাঘরের উল্টোদিকে ডাইনিং রুম বা দুই নম্বর বাথরুম, মিসেস গার্ডেনিয়া বোধহয় স্টাডি আর গ্রিন হাউসের মিশেল হিসেবে কাজে লাগিয়েছিল। নেভানো ফ্লুরোসেন্ট লাইটের নিচে ফেরি বিল্ট শেল্ফে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট শাদা গাছ, মরো মরো দশা এখন। ওগুলোর মাঝখানে একটা রোলটপ টেবিল, বইপত্র ও কাগজ উপচে পড়ছে। খুবই সুন্দর ডেস্ক, প্রশস্ত, বয়সের কারণে চকচক করছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল গী ও মিকলাস, ওদের ছেড়ে একটা শুকনো বাদামী পাতাঅলা শেল্ফের পাশ দিয়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রোজমেরি। এই ধরনের ডেস্ক অ্যান্টিক-স্টোরের জানালায় সাজানো থাকত। ওটা ছুঁয়ে রোজমেরি ভাবল, চাওয়ার মতো একটা জিনিস। মঅভ পেপারে অসাধারণ নীল রঙের শৈল্পিক ছোঁয়া বলে দিচ্ছে, যেমন ভাবছি তেমন কৌতূহল জাগানো সময় কাটানোর ব্যাপার নয় এটা। আমি আর এর সঙ্গে মেলাতে পারব না। উঁকিঝুঁকি মারা বাদ রেখে গীর দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ানো মিকলাসের দিকে তাকাল ও।

'মিসেস গার্ডেনিয়ার ছেলে এই ডেস্কটাও বিক্রি করবে?' জানতে চাইল ও।

'জানি না,' বলল মিকলাস। 'জিজ্ঞেস করে দেখা যাবে।'

'খুব সুন্দর, না?' বলল গী।

BanglaBook.org

রোজমেরি বলল, 'ঠিক না?' তারপর হেসে দেয়াল আর জানালার দিকে তাকাল। নিখুঁতভাবে ওর কল্পনার নার্সারির জায়গা হয়ে যাবে এই রুমে। জায়গাটা একটু অন্ধকার যদিও—একটা সংকীর্ণ উঠোনে খুলেছে জানালাগুলো, তবে শাদা-হলুদ ওয়ালপেপারে দারুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ছোট হলেও বাথরুমটা বাড়তি পাওনা; পটে ভরা চারায় ভর্তি ক্লোজিটটা ভালোই ঠেকছে। খাসা জিনিস।

দরজার দিকে ফিরল ওরা। গী বলল, 'এসব কী?'

'বেশীরভাগই ভেষজ,' বলল রোজমেরি। 'পুদিনা, ধনে...তবে, এগুলো কী জানি না।'

হলওয়ের আরও খানিকটা সামনে একটা গেস্ট ক্লোজিট, তারপর ডানে লিভিং রুমে খুলেছে বিরাট আর্চওয়ে। উল্টোদিকে বিশাল বে-উইন্ডো। ডায়মন্ড পেন আর তিন ধারঅলা উইন্ডো সিটসহ মোট দুটো জানালা। ডান দিকের দেয়ালে একটা ছোট ফায়ার প্লেস, স্ক্রলড শাদা মার্বল ম্যান্টল; বাম দিকে উঁচু ওক কাঠের বুক শেল্ফ।

'ওহ, গী,' ওর হাতে চাপ দিয়ে বলল রোজমেরি।

'হুম,' দায়সারাভাবে বলল গী, তবে পাল্টা চাপ দিল ওর হাতে। ওদের পাশেই ছিল মিকলাস।

'ফায়ারপ্লেসটা চালু আছে,' বলল মিকলাস।

ওদের পেছনের বেডরুমটা পর্যাপ্ত বার বাই আঠার ফুট আকারের, ডাইনিং রুম ও দ্বিতীয় বেডরুম—নার্সারির মতো একই সংকীর্ণ উঠোনে খুলেছে জানালাগুলো। লিভিং রুমের ওপাশে বাথরুমটা বিরাট, বড় আকারের শাদা ব্রাস নবের ফিক্সচারে ভরা।

'দারুণ অ্যাপার্টমেন্ট!' লিভিং রুমে ফেরার পর বলল রোজমেরি। দুহাত দুপাশে মেলে দিয়ে একটা চক্কর খেল। যেন আলিঙ্গন করতে চায়। 'আমার খুবই ভালো লেগেছে!'

'আসলে তোমরা যাতে ভাড়া কমাও সে চেষ্টা করছে ও,' বলল গী।

হাসল মিকলাস। 'ক্ষমতা থাকলে বাড়াতাম বরং,' বলল সে। 'মানে পনের পার্সেন্ট বৃদ্ধির বাইরে আরকি। আজকাল এত সুন্দর আর বিরল অ্যাপার্টমেন্ট মুরগীর দাঁতের মতোই দুষ্প্রাপ্য। নতুন,' হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, সেন্ট্রাল হলওয়ের মাথায় একটা মেহগনি সেক্রেটারি টেবিলের দিকে তাকাল। 'ওটা পুরোনো,' বলল। 'ওই সেক্রেটারিটার পেছনে একটা

BanglaBook.org

ক্লোজিট আছে, আমি নিশ্চিত। বেডরুমে আছে ফাইভ টু, একটা দ্বিতীয় বাথরুমে আর দুটো হলওয়েতে। ওখানে তিনটা।' সেক্রেটারিটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে গী বলল, 'ঠিক বলেছ। দরজার কোনা দেখতে পাচ্ছি।'

'মহিলা সরিয়েছে ওটা,' বলল রোজমেরি। 'সেক্রেটারিটা এখানে ছিল।' বেডরুমের দরজার কাছে দেয়ালের গায়ে একটা ভুতুড়ে ছায়া আর বার্গেন্ডি কার্পেটে চারটা গোল পায়ার দাগ দেখাল। সেক্রেটারিটা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে ওটার পায়ের কাছ থেকে অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা রেখা চলে গেছে পাশের সংকীর্ণ দেয়ালের দিকে।

'একটা হাত লাগাবে?' গীকে বলল মিকলাস।

দুজনে মিলে একটু একটু করে সেক্রেটারিটাকে ফের আগের জায়গায় নিয়ে এল।

'কোমায় যাবার কারণটা এবার বোঝা গেল,' ঠেলার সময় বলল গী।

'একা তার পক্ষে এটা নাড়ানোর কথা না,' বলল মিকলাস। 'উননব্বই বছর বয়স হয়েছিল তার।'

সন্দিহান চোখে উন্মুক্ত ক্লোজিট ডোরের দিকে তাকাল রোজমেরি। 'খুলব?' জানতে চাইল। 'ওর ছেলে হয়তো খুলত।'

চারটা পায়ের ছাপের উপর নিখুঁতভাবে বসে গেল সেক্রেটারিটা। আঙুলবিহীন হাত মেসেজ করল মিকলাস। 'অ্যাপার্টমেন্ট দেখানোর ক্ষমতা আমার আছে,' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে খুলল সেটা। ক্লোজিটটা প্রায় খালি, একপাশে একটা ভ্যাক্যুম ক্লিনার দাঁড়িয়ে, আরেক পাশে তিন চারটা কাঠের বোর্ড। উপরের শেল্ফে নীল আর সবুজ তোয়ালে স্তূপ করে রাখা।

'যাকেই আটকে রেখে থাকুক না কেন, বের হয়ে গেছে,' বলল গী।

মিকলাস বলল, 'মহিলার পাঁচটা ক্লোজিট লাগত বলে তো মনে হয় না।'

'কিন্তু ভ্যাক্যুম ক্লিনার আর তোয়ালে লুকিয়ে রাখতে যাবে কেন?' জানতে চাইল রোজমেরি।

কাঁধ ঝাঁকাল মিকলাস। 'মনে হয় না সেটা আর কোনওদিন জানা যাবে। শেষমেষ বয়সের কারণে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল হয়তো।' হাসল সে। 'আর কিছু দেখানোর বা বলার অছে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বলল রোজমেরি। 'লন্ড্রির কি ব্যবস্থা? নিচে ওয়াশিং মেশিন আছে?'

আছে, জানাল মিকলাস।

সাইড ওঅক পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ায় মিকলাসকে ধন্যবাদ জানাল ওরা, তারপর সেভেন্থ অ্যাভিনিউ ধরে ধীর পায়ে শহরের দিকে পা বাড়াল।

'অন্যগুলোর চেয়ে সস্তা,' যেন বাস্তব চিন্তাই ওর মনে অটলভাবে গেঁথে আছে, এমনভাবে বলল রোজমেরি।

'একটা রুম কম, হানি,' বলল গী।

এক মুহূর্ত নীরবে হাঁটার পর রোজমেরি বলল, 'জায়গাটা বেশ ভালো।'

'খোদা, হ্যাঁ,' বলল গী। 'সবগুলো থিয়েটারেই পায়ে হেঁটে যেতে পারব।'

খুশিতে বাস্তবতা ভুলে গেল রোজমেরি। 'ওহ, গী, চলো, নিয়ে নিই, প্লিজ! এত সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট! বুড়ি মিসেস গার্ডেনিয়ার কোনও ক্ষতিই করেনি ওটার! লিভিং রুমটা দারুণ সুন্দর, উষ্ণই হবে মনে হচ্ছে। ওহ, প্লিজ, গী, চলো, ওটা নিয়ে নিই, কেমন?'

'আচ্ছা, ঠিকাছে,' হেসে বলল গীই। 'যদি অন্যটা থেকে রেহাই মেলে।'

খুশি হয়ে ওর কনুই চেপে ধরল রোজমেরি। 'মিলবে!' বলল ও। 'একটা কিছু ভেবে বের করে ফেলবে তুমি, জানি পারবে।'

একটা কাঁচের দেয়ালঅলা বুদ থেকে মিসেস কোর্তেযকে ফোন করল গী। ওদিকে বাইরে দাঁড়িয়ে ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে কথা বোঝার চেষ্টা করল রোজমেরি। বেলা তিনটা পর্যন্ত সময় দেওয়ার কথা বলেছিল ওদের মিসেস কোর্তেয, এর মধ্যে কোনও খবর না পেলে ওয়েটিং লিস্টের পরের পার্টিকে খবর দেবে।

রাশান পি রুমে এসে ব্লাডি মেরি'জ ও ব্ল্যাক রুটির চিকেন সালাদ স্যান্ডউইচের ফরমাশ দিল ওরা।

'বলে দিলেই হয় আমি অসুস্থ, হাসপাতালে আছি,' বলল রোজমেরি।

কিন্তু এটা বিশ্বাসযোগ্য বা বাধ্য করার মতো কিছু হবে না। তার বদলে ব্লো ইউর হর্ন নামের এক কোম্পানিতে চাকরি নেওয়ার গল্প ফাঁদল

BanglaBook.org

গীই। চার মাসের জন্যে ভিয়েতনামের ইউএসও ফোর ও দূর প্রাচ্যে যেতে হবে ওকে। অ্যালানের ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতা কোমর ভেঙে ফেলেছে, এই চরিত্রটা আগে থেকেই গীর জানা, ও না গেলে অন্তত দুই সপ্তাহের জন্যে সফর বাতিল হয়ে যাবে। ওখানে ছেলেরা যেভাবে কমিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে, খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা। এই কদিন ওমাহায় আত্মীয়স্বজনের সাথে থাকতে হবে ওর স্ত্রীকে...

দুবার গল্পটা মহড়া দিয়ে ফোনের খোঁজে গেল ও।

ড্রিংকে চুমুক দিতে লাগল রোজমেরি। টেবিলের নিচের বাম হাতের সবকটা আঙুল ক্রস করে প্রার্থনা করে চলেছে। ফার্স্ট অ্যাভিনিউর অ্যাপার্টমেন্টটার কথা ভাবল ও, যেটা নিতে চায় না, ওটার ভালো দিকগুলোর একটা লিস্ট বানাল: ঝকঝকে নতুন কিচেন, ডিশওয়াশার, ইস্ট রিভারের দৃশ্য, সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশনিং...

স্যান্ডউইচ নিয়ে এল ওয়েইট্রেস।

নেভী ব্লু ড্রেস পরা এক প্রেগন্যান্ট মহিলা চলে গেল। ওকে দেখতে লাগল রোজমেরি। নিশ্চয়ই ছয় বা সাত মাস চলছে, নানা রকম প্যাকেটঅলা এক বয়স্কা মহিলার সাথে খুশি মনে কথা বলে চলেছে সে, সম্ভবতঃ মা।

উল্টোদিকের দেয়ালের কাছ থেকে কেউ একজন হাত নাড়ল—কয়েক সপ্তাহ আগে রোজমেরি বিদায় নেওয়ার আগে সিবিএস-এ আসা লালচুল মেয়েটা। পাল্টা হাত নাড়ল রোজমেরি। কি যেন বলল মেয়েটা, কিন্তু রোজমেরি না বোঝায় আবার মুখ নাড়ল। মেয়েটার সামনে বসা এক লোক ওর দিকে তাকাল। চকচকে ক্ষুধার্ত চেহারা।

তখনই ফিরে এল গী। দীর্ঘ, সুদর্শন, হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে, সারা অভিব্যক্তিতে হ্যাঁ ঠিকরে পড়ছে।

'তারপর?' ওর উল্টোদিকে বসার সময় জানতে চাইল রোজমেরি।

'ঠিকাছে,' বলল গী। 'চুক্তিটা বাতিল হয়ে গেছে। জমা টাকা ফেরত মিলবে। সিগন্যাল কোরের লেফটেন্যান্ট হার্টম্যানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে আমাকে। মিসেস কর্তেয বেলা দুটায় আমাদের অপেক্ষয় থাকবে।'

'ফোন করেছিলে ওকে?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

হঠাৎ লাল-চুল মেয়েটা যোগ দিল ওদের সাথে। উজ্জ্বল চোখ, ঝলসে আছে। 'আমি বলেছি "বিয়ে" নিশ্চিতভাবেই তোমার সাথে মিলে গেছে, দারুণ লাগছে তোমাকে,' বলল সে।

মনে মনে মেয়েটার নাম খুঁজতে খুঁজতে হাসল রোজমেরি, বলল, 'ধন্যবাদ! আমরা মজা করছিলাম। মাত্র ব্র্যামফোর্ডে একটা অ্যাপার্টমেন্ট পেলাম!'

'ব্র্যামে?' জানতে চাইল মেয়েটা। 'আমি তো ওটার জন্যে পাগল! কখনও সাবলেট দিতে চাইলে সবার আগে কিন্তু আমি! ভুলে যেয়ো না যেন! জানালার দুপাশে দুনিয়ার গারগয়েল আর জন্তুজানোয়ারের ছড়াছড়ি!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

বিস্ময়করভাবে ব্র্যামফোর্ডকে 'বিপজ্জনক এলাকা' বলে ওদের ঠেকানোর প্রয়াস পেল হাচ।

১৯৬২ সালের জুনে রোজমেরি প্রথম নিউ ইয়র্কে আসার পর লোয়ার লেক্সিন্টন অ্যাভিনিউর একটা অ্যাপার্টমেন্টে ওমাহা ও অটলান্টার দুটো মেয়ের সাথে থাকত। পাশের বাড়িতেই থাকত হাচ। মেয়েদের সব সময় তাকে বাবা হিসাবে দেখতে চাওয়াটা নাকচ করে দিলেও–নিজের দুই মেয়েকে মানুষ করেছে সে, যথেষ্ট, ধন্যবাদ–জরুরি অবস্থায় সব সময়ই হাতের কাছে পাওয়া যায় তাকে। যেমনটা *দ্য নাইট সামওয়ান ওঅজ অন দ্য ফায়ার এস্কেপ* ও *দ্য টাইম জিনি*-র মতো। প্রায় দম আটকে মরার দশা। তার পুরো নাম এডওয়ার্ড হাচিন্স, ইংরেজ, বয়স পঞ্চান্ন। তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মনামে ছেলেদের অ্যাডভেঞ্চারের সিরিজ লেখে।

রোজমেরিকে অন্য এক ধরনের জরুরি সেবা দিয়ে থাকে। ছয় ভাইবোনের ভেতর ও সবার ছোট। অন্য পাঁচজনের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, বাবা-মার বাড়ির কাছেই সংসার পেতেছে ওরা। ওমাহায় রাগী সন্দিহান বাবা আর নীরব মা আর চার অসন্তুষ্ট ভাইবোন পেছনে ফেলে এসেছে ও (ওর ঠিক আগের মাদকাসক্ত বড় ভাইই কেবল বলেছিল, 'চালিয়ে যাও, রোজি, তোমার মনে যা চায় করো।' ওর হাতে পঁচাশি ডলার আর প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ তুলে দিয়েছিল।) নিউ ইয়র্কে নিজেকে অপরাধী আর স্বার্থপর ঠেকেছে রোজমেরির। তখন হাচ কড়া চা আর বাবা-মা এবং সন্তান আর নিজের প্রতি দায়িত্ব সংক্রান্ত নানা কথায় ওকে শক্ত করে তুলেছিল। ক্যাথলিক হাইতে নিষিদ্ধ সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল ওকে: এনওয়াইইউ-তে দর্শন নিয়ে পড়াশোনার জন্যে নাইট শিফটে ভর্তি করে দিয়েছিল ওকে। 'এই ককনি ফলওয়ালিকে ডাচেস বানাবোই,' বলেছিল সে। 'গার্ন!' বলার মতো বুদ্ধি ছিল রোজমেরির।

BanglaBook.org

এখন মোটামুটি প্রতি মাসেই হাচের সাথে ওদের অ্যাপার্টমেন্টে বা হাচের পালা হলে কোনও রেস্তরাঁয় একসাথে ডিনার সারে ওরা। গী-র কাছে হাচ নিদারুণ বোরিং হলেও সব সময়ই তার সাথে আন্তরিক ব্যবহার করে। তার স্ত্রী নাট্যকার টেরেন্স র‍্যাটিগানের চাচাত বোন ছিল। র‍্যাটিগীন আর হাচের ভেতর চিঠি চালাচালি হতো। থিয়েটারে প্রায়ই এধরনের যোগাযোগ জরুরি প্রমাণিত হয়। এমনকি দূরের যোগযোগ হলেও, জানে গী।

অ্যাপার্টমেন্ট দেখার পরের বৃহস্পতিবার টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটের একটা ছোট রেস্তরায় হাচের সাথে ক্লাবে'য় ডিনার করছিল রোজমেরি আর গী। মিসেস কর্তেযের চাহিদা মোতাবেক মঙ্গলবার তিন রেফারেন্সের একজন হিসাবে ওর নাম দিয়েছিল ওরা। এরই মধ্যে তার লেটার অভ ইনকোয়্যারির জবাব দিয়েছে।

'তোমরা ড্রাগ এডিক্ট বা লিটারবাগ, বলতে ইচ্ছে করছিল আমার,' বলল সে, 'কিংবা অ্যাপার্টমেন্ট ম্যানেজারদের সমান অপছন্দ একটা কিছু।'

কারণ জানতে চাইল ওরা।

'তোমরা জান কিনা জানি না,' বলল সে। 'তবে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেশ দুর্নাম ছিল ব্র্যামফোর্ডের।' চোখ তুলে তাকাল সে। বুঝল, জানা নেই ওদের; ফের খেই ধরল। (প্রশস্ত চকচকে চেহারা, উৎসাহী ঠিকরে বেরুনো একজোড়া চোখ আর কয়েক গোছা ভেজানো কালো চুল খুলির উপর এলামেলোভাবে আঁচড়ানো।) 'ইসাদোরা ডানকান আর থিয়োদর দ্রেইসারদের সাথে ব্র্যামফোর্ড কিছু কম নামী লোকজনকেও জায়গা দিয়েছিল। এখানেই ডায়াটারি এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছিল ট্রেঞ্চ সিস্টারস, পার্টির আয়োজন করত কিথ কেনেডি। আদ্রিয়ন মারকাতোরা থাকত ওখানে, থাকত পার্ল এমসও।'

'ট্রেঞ্চ সিস্টারস আবার কারা?' জানতে চাইল গী। 'আর আদ্রিয়ান মারকাতোই বা কে?'

'ট্রেঞ্চ সিস্টারস,' বলল হাচ। 'দুজন প্রপার ভিক্টোরিয়ান মহিলা, মাঝে সাঝে মানুষের মাংস খেত। নিজেদের ভাগ্নেসহ বেশ কয়েকটা বাচ্চাকে রান্না করে খেয়েছিল ওরা।'

'বেশ,' বলল গী।

রোজমেরির দিকে তাকাল হাচ। 'আদ্রিয়ান মারকাতো উইচক্র্যাফ্‌ট চর্চা করত,' বলল সে। 'আঠারশো নব্বই দশকে জ্যান্ত শয়তানকে ডেকে

BanglaBook.org

'আনতে পারে বলে রীতিমতো হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। বেশ কয়েকগোছা চুল আর কয়েকটা ক্লু-পেয়ারিং দেখিয়েছিল সে। দৃশ্যত লোকে তার কথা বিশ্বাস করেছে। বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই। অন্তত তাকে হামলা করে ব্র্যামফোর্ডের লবিতে আর একটু হলে মেরে ফেলার মতো যথেষ্ট ছিল সংখ্যাটা।'

'ঠাট্টা করছ,' বলল রোজমেরি।

'আমি সত্যিই সিরিয়াস। কয়েক বছর পরে কিথ কেনেডির ব্যাপারটা শুরু হয়। বিশের দশক নাগাদ দালানটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।'

গী বলল, 'কিথ কেনেডি আর পার্ল এমসের কথা আমি জানি, তবে আদ্রিয়ান মারকাতের এখানে থাকার ব্যাপারটা জানা ছিল না।'

'আর ওই বোনরা,' শিউরে উঠে বলল রোজমেরি।

'আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল তো, হাউজিংয়ে ঘাটতিই তার কারণ,' বলল হাচ। 'পরে আবার সেটা ভরে উঠেছিল। এখন খানিকটা গ্র্যান্ড ওল্ড অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের মর্যাদা পেয়েছে, তবে বিশের দশকে ওটাকে বলা হতো ব্ল্যাক ব্র্যামফোর্ড। বুদ্ধিমান লোকেরা দূরে থাকত ওটা থেকে। তরমুজ হচ্ছে ভদ্রমহিলার জন্যে, তাই না, রোজমেরি?'

ওয়েইটার এসে অ্যাপেটাইজার দিয়ে গেল। জিজ্ঞাসু চোখে গী'র দিকে তাকাল রোজমেরি। ভুরু কুঁচকে চট করে মাথা নাড়ল গী। ও কিছু না, ওকে ভয় পাইয়ে দিতে দিয়ো না।

ওয়েইটার চলে গেল। 'বছরের পর বছর,' বলল হাচ, 'অসংখ্য কদর্য আর রুচিহীন ঘটনা ঘটে গেছে ব্র্যামফোর্ডে। সবগুলো কিন্তু খুব বেশী আগেরও নয়। ১৯৫৯ সালে বেসমেন্টে খবরকাগজে মোড়ানো একটা বাচ্চার লাশ পাওয়া গিয়েছিল।'

রোজমেরি বলল, 'এমনি ভয়ঙ্কর ঘটনা তো সব অ্যাপার্টমেন্টেই কোনও না কোনও সময় ঘটে।'

'কোনও কোনও সময়,' বলল হাচ। 'তবে কথা হচ্ছে, ব্র্যামফোর্ডে 'কোনও কোনও' সময়ের চেয়ে ঢের বেশী হারে মারাত্মক সব ঘটনা ঘটেছে। ওখানে চোখে না পড়ার মতো অনিয়মও আছে। যেমন, একই আকার আর বয়সের অন্যান্য বাড়িঘর থেকে ওখানে আত্মহত্যার হারও ঢের বেশী।'

'তোমার উত্তরটা কি, হাচ?' উদ্বিগ্ন, সিরিয়াস ভাব করে জানতে চাইল গী। 'নিশ্চয়ই কোনও না কোনও ধরনের ব্যাখ্যা আছে।'

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকাল হাচ।'জানি না,' বলল সে 'হতে পারে ট্রেঞ্চ সিস্টারদের নিষ্ঠুরতা আদ্রিয়ান মারকাতো বলে এক লোককে টেনে এনেছে আর তার নিষ্ঠুরতা কিথ কেনেডিকে টেনে এনেছে; এভাবে বাড়িটা অন্যদের চেয়ে বিশেষ ধরনের আচরণে বেশী উৎসাহী লোকজনের জমায়েতের জায়গায় পরিণত হয়েছে। কিংবা হয়তো এমন কিছু ব্যাপার আছে, আমরা যার কথা এখনও জানতে পারিনি-যেমন ধরো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্রনস বা অন্য কোনও কারণে কোনও একটা বিশেষ জায়গা আক্ষরিক অর্থেই বৈরী হয়ে উঠতে পারে। এটা অবশ্য আমার জানা আছে, ব্র্যামফোর্ড কোনও অর্থেই অনন্য নয়। লন্ডনের প্রিড স্ট্রিটে একটা বাড়ি ছিল, ওখানে মাত্র ষাট বছরে ভেতর পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। পাঁচজনের কেউই কোনওভাবে সম্পর্কিত ছিল না। খুনীরা বা শিকাররা কোনওভাবে সম্পর্কিত ছিল না; একই মুনস্টোন কিংবা মাল্টিজ ফ্যালকনের জন্যেও হয়নি খুনগুলো। কিন্তু তারপরেও মাত্র ষাট বছরের ভেতর রাস্তার দিকে একটা দোকান আর উপরে অ্যাপার্টমেন্টঅলা একটা ছোট বাড়িতে পাঁচটা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ১৯৫৪ সালে বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়-তেমন জরুরি কোনও কারণ ছিল না, যতদূর জানি প্লটটা এখনও খালি পড়ে আছে।'

তরমুজে চামচ নাড়াচাড়া করতে লাগল রোজমেরি। 'হয়তো ভালো বাড়িও আছে,' বলল সে। 'যেখানে মানুষ ভালোবাসে, বিয়ে করে, বাচ্চা নেয়।'

'আর স্টার বনে যায়,' বলল গী।

'তা হয়তো আছে,' বলল হাচ। 'তবে আমি তেমন কিছু শুনিনি। আসলে খারাপগুলোই প্রচার পায়।' রোজমেরি আর গীর দিকে ফিরে হাসল সে। 'তোমরা ব্র্যামফোর্ডের বদলে ভালো কোনও বাড়ির খোঁজ করলেই ভালো হতো।'

রোজমেরির মুখের কাছে এসে থেমে গেল তরমুজ ভরা চামচটা। 'তুমি সত্যিই আমাদের এটা থেকে ঠেকানোর চেষ্টা করছ?' জানতে চাইল ও।

'আদরের মেয়ে আমার,' বলল হাচ। 'আজকের সন্ধ্যায় এক মহিলার সাথে নিখুঁত ডেটিং করছি আমি। তোমাকে দেখতে আর আর আমার কথাগুলো বলতেই এর ব্যবস্থা করেছি। আসলেই তোমাদের ঠেকানোর চেষ্টা করছি।'

BanglaBook.org

'হায়, জেসাস, হাচ,' শুরু করল গী।

'আমি বলছি না যে,' বলল হাচ। 'ব্র্যামফোর্ডে পা দেওয়ামাত্রই মাথায় পিয়ানোর বাড়ি খাবে বা আইবুড়োরা তোমাদের খেয়ে ফেলবে বা পাথর হয়ে যাবে তোমরা। আমি শুধু বলছি হাতের কাছেই রেকর্ড আছে, আর সেটাকে যুক্তিসঙ্গত ভাড়া এবং চালু ফায়ারপ্লেসের সাথে তুলনা করা উচিত। বাড়িটার অপ্রীতিকর ঘটনার অনেক নজীর আছে। কেন যেচে বিপজ্জনক এলাকায় পা রাখা? ডাকোটা বা অসবর্নে চলে যাও, যদি উনবিংশ শতাব্দীর জাঁকের প্রতি এতই দুর্বলতা থাকে তোমাদের।'

'ডাকোটা তো কো-অপ,' বলল রোজমেরি, 'অসবর্ন ভেঙে ফেলা হবে।'

'তুমি একটু বাড়িয়ে বলছ না, হাচ?' বলল গী। 'বেসমেন্টের বাচ্চাটা বাদে ইদানীংকার আর কোনও 'অপ্রীতিকর ঘটনা'র নজীর আছে?'

'গত শীতে একজন এলিভেটর ম্যান খুন হয়েছে,' বলল হাচ। 'তবে ঠিক ডিনার টেবিলের অ্যাক্সিডেন্টের মতো কোনও ব্যাপার না। আজ বিকেলে টাইমস ইন্ডেক্স আর তিন ঘণ্টার একটা মাইক্রোফিল্ম নিয়ে লাইব্রেরিতে ছিলাম আমি। আরও শুনতে চাও?'

গীর দিকে তাকাল রোজমেরি। কাঁটাচামচ রেখে মুখ মুছল গী। 'হাস্যকর,' বলল ও। 'ঠিকাছে, মানলাম অনেকগুলো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে ওখানে। তার মানে এই না যে, আরও ঘটবে। ব্র্যামফোর্ড কেন শহরের আর পাঁচটা এলাকার চেয়ে বেশী 'বিপজ্জনক এলাকা' হবে সেটা আমার মাথায় আসছে না। কয়েন টস করে পর পর পাঁচবার হেড পেতে পারো তুমি, তার মানে এই না যে পরের পাঁচটা টসেও হেড উঠবে। তাই বলে একটা কয়েন আরেকটা কয়েন থেকে আলাদা কিছু না। এটা স্রেফ কাকতাল।'

'সত্যিই কোনও সমস্যা থাকলে,' বলল রোজমেরি, 'ওটা ভেঙে ফেলা হতো না? লন্ডনের বাড়িটার মতো?'

'লন্ডনের বাড়িটা,' বলল হাচ। 'পারিবারিক সম্পত্তি ছিল কিংবা শেষ মালিক ওখানে খুন হয়েছিল। ব্র্যামফোর্ড পাশের চার্চের মালিকানায় রয়েছে।'

'এই যে কাজের কথায় এসেছ,' সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল গী। 'আমাদের ঐশ্বরিক প্রতিরক্ষা রয়েছে।'

'তাতে কাজ হচেছ না,' বলল হাচ।

BanglaBook.org

প্লেটগুলো নিয়ে গেল ওয়েইটার।

রোজমেরি বলল, 'ওটা চার্চের সম্পত্তি, জানা ছিল না।

গী বলল, 'গোটা শহরটাই, হানি।'

'ওয়াইওমিংয়ে চেষ্টা করেছিলে?' জিজ্ঞেস করল হাচ। 'মনে হয় একই ব্লকেই পড়েছে ওটা।'

'হাচ,' বলল রোজমেরি। 'সব জায়গায় চেষ্টা করেছি। কোথাও কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু না। পরিষ্কার চৌকো রূম আর এলিভেটরে টেলিভিশন ক্যামেরাঅলা নুতন দালানকোঠা ছাড়া আর কিছু না।'

'সেটা কি কোনও সমস্যা?' জানতে চাইল হাচ, হাসছে।

'হ্যাঁ,' বলল রোজমেরি।

গী বলল, 'একটা বাড়ি ঠিক করে ফেলেছিলাম, কিন্তু এটার জন্যে ছেড়ে দিয়েছি।'

এক মুহূর্ত ওদের দিকে চেয়ে রইল হাচ। তারপর হেলান দিয়ে বসে ছড়ানো হাতের তালু দিয়ে তাল ঠুকতে লাগল। 'হয়েছে,' বলল সে। 'প্রথম থেকেই যেটা করা উচিত ছিল, নিজের চরকায় তেল দিচ্ছি আমি। তোমাদের চালু ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বেলে রেখো! দরজায় লাগাতে একটা বোল্ট দেব তোমাদের, আর এখন থেকে মুখ বুজে থাকব। আমি একটা হদ্দ বোকা, আমাকে মাফ করবে।'

হাসল রোজমেরি। 'দরজায় আগে থেকেই বোল্ট আছে,' বলল ও। 'আর চেইন ও পিপহোলও।'

'তাহলে তিনটাই কাজে লাগানোর কথা মনে রেখো,' বলল হাচ। 'দুনিয়ার সবার সাথে আলাপ করার জন্যে হলওয়েতে ঘুরঘুর করো না। এটা আইয়োয়া না।'

'ওমাহা।'

মেইন কোর্স নিয়ে এল ওয়েইটার।

পরের সোমবার বিকেলে ব্র্যামফোর্ডের সেভেন-ই অ্যাপার্টমেন্টের জন্যে দুই বছরের চুক্তি করল রোজমেরি আর গী। এক মাসের অগ্রীম ভাড়া, নিরাপত্তা জমা হিসাবে মিসেস কর্তেযকে পাঁচশো তিরাশি ডলারের একটা চেক দিল ওদের জানানো হলো, চাইলে পয়লা সেপ্টেম্বরের আগেই অ্যাপার্টমেন্টে উঠতে পারবে ওরা। কারণ সপ্তাহের শেষ নাগাদ খালি হয়ে যাবে ওটা।

BanglaBook.org

আঠার তারিখ বুধবার রঙের মিস্ত্রীরা আসতে পারবে।

পরে, সোমবার অ্যাপার্টমন্টের আগের ভাড়াটিয়া মিসেস গার্ডেনিয়ার ছেলে মার্টিন গার্ডেনিয়ার কাছ থেকে ফোন পেল ওরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা আটটায় অ্যাপার্টমেন্টে ওদের সাথে দেখা করতে রাজি হলো সে। দেখা করতে গিয়ে তাকে দীর্ঘদেহী, ষাট বছরের আমুদে খোলামন-মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করল ওরা। যেসব জিনিস বিক্রি করতে চায় সেগুলোর নাম আর দাম বলল সে, সবগুলোই লক্ষ্যণীয়ভাবে সস্তা আলোচনা করে দুটো এয়ারকন্ডিশনার, পেটিট পয়েন্ট বেঞ্চসহ একটা রোজউড ভ্যানিটি, লিভিং রুম পারসিয়ান রাগ আর অ্যান্ডআয়র, ফায়ারস্ক্রিন এবং যন্ত্রপাতি কিনল রোজমেরি ও গী। মিসেস গার্ডেনিয়ার রোলটপ ডেস্কটা, নৈরাশ্যজনকভাবে বিক্রির তালিকায় ছিল না। গী চেক লিখে যেসব জিনিস ফেলে যাওয়া হবে সেগুলোয় ট্যাগ লাগানোর সময় সাথে করে আনা একটা ছয়ফুটী ফোল্ডিং রুলে লিভিংরুম আর বেডরুমের মাপ নিল রোজমেরি।

গত মার্চে *অ্যানাদার ওঅর্ল্ড* নামে এক মধ্যাহ্ন সিরিজের একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিল গী। তিন সপ্তাহ হয় চরিত্রটা আবার ফিরে এসেছে, ফলে সপ্তাহের বাকি সময়টা ব্যস্ত ছিল সে। হাই স্কুল আমল থেকে জমানো বিভিন্ন ডোকোরেটিং স্কিমের একটা ফোল্ডার ঘেঁটে অ্যাপার্টমেন্টের জন্যে মানানসই মনে হওয়া দুটো নকশা খুঁজে পায় রোজমেরি। ওই দুটোকে গাইডের মতো কাজে লাগিয়ে নিউ ইয়র্কে আসার পর আটলান্টায় যাদের সাথে রুম ভাগাভাগি করেছিল তাদের একজন, জোয়ান জেলিকোকে নিয়ে ফার্নিশিংয়ের খোঁজে বের হয় ও। জোয়ানের কাছে ডেকোরেটরের কার্ড থাকায় সব ধরনের শোরুমে ঢোকার সুযোগ ছিল। দেখে দেখে শর্টহ্যান্ডে নোট টুকে রেখেছে রোজমেরি। গীকে দেখাবে বলে কয়েকটা স্কেচও এঁকেছে। তারপর উপচানো ফাইবার আর ওয়ালপেপারের নমুনা হাতে সময় মতো *অ্যানাদার ওঅর্ল্ড* দেখার জন্যে দ্রুত বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর আবার বেরিয়ে গেছে ডিনারের কেটাকাটা করবে বলে। ভাস্কর্য শেখার ক্লাসটা ফাঁকি দিয়েছে সন্ধ্যায় দাঁতের ডাক্তারের সাথে করা অ্যাপয়েনমেন্টও বাতিল করেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় অ্যাপার্টমন্টেটা ওদের হয়ে গেল। একটা ল্যাম্প আর শপিং ব্যাগ হাতে উঁচু উঁচু সিলিংয়ের শূন্যতা আর অচেনা অন্ধকারে ঢুকল ওরা। দূরের কামরা থেকে প্রতিধ্বনি কান এল। এয়ারকন্ডিশনার ছেড়ে রাগ

BanglaBook.org

আর ফায়ারপ্লেস আর রোজমেরির মুগ্ধ চোখে অহংকার দেখতে লাগল; বাথটাব, ডোরনব, কজা, মোল্ডিং, মেঝেও দেখল, আর চারটা রুমের জন্যেই ফ্লোর প্ল্যান করল। মাপজোখ করল গী, রোজমেরি ছবি আঁকল। আবার রাগের উপর ল্যাম্পটার প্লাগ খুলে কাপড়চোপড় খুলে শেডবিহীন জানালার আভায় একান্তে মিলিত হলো ওরা। 'শিট!' পরে হিসহিস করে বলল গী, চোখজোড়া ভয়ে বিস্ফারিত। 'ট্রেঞ্চ সিস্টারদের চিবুনোর আওয়াজ পেয়েছি!' জোরে ওর মাথায় আঘাত করল রোজমেরি।

একটা সোফা, একটা কিং সাইজ খাট, কিচেনের জন্যে একটা টেবিল আর দুটো বেন্টউড চেয়ার কিনে আনল ওরা। কন অ্যাড, ফোন কোম্পানি, দোকান, মিস্ত্রি আর প্যাডেড ওয়্যাগনে ফোন করল ওরা।

আঠার তারিখ সোমবার এল রঙ মিস্ত্রিরা; তালি মেরে, স্প্যাক করে ঘঁষে, রঙ করে বিশ তারিখ শুক্রবার চলে গেল। মোটামুটি রোজমেরির পছন্দসই রঙই করল ওরা। একজন নিঃসঙ্গ পেপারহ্যাণ্ডার এসে বিড়বিড় করতে করতে বেডরুমে পেপার সাঁটল।

দোকান, মিস্ত্রি আর মন্ট্রিঅলের গীর মাকে ফোন করল ওরা। একটা আরমোয়ের আর একটা ডাইনিং টেবিল কিনল, আর হাইফাই কম্পোনেন্ট, একটা নতুন ডিশ আর থালঅবাসন। ওরা প্রচার পেল (?)। ১৯৬৪ সালে *অ্যানাসিন* বিজ্ঞাপনের একটা সিরিজ করেছিল গী, বারবার ওকে দেখানোয় আঠার হাজার ডলার কামাই করেছিল ও। এখনও ওটা থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য টাকা হাতে আসছে ওর।

উইন্ডো শেড আর কাগজ সাঁটা শেল্ফ টাঙাল ওরা, কার্পেটটাকে বেডরুমে চলে যেতে দেখল, আর হলওয়েতে শাদা ভিনাইল। তিনটা জ্যাকঅলা একটা প্লাগ-ইন ফোন পেল ওরা; বিল শোধ করে পোস্টঅফিসে একটা ফরওয়ার্ডিং নোটিস রেখে এল।

২৭শে আগস্ট শুক্রবার উঠে এল ওরা। বিরাট টবে বসানো গাছ পাঠাল জোয়ান আর ডিক জেলিকো, ছোট একটা গাছ পাঠাল গীর এজেন্ট। একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হাচ: ব্র্যামফোর্ড ওটার কেউ একটা দরজায় *আর অ্যান্ড জি উডহাউস* লেখার পর খারাপ থেকে ভালো বাড়ি হয়ে যাবে ওটা।

BanglaBook.org

তিন

তারপর রোজমেরি একাধারে ব্যস্ত আর খুশি হয়ে উঠল। পর্দা কিনে টাঙাল, লিভিং রুমের জন্যে একটা ভিক্টোরিয়ান গ্লাস ল্যাম্প যোগাড় করল, রান্নাঘরের দেয়ালে থালা-বাসন ঝোলাল। একদিন ও বুঝতে পারল হল ক্লোজিটের চারটে বোর্ড আসলে শেল্ফ, সাইড ওয়ালের ক্লিটে আড়াআড়ি বসাতে হবে ওগুলো। গিংহ্যাম কন্ট্যাক্ট পেপার লাগাল ওগুলোয়, তারপর গী ফিরে এলে নিখুঁতভাবে ফিট করা একটা লিনেন ক্লোজিট দেখাল ওকে। সিক্সথ অ্যাভিনিউতে একটা সুপার মার্কেট, ফিফটি-ফিফথ স্ট্রিটে চাদর আর গী'র কাপড়চোপড় ধোয়ার জন্যে একটা লন্ড্রির সন্ধান পেল ও।

গীও বড্ড ব্যস্ত, রোজ অন্য মেয়েদের স্বামীদের মতো বাইরে চলে যাচ্ছে। শ্রম-দিবস পার হয়ে যাবার পর ওর ভোকাল-কোচ শহরে ফিরে এসেছে। রোজ সকালে তার সাথে রেওয়াজ করে ও, বেশীরভাগ দিন বিকেলে নাটক আর বিজ্ঞাপনে সুযোগ পাওয়ার জন্যে অডিশন দেয়। নাশতার টেবিলে নাটকের পাতা পড়তে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে ও–সবাই শহরের বাইরে রয়েছে এখন *স্কাইস্ক্র্যাপার* বা *ড্রাট! দ্য ক্যাট!* অথবা *দ্য ইম্পসিবল ইয়ার্স* কিংবা *হট সেপ্টেম্বরের* কাজ নিয়ে; কেবলই ওই নিউ ইয়র্কে বসে আছে, *অ্যানাচিনের* অবশিষ্ট নিয়ে; কিন্তু রোজমেরি জানে খুব শিগগিরই ভালো একটা সুযোগ পেয়ে যাবে ও। নীরবে ওর সামনে কফির কাপ নামিয়ে রাখে ও, তারপর পত্রিকার অন্যান্য অংশগুলো টেনে নেয় নিজের কাছে।

আপাতত নার্সারিটা পুরোনো অ্যাপার্টমেন্টের ফার্নিচার আর অফ-হোয়াইট দেয়ালের একটা ডেন। শাদা-হলুদ ওয়ালপেপার পরে আসবে, পরিষ্কার ও টাটকা। ওটার একটা নমুনা ছিল রোজমেরির কাছে, ক্রিব আর ব্যুরো দেখানো একটা স্যাকস অ্যাডে পিকাসো'স পিকাসোজ-র সাথে তৈরি অবস্থায় আছে ওটা।

BanglaBook.org

ভাই ব্রায়ানের সাথে নিজের খুশি ভাগাভাগি করতে চিঠি লিখল রোজমেরি। ওর পরিবারের আর কেউই ব্যাপারটা ভালোভাবে নেবে না; বাবা-মা, ভাই-বোন এখন সবাইই বৈরী হয়ে আছে–ক) একজন প্রটেস্ট্যান্টকে বিয়ে করা, খ) কেবল একটা সিভিল সেরেমনিতে বিয়ে করা আর ৩) দুইবার তালাকপ্রাপ্তা একজন শাশুড়ি থাকায়–যে আবার এক কানাডাবাসী ইহুদিকে বিয়ে করেছে–কোনওদিনই ওকে ক্ষমা করবে না ওরা।

গীকে চিকেন মারেনগো আর ভিতেলো টম্যাটো বানিয়ে দিল ও, একটা সোচা লেয়ার কেক আর এক জার বাটার কুকি বেক করল।

পরিচয়ের আগেই মিনি ক্যাস্তেভাতের কথা শুনেছিল ওরা; শোবার ঘরের দেয়ালের ওপাশ থেকে। মধ্য পশ্চিমা কর্কশ স্বরে চিৎকার করে বলছিল, 'রোমান শুতে আস! এগারটা সাতাশ হয়ে গেছে!' এর পাঁচ মিনিট পরে 'রোমান? আসার সময় আমার জন্যে খানিকটা রুট বিয়র নিয়ে এস!'

'ওরা যে এখনও *মা অ্যান্ড পা কেটল* মুভি বানাচ্ছে, জানা ছিল না,' বলেছিল গী। অনিশ্চিতভাবে হেসেছে রোজমেরি। গীর চেয়ে বয়সে নয় বছরের ছোট ও, গীর কিছু কিছু কথা ওর কাছে ঠিক স্পষ্ট হয় না।

সেভেন-এফ এর আমুদে বয়স্ক দম্পতি গোল্ড, জার্মানভাষী ব্রান্স আর সেভেন-সির ওয়াল্টারদের সাথে পরিচিত হলো ওরা। হলে সেভেন-জি'র কিলোগ সেভেন-এইচ'র স্টেইন আর সেভেন বি'র দুবিন ও দিভোরদের উদ্দেশে হাসল, মাথা নোয়াল। (ডোর বেল আর ডোরম্যাটের উপর রাখা ফেস-আপ মেইল বক্স থেকে চট করে প্রত্যেকের নাম মুখস্থ করে নিয়েছে রোজমেরি, পড়তে সংশয় বোধ করেনি)। সেভেন-ডি'র ক্যাপলদের দেখা যায়নি, তাদের কোনও চিঠিও নেই, দৃশ্যত এখনও গ্রীষ্মের ছুটি থেকে ফেরেনি। আর সেভেন-এ'র ক্যাস্তেভেতদের গলা শোনা গেলেও ('রোমান! টেরি কোথায়?'), অদৃশ্যই রয়েছে ওরা, হয় তারা নিভৃতচারী কিংবা অসময়ে আসা যাওয়ায় অভ্যস্ত। এলিভেটরের ঠিক উল্টোদিকেই ওদের দরজা, ডোরম্যাট ভালোভাবেই পড়া যায়। বিস্ময়কর বিচিত্রসব জায়গা থেকে চিঠি আসে ওদের নামে। হউইক, স্কটল্যান্ড, ল্যাঙগুয়েক, ফ্রান্স, ভিটোরিয়া, ব্রাযিল, কসনোক, অস্ট্রেলিয়া *লাইফ* আর *লুক*, দুই পত্রিকারই গ্রাহক ওরা।

BanglaBook.org

ট্রেঞ্চ সিস্টার, আদ্রিয়ান মারকাতো, কিথ কেনেডি, পার্ল এমস বা ওদের পরের সমতুলদের কোনও চিহ্নই দেখল না রোজমেরি আর গী। দুবিন আর দিভোরে সমকামী; বাকিদের স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে।

প্রায় রোজ মধ্যরাতেরই মধ্যপশ্চিমা গাধার চিৎকার কানে আসবে। রোজমেরি আর গী পরে বুঝতে পেরেছে আদিতে ওই অ্যাপার্টমেন্টটা ওদের অ্যাপার্টমেন্টোরই বড় অংশ ছিল। 'তবে একশোভাগ নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব!' তর্ক জুড়ে বলল মহিলা; তারপর আবার যোগ করল, 'আমার কথা জানতে চাইলে, বলব, ওকে বলা মোটেই ঠিক হবে না। এটাই আমার মত!'

এক শনিবার রাতে ক্যাস্তেভেতরা একটা পার্টি দিয়েছিল। আনুমানিক দশবার জন লোক কথা বলছিল, গান গাইছিল। চট করে ঘুমিয়ে পড়েছিল গী, কিন্তুরাত দুটোর পরেও জেগে ছিল রোজমেরি, বেসুরো গান কিংবা তার সাথে বাজানো কোনও বাঁশি বা ক্লারিনেট শুনেছে।

চারদিন পর পর লন্ড্রির কাজে নিচের বেসমেন্টে যাবার পরেই হাচের সন্দেহের কথা মনে পড়ে গেছে রোজমেরির, অস্বস্তি বোধ করেছে ও। খোদ সার্ভিস এলিভেটরটাই কেমন যেন–ছোট, চালানোর জন্যে আলাদা লোক নেই, হঠাৎ হঠাৎ বিনা নোটিসে শব্দ করে কেঁপে ওঠে–বেসমেন্টটা অপার্থিব একটা জায়গা, এককালের হোয়াইট ওঅশ করা ইটের প্যাসেজওয়েতে পায়ের শব্দের ফিসফাস শোনা যায়, অদৃশ্য দরজাগুলো সশব্দে বন্ধ হয়, কাস্ট-অফ রেফ্রিজারেটরগুলো তারের খাঁচায় উজ্জ্বল বাল্বের নিচে দেয়ালের দিকে মুখ করে ফেলে রাখা হয়েছে।

রোজমেরির মনে পড়ে গেল, খুব বেশী দিন আগে নয়, এখানেই খবর কাগজে মোড়ানো একটা ছোট্ট বাচ্চার লাশ পাওয়া গেছে। কার ছিল বাচ্চাটা, কীভাবে মারা গেল? কে খুঁজে পেয়েছিল? যে লোকটা রেখে গিয়েছিল শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাকে? লাইব্রেরিতে গিয়ে হাচের মতো পুরোনো পত্রিকায় খবরটা পড়ার কথা ভাবলেও পরে মনে হয়েছে ব্যাপারটা তাতে আরও বেশী সত্যি হয়ে উঠবে। লাশটা ঠিক কোথায় পাওয়া গেছে জানা থাকলে, লন্ড্রি রুমে যাওয়ার পথে সেটাকে পাশ কাটানো, তারপর আবার এলিভেটরে ফেরার সময় অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠবে। আংশিক অজ্ঞতা, ভেবেছে ও, আংশিক আশীর্বাদ বটে। হাচের নিকুচি করি, নিকুচি করি ওর ভালো চাওয়া!

BanglaBook.org

লন্ড্রি রুমটা কোনও জেলখানাতেই যেন বেশী মানাত: ছাতা ধরা ইটের দেয়াল, খাঁচায় ভরা আরও বাল্ব আর আয়রন মেশ কিউবিকলসে অসংখ্য গভীর ডাবল সিঙ্ক। কয়েন অপারেটেড ওয়াশার আর ড্রায়ারস আছে এখানে; বেশীর ভাগ তালা দেওয়া কিউবিকলসে নিজস্ব মালিকানার মেশিন। সপ্তাহান্তে বা সাপ্তাহিক দিনে সকাল সকাল নেমে আসে রোজমেরি; নিগ্রো ধোপাদের একটা দল ইস্ত্রি করতে করতে গল্প করে। একবার ও আকস্মিকভাবে হাজির হওয়ায় চুপ করে গিয়েছিল ওরা। সারাক্ষণ হেসেছে ও, অদৃশ্য হয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু আর একটা কথাও বলেনি ওরা; নিজেকে বড় বেশী আত্মসচেতন, আনাড়ী মনে হয়েছে; আর নিগ্রোদের মনে হয়েছে নিপীড়নকারী।

গী আর ও ব্র্যামফোর্ডে ওঠার পর দুই সপ্তাহের বেশী হয়ে গেছে। একদিন বিকেলে, ৫:১৫ মিনিটে লন্ড্রি রুমে বসে *নিউ ইয়র্কার* পড়ছিল রোজমেরি। কাপড় ধোয়ার পানিতে সফটেনার মেশানোর অপেক্ষা করছিল। এই সময় ওর মতো বয়সী একটা মেয়ে এল–কালো চুলের আকর্ষণীয় চেহারা। সচকিত রোজমেরি বুঝতে পারল ওটা আনা মারিয়া আলবারগেতি। ওর পায়ে শাদা স্যান্ডেল, গায়ে কালো শর্টস আর অ্যাপ্রিকট সিল্ক ব্লাউজ; একটা হলদে লন্ড্রি বাস্কেট ওর হাতে। রোজমেরির উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে একটা ওয়াশারের দিকে এগিয়ে গেল সে, ওর দিকে আর তাকাল না। ওয়াশার খুলে ময়লা কাপড় ঢোকাতে শুরু করল।

রোজমেরি যতদূর জানে, আনা মারিয়া আলবারগেতি ব্র্যামফোর্ডের বাসিন্দা নয়, হতে পারে এখানে বেড়াতে এসে তাদের কাজে সাহায্য করছে। তবে ভলো করে দেখতেই রোজমেরি বুঝতে পারল ভুল হয়েছে ওর। মেয়েটার নাক অনেক বেশী লম্বা আর তীক্ষ্ণ; এছাড়া অভিব্যক্তি আর চলাফেরায় সূক্ষ্ম আরও অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে মিলটা লক্ষ্যণীয়–সহসা রোজমেরি আবিষ্কার করল ওর দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা, ঠোঁটে বিব্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ওর পাশের ওয়াশারটা বন্ধ ভরছে।

'দুঃখিত,' বলল রোজমেরি। 'তোমাকে আনা মারিয়া আলবারগেতি ভেবে ভুল করেছি, সেজন্যেই তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম। দুঃখিত।'

লাল হয়ে উঠল মেয়েটা। হেসে পায়ের কাছে কয়েক ফুট দূরে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। 'এমন প্রায়ই হয়,' বলল সে। 'মাফ চাওয়ার দরকার নেই। সেই ছোট বেলা থেকেই লোকে আমাকে আনা মারিয়া ভেবে ভুল

BanglaBook.org

ফিরে আসছে। প্রথম যখন *হিয়ার কামস দ্য গ্রুম*-এ অভিনয় শুরু করেছিল সে।' রোজমেরির দিকে তাকাল মেয়েটা। এখনও ব্যস্ত, তবে হাসছে না। 'আমি কোনও মিল দেখি না,' বলল সে। 'তার মতো আমিও ইতালিয়ান বাবা-মায়ের সন্তান, তবে শারীরিক কোনও মিল নেই।'

'ওটাও অনেক জোরাল বটে,' বলল রোজমেরি।

'মনে হয়,' বলল মেয়েটা। 'সবাই সব সময় বলে। তবে আমি বুঝতে পারি না। বুঝতে পারলে হতো। বিশ্বাস করো।'

'ওকে চেন তুমি?' জানতে চাইল রোজমেরি।

'না।'

'যেভাবে *আনা মারিয়া* বললে, তাই ভাবলাম।'

'আরে না। ওকে এভাবেই ডাকি আমি। হয়তো সবার সাথে তাকে নিয়ে অনেক বেশী কথা বলার জন্যেই হবে,' শর্টসের উপর হাত মুছল সে। সামনে এগিয়ে এসে হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি টেরি জিনোফ্রিয়ো,' বলল সে। 'তবে বানান করতে পারব না, জিজ্ঞেস করতে যেয়ো না।'

হেসে হাত মেলাল রোজমেরি। 'আমি রোজমেরি উডহাউস,' বলল ও। 'এখানে নতুন এসেছি। তোমরা অনেক দিন ধরে আছো?'

'আমি ভাড়াটে নই,' বলল মেয়েটা। 'আট তলায় স্রেফ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ক্যাস্তেভেতদের সাথে থাকছি। জুন থেকে অনেকটা মেহমানের মতো। আচ্ছা, ওদের চেন?'

'না,' হেসে বলল রোজমেরি। 'তবে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটা ওদের ঠিক পেছনে, এক সময় পেছন অংশ ছিল ওটার।'

'ও খোদা,' বলল মেয়েটা, 'তোমরাই তাহলে বৃদ্ধার অ্যাপার্টমেন্টটা নিয়েছ! মিসেস–মানে মারা গেছে যে বয়স্কা মহিলা!'

'গার্ডেনিয়া।'

'ঠিক। ক্যাস্তেভেতদের ভালো বন্ধু ছিল সে। লতাপাতা জাতীয় জিনিস জন্মাত, তারপর মিসেস ক্যাস্তেভেতের কাছে নিয়ে আসত রান্না করার জন্যে।'

মাথা দোলাল রোজমেরি। 'আমরা প্রথম অ্যাপার্টমেন্টটা দেখার সময়,' বলল ও, 'একটা রুম গাছপালায় ভরা ছিল।'

'এখন আর বেঁচে নেই সে।' বলল টেরি। 'মিসেস ক্যাস্তেভাতের রান্নাঘরে একটা মিনিয়েচার গ্রিনহাউস আছে। নিজেই এখন গাছপালা লাগায়।'

BanglaBook.org

'মাফ করবে, সফটেনার দিতে হবে আমাকে,' বলল রোজমেরি। ওয়াশারের উপর রাখা লন্ড্রি ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করল ও।

'তুমি জানো তোমার চেহারা কার মতো?' ওকে জিজ্ঞেস করল টেরি।

ক্যাপটা খুলতে খুলতে রোজমেরি বলল, 'না। কার মতো?'

'পাইপার লরি।'

হেসে ফেলল রোজমেরি। 'আরে না,' বলল ও। 'তোমার কথায় হাসি পাচ্ছে, কারণ বিয়ের আগে আমার স্বামী ওর সাথে ডেটিং করত।'

'ঠাট্টা করছ? হলিউডে?'

'না, এখানে,' এক ক্যাপ ভর্তি সফটেনার ঢালল রোজমেরি। ওয়াশার ডোর খুলল টেরি। ওকে ধন্যবাদ জানাল রোজমেরি। সফটেনার ফেলল ভেতরে।

'তোমার স্বামী অভিনেতা?' জানতে চাইল টেরি।

মাথা দোলাল রোজমেরি, বোতলের মুখ লাগাল ও।

'ঠাট্টা করছ। কী নাম ওর?'

'গী উডহাউস,' বলল রোজমেরি। '*লুথার* আর *নোবডি লাভস অ্যান অ্যালব্যাট্রসে* ছিল ও। টেলিভিশনেও অনেক কাজ করেছে।'

'ইশ, সারাদিন টিভি দেখি আমি,' বলল টেরি। 'বাজি ধরে বলতে পারি দেখেছি ওকে!' বেসমেন্টের কোথাও কাঁচ ভাঙল; হয়তো কোনও বোতল বা জানালা। 'ওয়াও,' বলে উঠল টেরি।

কাঁধ ঝাঁকাল রোজমেরি, তারপর অস্বস্তির সাথে লন্ড্রিরুমের দরজার দিকে তাকাল। 'এই বেসমেন্ট ঘেন্না করি আমি,' বলল ও।

'আমিও,' বলল টেরি। 'তুমি এখানে থাকায় খুশি হয়েছি। একা থাকলে ভয়ে আমসি বনে যেতাম।'

'কোনও ডেলিভারি বয় হয়তো বোতল ফেলে গেছে,' বলল রোজমেরি।

টেরি বলল, 'শোন, আমরা সব সময় একসাথে নিচে আসতে পারি। সার্ভিস এলিভেটরের পাশেই তোমাদের দরজা, তাই না? আমি তোমার বেল বাজাব, তারপর একসাথে নেমে আসব, কেমন। আগে হাউস ফোনে কথা বলে নেওয়া যাবে।'

'খুবই ভালো হবে তাহলে,' বলল রোজমেরি। 'একা একা এখানে আসতে ঘেন্না করে আমার।'

BanglaBook.org

খুশি মনে হাসল টেরি। যেন কথা খুঁজে ফিরছে, তারপর হাসতে হাসতেই বলল, 'আমার কাছে একটা সৌভাগ্যের মাদুলি আছে, দুজনেরই উপকারে আসবে!' ব্লাউজের কলার টেনে সরিয়ে নেকচেইন বের করে রোজমেরিকে দেখাল। ওটার শেষমাথায় রূপার নকশা করা এক ইঞ্চিরও কম ব্যাসের বল।

'বাহ, দারুণ সুন্দর তো,' বলল রোজমেরি।

'তাই না?' বলল টেরি। 'গতকাল মিসেস ক্যাস্তেভেত দিয়েছে আমাকে। তিনশো বছরের পুরোনো। ওই ছোট গ্রিনহাউসেই ভেতরের জিনিসগুলো গজিয়েছে। সুলক্ষণ এটা, মানে তাই হওয়ার কথা।' টেরির বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে ধরে রাখা মাদুলিটা ভালো করে দেখল রোজমেরি। রূপালী কাজের উপর চেপে বসা সবজে বাদামী স্পঞ্জের মতো পদার্থে ভরা। বিশ্রী গন্ধে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো রোজমেরি।

আবার হেসে উঠল টেরি। 'গন্ধের ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই,' বলল সে। 'কাজ হলেই হলো!'

'খুবই সুন্দর,' বলল রোজমেরি। 'এমন আর দেখিনি।'

'এটা ইউরোপিয়ান,' বলল টেরি। ওয়াশারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বলটা দেখতে লাগল। এপাশ ওপাশ ঘোরাচ্ছে। 'ক্যাস্তেভেতেরা দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মানুষ–অন্যদের খারাপ বলছি না,' বলল সে। 'আক্ষরিক অর্থেই ফুটপাথ থেকে আমাকে তুলে এনেছে ওরা। বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম এইট্থ অ্যাভিনিউতে, এখানে এনে পোষ্য নিয়েছে আপন বাবা-মায়ের মতো–কিংবা বলা যায় দাদা-দাদীর মতো।'

'অসুস্থ ছিলে?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

'ভদ্র ভাষায় এভাবে বলতে পারো,' বলল টেরি। 'আমি ছিলাম উপোস, নেশায় টাল, এমন সব কাজ করে বেড়াচ্ছিলাম এখন যার কথা মনে এলেই বমি এসে যায়। মিস্টার ও মিসেস ক্যাস্তেভেত আমাকে সম্পূর্ণ পুনর্বাসিত করেছে। আমার নেশা ছাড়িয়ে খাইয়েছে, পরিষ্কার কাপড়চোপড় দিয়েছে। এখন ওদের বেলায় কোনও কিছুই আমার জনে আর বেশী ভালো হওয়ার নয়। আমাকে সব রকম স্বাস্থ্যকর খাবার আর ভিটামিন দিয়েছে ওরা, এমনকি নিয়মিত দেখে যাবার জন্যে একজন ডাক্তারের ব্যবস্থাও করেছে! কারণ ওদের ছেলেপুলে নেই। বুঝতেই পারো, আমিই ওদের না পাওয়া সন্তান।'

মাথা দোলাল রোজমেরি।

BanglaBook.org

'প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো খারাপ মতলব আছে,' বলল টেরি। 'আমাকে দিয়ে হয়তো কোনও রকম যৌন অজাচার করাতে চায়। কিন্তু তেমন কিছুই না, আসলেই সত্যিকারের দাদা-দাদীর মতো আচরণ করেছে ওরা। কিছুদিনের ভেতরেই সেক্রেটারিয়েল স্কুলে ভর্তি করে দেবে আমাকে, তখন ওদের ঋণ শোধ করতে পারব। হাইস্কুলে মাত্র তিন বছর পড়েছি আমি, কিন্তু সামলে নেওয়ার উপায় আছে।' তাবিজটা আবার ব্লাউজে ঢুকিয়ে রাখল ও।

রোজমেরি বলল, 'তুমি বিদ্বেষ আর বহু লোকের না জড়ানোর কথা শুনতে থাক যখন, এমন মানুষ আছে জানলে ভালো লাগে।'

'ক্যাস্তেভেতদের মতো মানুষ খুব বেশী নেই,' বলল টেরি। 'ওরা না থাকলে মরে পড়ে থাকতাম। এটা নেহাতই সত্যি কথা। মরতাম নইলে জেলে যেতাম।'

'তোমাকে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না?'

'নেভিতে একটা ভাই আছে। ওর কথা যত কম বলা যায় তত ভালো।'

ধোয়া কাপড়গুলো একটা ড্রায়ারে চালান করে টেরির কাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল রোজমেরি। *অ্যানাদার ওঅর্ল্ডে* গী-র অনিয়মিত চরিত্র ('নিশ্চয়ই মনে আছে! তুমি ওকে বিয়ে করেছ?'), ব্র্যামফোর্ডের অতীত (টেরির এই সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই), আর পোপ পলের আসন্ন নিউ ইয়র্ক সফর নিয়ে কথা বলল ওরা। রোজমেরির মতো টেরিও ক্যাথলিক থাকলেও এখন আর ধর্ম পালন করে না। তবে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় পাপাল মাসে যোগ দিতে টিকেটের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। কাপড় ধুয়ে শুকোনোর পর সার্ভিস এলিভেটরে চেপে আট তলায় উঠে এল ওরা। টেরিকে ওদের অ্যাপার্টমেন্ট দেখার নিমন্ত্রণ করল রোজমেরি। কিন্তু পরে সুযোগ পাবে কিনা জানতে চাইল টেরি। ক্যাস্তেভেতরা ছয়টায় খায়, দেরি করতে চায় না সে। রোজমেরিকে বলল সন্ধ্যার পর হাউস ফোনে ওর সাথে কথা বলবে, যাতে একসাথে নিচে গিয়ে কাপড় আনতে পারে।

এক ব্যাগ ফ্রিওটোস খেতে খেতে টিভিতে গ্রেস কেলির ছবি দেখছিল গী। 'ওগুলো নিশ্চয়ই পরিষ্কার কাপড়,' বলল সে।

টেরি আর ক্যাস্তেভেতদের কথা বলল ওকে রোজমেরি। ওকে *অ্যানাদার ওঅর্ল্ড* ছবি থেকে চিনতে পেরেছে টেরি, তাও বলল।

BanglaBook.org

ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখলেও খুশি হলো গী। ডোনাল্ড বমগ্রার্ত নামে এক অভিনেতার কাছে একটা নতুন কমেডিতে অভিনয় করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বিষণ্ন হয়ে ছিল ও। বিকেলেই ওরা দুজন রবিবারের মতো পড়েছে ওটা। 'জেসাস ক্রাইস্ট!' বলে উঠল সে। 'ডোনাল্ড বমগ্রার্ত আবার কেমন নাম?' বদলানোর আগে ওর নিজের নাম শেরম্যান প্যাডেন ছিল।

রাত আটটায় লন্ড্রি নিয়ে এল রোজমেরি আর টেরি। গী-র সাথে পরিচিত হতে আর ওদের অ্যাপার্টমেন্ট দেখতে রোজমেরির সাথে ভেতরে এল টেরি। গীকে দেখে লাল হয়ে উঠল সে, বিব্রত হলো। ভারী ভারী কথায় প্রশংসা করে অ্যাশট্রে এনে সিগারেট ধরানোয় প্ররোচিত করল ওকে ব্যাপারটা। এর আগে আর কখনও এই অ্যাপার্টমেন্টটা দেখেনি টেরি। ও আসার অল্প পরেই মিসেস গার্ডেনিয়া আর ক্যাস্তেভেতদের সম্পর্ক শীতল হয়ে এসেছিল। এর পরপরই কোমায় চলে যায় মিসেস গার্ডেনিয়া। আর জ্ঞান ফিরে পায়নি। 'খুবই সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট,' বলল টেরি।

'হবে,' বলল রোজমেরি। 'এখনও অর্ধেকও সাজিয়ে উঠতে পারিনি আমরা।'

'মনে পড়েছে,' হাত তালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল গী। বিজয়ীর ঢঙে টেরি দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'আনা মারিয়া আলবারগেত্তি!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

বনিয়ারর্স থেকে একটা প্যাকেজ এল, হাচ পাঠিয়েছে: উজ্জ্বল কমলা রঙের লাইনিংঅলা লম্বা টিক-উডের একটা বাকেট। সাথে সাথে ওকে ফোনে ধন্যবাদ জানাল রোজমেরি। রঙ-মিস্ত্রিরা বিদায় নেওয়ার পর অ্যাপার্টমেন্টটা দেখেছিল সে, তবে রোজমেরি আর গী এখানে ওঠার পর আর আসেনি। চেয়ারগুলো আসতে এক সপ্তাহ দেরি হয়ে যাবার কথা ওকে বলল ও, সোফা আসার সময় হতে এখনও মাসখানেক বাকি থাকার কথাও বলল। 'দোহাই লাগে, এখনই লোকজন ডাকার কথা ভাবতে যেয়ো না,' বলেছিল হাচ। 'সব কেমন চলছে বলো আমাকে।'

খুশি মনে বিস্তারিত সব বলল রোজমেরি। 'পড়শীদেরও মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকেনি,' বলল ও। 'কেবল সমকামীদের মতো স্বাভাবিক অস্বাভাবিকরা বাদে, দুজন আছে এমন। আর আমাদের হলের উল্টো দিকে গোল্ড নামে চমৎকার একজোড়া বয়স্ক দম্পতি আছে। পেনসিলভেনিয়ায় একটা জায়গা আছে ওদের, ওখানে পারসিয়ান বেড়াল পোষে ওরা। ইচ্ছে হলে যখন তখন একটা যোগাড় করতে পারব আমরা।'

'ওদের কিন্তু লোম ঝরে,' বলল হাচ।

'আরেক দম্পতি আছে, ওদের সাথে আসলে এখনও আমাদের পরিচয় হয়নি, মাদকাসক্ত মেয়েটাকে ঘরে তুলে এনেছে ওরা, পুরোপুরি সারিয়ে তুলেছে ওকে, এখন সেক্রেটারিয়েল স্কুলে পড়াচ্ছে।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে সানিব্রুক ফার্মে গিয়ে উঠেছ তোমরা,' বলল হাচ। 'খুবই খুশি হলাম।'

'তবে বেসমেন্টটা কেমন যেন ভুতুড়ে,' বলল রোজমেরি। 'ওখানে গেলেই তোমাকে গালমন্দ করি।'

'এত থাকতে আমি কেন?'

'তোমার গল্পগুলোর জন্যেই তো।'

BanglaBook.org

'আমার লেখার কথা যদি বলে থাকো, নিজেই তো নিজেকে গালি দিই আমি। আর তোমাদের যেগুলো শুনিয়েছি সেগুলো হয়ে থাকলে, তুমি বরং আগুনের জন্যে ফায়ার অ্যালার্ম আর টাইফুনের জন্যে ওয়েদার ব্যুরোকে দায়ী করার মতো কিছু করলেই ভালো করবে।'

কুকড়ে গিয়ে রোজমেরি বলল, 'এখন আর অত খারাপ লাগবে না। যে মেয়েটার কথা বললাম, ওই আমার সাথে নিচে যাবে।'

হাচ বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে যেমন আশা করেছিলাম তেমন সুপ্রভাবই ফেলেছ তুমি, তাই বাড়িটা এখন আর চেম্বার অভ হরর নেই। আইস বাকেট নিয়ে ফুর্তি করো, গীকে শুভেচ্ছা দিয়ো।'

অ্যাপার্টমেন্ট সেভেন-ডি'র ক্যাপরা হাজির হয়েছে। লিসা নামে একটা দুবছর বয়সী অতি কৌতূহলী মেয়ের ত্রিরিশের কোঠার মাঝামঝি বয়সী বাবা-মা। 'তোমার নাম কী?' নিজের স্ট্রলারে বসে জিজ্ঞেস করল লিসা। 'ডিম খেয়েছ? ক্যাপ্টেন ক্রাঞ্চ খেয়েছ?'

'আমার নাম রোজমেরি,' বলল রোজমেরি। 'ডিম খেয়েছি, কিন্তু ক্যাপ্টেন ক্রাঞ্চের নাম তো শুনিনি কখনও। কে সে?'

১৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাতে আরও দুই দম্পতির সাথে *মিসেস ডালি* নামে একটা নাটকের প্রিভিউ দেখতে গেল রোজমেরি আর গী। সেখান থেকে ডক বার্তেলিয়ন নামে এক ফটোগ্রাফারের পার্টিতে ওয়েস্ট ফর্টি-এইটথ স্ট্রিটে তার স্টুডিওতে। বিদেশী অভিনেতাদের কাজ বন্ধ রাখতে করা অ্যাক্টর ইকুইটি পলিসি নিয়ে গী আর বার্তেলিয়নের ভেতর তর্ক জমে উঠল–গী-র মতে এটা ঠিকই আছে; বার্তেলিয়ন বলল, ঠিক না। উপস্থিত অন্যরা হাসিঠাট্টার আড়ালে দ্রুত মতবিরোধটাকে চাপা দিলেও অল্প পরেই রাত সাড়ে বারটার দিকে রোজমেরিকে নিয়ে চলে এল গী।

কোমল মোলায়েম রাত, হেঁটে এগোল ওরা। ব্রামফোর্ডের কালচে কাঠামোর কাছাকাছি আসার পর ওটার সামনের সাইডওঅকে জনা বিশেক লোকের একটা জটলা দেখতে পেল। একটা পার্ক করা গাড়িকে ঘিরে অর্ধবৃত্তকারে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই রয়েছে পুলিসের গাড়িগুলো, ছাদের লাইটগুলো লাল রঙ বিলোচ্ছে।

আরও খানিকটা আগে বাড়ল রোজমেরি আর গী। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে ওদের ইন্দ্রিয়। জিজ্ঞাসা নিয়ে রাস্তার গাড়ীগুলো গতি কামাচ্ছে। সরসর

BanglaBook.org

করে খুলে যাচ্ছে ব্র্যামফোর্ডের জানালাগুলো, গারগোয়েলদের মাথার পাশে উঁকি দিচ্ছে মানুষের মাথা। বাড়ির দিকে থেকে একটা কম্বল হাতে এগিয়ে এল ডোরম্যান টবি। ওটা নিতে ঘুরে দাঁড়াল পুলিসদের একজন।

একটা ফক্সওয়্যাগেন গাড়ির ছাদ একপাশে দুমড়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ ভাঙা দাগ পড়েছে উইন্ডশিল্ডে 'মারা গেছে,' বলল কেউ একজন। আরেক জন বলল, 'চোখ তুলে তাকাতেই মনে হলো বিশাল একটা পাখি নেমে আসছে, ঈগল বা এমন কিছু।'

পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রোজমেরি আর গী। লোকজনের কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল। 'দয়া করে এবার সরবে?' মাঝখান থেকে বলে উঠল এক পুলিস। কাঁধগুলো বিচ্ছিন্ন হলো। সাইডওঅকে পড়ে আছে টেরি, এক চোখে আকাশের দেখছে। মোরব্বা হয়ে গেছে ওর মুখের অর্ধেকটা। ওর উপর কম্বল মেলে দেওয়া হলো। স্থির হয়ে আসছে সেটা। এখানে-ওখানে ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে।

চোখ বুজে চট করে ঘুরে দাঁড়াল রোজমেরি। ডান হাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রস আঁকছে। শক্ত করে মুখ বন্ধ রাখল ও। বমি করে ফেলবে বলে ভয় করছে।

চোখ কুঁচকে উঠল গী-র, বড় করে দম নিল। 'হায় খোদা,' বলে গুঙিয়ে উঠল। 'হায় খোদা!'

এক পুলিস বলল, 'দয়া করে পিছিয়ে যাও!'

'ওকে আমরা চিনি,' বলল গী।

আরেক জন পুলিস ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, 'কী নাম ওর?'

'টেরি।'

'টেরি কী?' চল্লিশের মতো হবে লোকটার বয়স, ঘামছে। নীল সুন্দর একজোড়া চোখ। পুরু কালো ভুরু।

গী বলল, 'রো? ওর নাম যেন কী? টেরির পর কী?'

চোখ মেলে ঢোক গিলল রোজমেরি। 'মনে পড়ছে না,' বলল ও। 'ইতালিয়ান, জি দিয়ে, লম্বা নাম। বানান নিয়ে ঠাট্টা করেছিল ও। বলেছিল বানান করতে পারবে না।'

নীল চোখের পুলিসকে গী বলল, 'অ্যাপার্টমেন্ট সেভেন-এ'র ক্যাস্তেভেতদের সাথে ছিল ও।'

'সেটা আগেই জানতে পেরেছি,' বলল পুলিস।

BanglaBook.org

একটা হালকা হলুদ কাগজ হাতে এগিয়ে এল আরেক জন পুলিস। তার পেছনে মিকলাস। শক্ত হয়ে মুখ এঁটে আছে তার। স্ট্রাইপ পাজামার উপর রেইনকোট পরেছে। 'নিমেষে ঘটে গেছে,' নীল চোখঅলাকে বলল পুলিস। হলুদ কাগজটা দিল তাকে। 'ব্যান্ড এইড দিয়ে উইন্ডো সিলের সাথে আটকে দিয়েছে এটা, যাতে বাতাসে উড়ে না যায়।'

'কেউ ছিল ওখানে?'

মাথা নাড়ল অন্যজন।

কাগজের টুকরোর লেখাটা পড়ল নীল-চোখ পুলিস, চিন্তিতভাবে সামনের দাঁতগুলো চেপে রেখেছে। 'তেরেসা জিনোফ্রিয়ো,' ইতালিয় কায়দাতেই পড়ল সে। মাথা দোলাল রোজমেরি।

গী বলল, 'ওর মনে যে এমন খারাপ ভাবনা চলছে, বুধবার রাতে সেটা বোঝার জো ছিল না।'

'খারাপ চিন্তাই বটে,' প্যাডহোল্ডার খুলে বলল পুলিস। চিরকুটটা ওটার ভেতরে রেখে হোল্ডারটা বন্ধ করল, হলুদ কাগজের খানিকটা বের হয়ে রইল।

'ওকে চেন?' রোজমেরিকে জিজ্ঞেস করল মিকলাস।

'মুখের চেনা আরকি,' বলল ও।

'তা তো বটেই,' বলল মিকলাস, 'তোমরাও তো সাত নম্বরেই আছো।'

রোজমেরিকে গী বলল, 'চলো, হানি, উপরে যাই।'

পুলিস বলল, 'ক্যাস্তেভেতদের কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?'

'আসলেই কেউ বলতে পারবে না,' বলল গী। 'ওদের সাথে আমাদের দেখাই হয়নি।'

'এই সময় সাধারণত বাড়িতেই থাকে ওরা,' বলল রোজমেরি। 'দেয়ালের ওপাশে ওদের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। ওদের বাথরুমের পাশেই আমাদের বাথরুম।'

রোজমেরির পিঠে হাত রাখল গী। 'চলো, হানি,' বলল সে। পুলিস আর মিকলাসের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

'এই যে আসছে ওরা,' বলল মিকলাস। থেমে ঘুরে দাঁড়াল রোজমেরি আর গী। ঠিক ওদের মতোই ডাউন টাউন থেকে আসছে খুবই লম্বা, চওড়া শাদা চুল এক মহিলা আর এক দীর্ঘ, শুকনো লোক, পা টেনে হাঁটছে। 'ক্যাস্তেভেত?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি। মাথা দোলাল মিকলাস।

হালকা নীল পোশাকে নিজেকে মুড়ে রেখেছে মিস্টার ক্যাস্তেভেত, হাতে তুষার-শাদা দস্তানা, জুতো আর হ্যাট। নার্সের মতো স্বামীর হাত ধরে রেখেছে মহিলা। দুনিয়ার সব রঙের সিয়ারসাকার জ্যাকেট, লাল স্ল্যাক, গোলাপি বাউ টাই আর গোলাপি ব্যান্ডঅলা ধূসর ফেদোরায় ঝিলিক মারছে সে। পঁচাত্তর বা তার বেশী হবে বয়স, মহিলা আটষট্টি বা তার কাছাকাছি। তরুণের মতো সতর্ক অভিব্যক্তি নিয়ে এগিয়ে এল ওরা। মুখে বন্ধুসুলভ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ওদের সাথে পরিচিত হতে সামনে এগিয়ে গেল পুলিস, সাথে সাথে হাসি উবে গেল তাদের। উদ্বিগ্ন চেহারায় একটা কিছু বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল ভদ্রলোক। তার প্রশস্ত ক্ষীণ হয়ে আসা ঠোঁজোড়া গোলাপের মতো, যেন লিপস্টিক লাগিয়েছে। চকের মতো শাদা গাল, কোটরে বসানো চোখ ছোট ছোট, উজ্জ্বল। মহিলার নাকটা বিরাট আকারের, তার নিচে ফোলা মাংসল ঠোঁট। গোলাপি রিমের আইগ্লাস পরেছে সে, শাদামাঠা মুক্তোর ইয়ারিংয়ের পেছন থেকে বের হয়ে আসা একটা নেকচেইনে ঝুলছে ওটা।

পুলিস বলল, 'আপনারাই আটতলার ক্যাস্তেভেত?'

'হ্যাঁ,' শুকনো কণ্ঠে বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত, কান পেতে শুনতে হলো।

'আপনাদের সাথে তেরেসা জিনোফ্রিও নামে একটা মেয়ে থাকে?'

'থাকে,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'কী হয়েছে? কোনও দুর্ঘটনা?'

'আপনারা বরং একটা দুঃসংবাদের জন্যে তৈরি হোন,' বলল পুলিস। পালা করে ওদের দুজনের দিকে তাকাতে তাকাতে অপেক্ষা করল। তারপর বলল, 'মারা গেছে ও। আত্মহত্যা   একটা হাত ওঠাল সে, বুড়ো আঙুলটা কাঁধের উপরে ইঙ্গিত করছে। 'জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে ও।'

অভিব্যক্তির কোনও পরিবর্তন ছাড়াই ওর দিকে তাকাল ওরা। যেন কিছুই বলেনি সে। তারপর একপাশে হেলে লাল দাগ পড়া কম্বলটার দিকে তাকাল মিসেস ক্যাস্তেভেত। সোজা হয়ে আবার তার চোখের দিকে তাকাল। 'সেটা সম্ভব নয়,' চড়া মধ্য পশ্চিমা রোমান *আমাকে-একটু-বিয়র-এনে-দাও* সুরে বলল সে। 'ভুল হচ্ছে। ওখানে অন্য কেউ আছে।'

পুলিস না সরেই বলল, 'আর্টি, এদের একটু দেখার ব্যবস্থা করবে?'

দৃঢ় চোয়ালে তাকে পাশ কাটিয়ে গেল মিসেস ক্যাস্তেভেত

BanglaBook.org

যেখানে ছিল সেখানেই রইল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'এমন কিছু ঘটবে, জানতাম,' বলল সে। 'তিন সপ্তাহ পরপরই দারুণ বিষণ্ন হয়ে পড়ত সে। ব্যাপারটা খেয়াল করে বউকে বলেছিলাম, কিন্তু আমার কথা উড়িয়ে দিয়েছে ও। আশাবাদী মানুষ, সব সময় যে ওর ইচ্ছে মতো হবার নয়, মানতে চায় না।'

ফিরে এল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'তার মানে এই না যে ও আত্মহত্যা করেছে,' বলল সে। 'খুবই সুখী ছিল ও, আত্মহত্যার কোনও কারণই ছিল না। নিশ্চয়ই দুর্ঘটনাই হবে। নিশ্চয়ই জানালা পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ তাল হারিয়ে ফেলেছে। সব সময়ই এটা-ওটা পরিষ্কার করে আমাদের অবাক করে দিত ও।'

'মাঝরাতে নিশ্চয়ই জানালা পরিষ্কার করছিল না ও,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত ।

'কেন নয়?' রাগের সাথে বলে উঠল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'করতেও তো পারে!'

এক টুকরো ম্লান হলুদ কাগজ বাড়িয়ে দিল পুলিস। প্যাডহোল্ডার থেকে বের করেছে ওটা।

ইতস্তত করে ওটা নিল মিসেস ক্যাস্তেভেত, উল্টে পড়ল। তার হাতের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে মিস্টার ক্যাস্তেভেতও পড়ল। তার সরু বিশাল ঠোঁটজোড়া নড়ছে।

'তার হাতের লেখা?' জিজ্ঞেস করল পুলিস।

মাথা দোলাল মিসেস ক্যাস্তেভেত। মিস্টার ক্যাস্তেভেত বলল, 'অবশ্যই। নিঃসন্দেহে।'

হাত বাড়িয়ে দিল পুলিস। কাগজটা তাকে ফিরিয়ে দিল মিসেস ক্যাস্তেভেত। পুলিস বলল, 'ধন্যবাদ, আমাদের কাজ শেষ হলেই এটা আপনাদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

চশমা খুলে নেকচেইনে ছেড়ে শাদা দস্তানা পরা হাতে চোখ ঢাকল সে। 'বিশ্বাস করি না,' বলল সে। 'মোটেই বিশ্বাস করি না। এত খুশি ছিল ও। ওর সব ঝামেলা মিটে গিয়েছিল।' তার কাঁধে হাত রাখল মিস্টার ক্যাস্তেভেত জমিনের দিকে চোখ রেখে মাথা নাড়তে লাগল।

'ওর কোনও আত্মীয়স্বজনের কথা জানা আছে আপনাদের?' জানতে চাইল পুলিস।

BanglaBook.org

'কেউ ছিল না ওর,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'ও ছিল একেবারে একা। আমরা ছাড়া আর কেউ ছিল না ওর।'

'একটা ভাই ছিল না ওর?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

চশমা চোখে লাগিয়ে ওর দিকে তাকাল মিসেস ক্যাস্তেভেত। জমিন থেকে মুখ তুলে তাকাল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। টুপির কিনারার নিচে চকচক করছে কোটরে বসানো চোখজোড়া।

'ছিল নাকি?' জানতে চাইল পুলিস।

'আমাকে তাই বলেছিল ও,' বলল রোজমেরি। 'নেভিতে আছে নাকি।'

ক্যাস্তেভেতদের দিকে থাকাল পুলিস।

'আমার কাছে এটা নতুন খবর,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

মিস্টার ক্যাস্তেভেত বলল, 'আমাদের দুজনের কাছেই।'

পুলিস এবার রোজমেরিকে জিজ্ঞেস করল, 'তার র‍্যাঙ্ক বা কোথায় আছে বলতে পারেন?'

'না, জানি না,' বলল ও। তারপর ক্যাস্তেভেতদের উদ্দেশে বলল, 'সেদিন ওর কথা আমাকে বলেছিল ও। লন্ড্রি রুমে। আমি রোজমেরি উডহাউস।'

গী বলল, 'সেভেন-ই-তে আছি আমরা।'

'আপনার মতোই খারাপ লাগছে আমার, মিসেস ক্যাস্তেভেত,' বলল রোজমেরি। 'এত সুখী মনে হয়েছিল ওকে, ভবিষ্যৎ নিয়ে দারুণ আশাবাদী। আপনাদের সম্পর্কে কত ভালো ভালো কথা বলছিল। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতার কথা বলেছে। ওকে সাহায্য করার জন্যে।'

'ধন্যবাদ,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। মিস্টার ক্যাস্তেভেত বলল, 'তোমার কাছে এসব শুনে ভালো লাগল। একটু সহজ হলো ব্যাপারটা।'

পুলিস জানতে চাইল, 'ওর ভাই নেভিতে থাকে, এছাড়া অন্য কিছু জানেন না?'

'আর কিছুই জানি না,' বলল রোজমেরি। 'ভাইকে ও তেমন পছন্দ করত বলে মনে হয় না।'

'ওর খোঁজ করা সহজই হওয়ার কথা,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'বিশেষ করে জিনোফ্রিওর মতো একটা আনকমন নাম থাকায়।'

আবার রোজমেরির পিঠে হাত রাখল গী বাড়ির দিকে পা বাড়াল ওরা। 'আমি এমন হতবাক আর দুঃখ পেয়েছি,' ক্যাস্তেভেতদের উদ্দেশে বলল রোজমেরি। গী বলল, 'আসলেই খুব দুঃখজনক।'

BanglaBook.org

‘ধন্যবাদ,’ বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

অনেকক্ষণ সময় নিয়ে কি যেন বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত, কেবল ‘ওর শেষ দিনগুলো’ ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না।

উপরে উঠে এল ওরা (হায়, খোদা!’ বলে উঠল নাইট এলিভেটরম্যান দিয়েগো। ‘হায় খোদা! হায় খোদা!’), সেভেন-এ’র ভুতুড়ে দরজাটার দিকে বিতৃষ্ণার চোখে তাকাল ওরা, তারপর হলওয়ের শাখা প্রশাখা হয়ে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এল। সেভেন-জি’র মিস্টার কেলোগ চেইন লাগানো দরজার ওপাশ থেকে উঁকি দিল, নিচে কী হচ্ছে জানতে চাইল। বলল ওরা।

কয়েক মিনিট খাটের কিনারায় বসে রইল ওরা, টেরির আত্মহত্যার কারণ বোঝার চেষ্টা করল। কেবল ক্যাস্তেভেতরা কোনওদিন হলুদ চিরকুটটা দেখালেই ওদের প্রায় চাক্ষুস করা মেয়েটার এমন সহিংস মরণ বেছে নেওয়ার কারণ জানতে পারবে ওরা। কিন্তু চিরকুটের লেখা জানলেও, মত দিল গী, পুরো জবাব জানা হবে না, কারণ আংশিক কারণ হয়তো টেরিরও বোধের বাইরে ছিল। একটা কিছু ওকে মাদকের দিকে টেনে নিয়ে গেছে আর একটা কিছু ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। সেই একটা কিছু কী, এখন কারও জানার উপায় নেই।

‘হাচের কথা মনে আছে?’ জানতে চাইল রোজমেরি। ‘অন্য যেকোনও বিল্ডিংয়ের চেয়ে এখানে আত্মহত্যার হার বেশী?’

‘আহা, রো,’ বলল গী। ‘ওসব বাজে কথা, হানি, ওসব ‘বিপজ্জনক এলাকা’র কথাবার্তা।’

‘হাচ বিশ্বাস করে এসব।’

‘কিন্তু সবই বাজে আলাপ।’

‘এ ঘটনার কথা শোনার পর ও কী বলবে পরিষ্কার আঁচ করতে পারছি।’

‘তাহলে ওকে বলার দরকার নেই,’ বলল গী। ‘পত্রিকায় কোনওদিনই পড়তে যাবে না সে।’

সেদিন সকালে *নিউ ইয়র্ক*-এর পত্রিকায় ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, গুজব ছিল, মাস খানেক বা তার বেশী দিন চলবে সেটা।

কাপড় পাল্টে গোসল সেরে নিল ওরা, মুলতবী রাখা স্ক্র্যাবল খেলা শুরু করল, সেটাও মুলতবী রেখে মিলিত হলো, রেফ্রিজারেটরে দুধ আর ঠাণ্ডা

BanglaBook.org

স্প্যাগেটির একটা ডিশ পেল। রাত আড়াইটায় বাতি নেভানোর ঠিক আগ মুহূর্তে অ্যানসারিং সার্ভিস চেক করে দেখার কথা মনে পড়ল গী-র। সেটা করতে গিয়েই দেখতে পেল ক্রেস্তা ব্লাংকা মদের বিজ্ঞাপনে অংশ নেওয়ার সুযোগ মিলে গেছে।

অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে, কিন্তু পাশে জেগে রইল রোজমেরি, চোখের সামনে ভাসছে টেরির ভর্তা হয়ে যাওয়া মুখ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা চোখ। খানিক পরে, *আওয়ার লেডিতে* থাকলেও মিস্টার অ্যাগনেস ওর উদ্দেশে হাত নাড়তে লাগল, তিনতলার মনিটরের নেতৃত্ব থেকে বাদ দিচ্ছে ওকে। 'অনেক সময় ভাবি, কেমন করে কিছুর নেতা হতে পারো!' বলল সে। দেয়ালের ওপাশে একটা প্রবল শব্দ জাগিয়ে তুলল রোজমেরিকে। মিসেস ক্যাস্তেভেত বলল, 'দয়া করে লরা-লুইজির কথা বলতে এসো না আমাকে; শোনার কোনও আগ্রহই নেই আমার!' উপুড় হয়ে বালিশে মুখ লুকাল রোজমেরি।

মিস্টার আগনেস ক্ষেপে থাকায় চোখ শুয়োরের চোখের মতো সরু হয়ে গেছে, নাকের ফুটো দুটো এমনি মুহূর্তে যেমন ফুলে ওঠে সেভাবেই ফুলছে। রোজমেরির কল্যাণে সমস্ত জানালা ইট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়াতেই রক্ষা, এখন আওয়ার লেডির নাম ওঅর্ল্ড হেরাল্ড পরিচালিত প্রতিযোগিতা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। 'তুমি আমাদের কথা শুনলে আর একাজ করতে হতো না!' মধ্য পশ্চিমা টানে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সিস্টার অ্যাগনেস। 'শুরু করার জন্যে পুরোপুরি তৈরি ছিলাম আমরা, অথচ এখন আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে!' আওয়ার লেডির প্রিন্সিপাল আঙ্কল মাইক থামানোর প্রয়াস পেল তাকে। দক্ষিণ ওমাহায় তার বডি শপের সাথে প্যাসেওয়ে দিয়ে সংযুক্ত ছিল। 'তোমাকে আগেই ওকে আগাম কিছু বলতে মানা করেছিলাম।' রোজমেরির দিকে শুয়োরের মতো কুতকুতে চোখে চেয়ে রইল সিস্টার অ্যাগনেস। 'বলেছিলাম খোলা মনের হবে না ও। পরে ওকে সব জানানোর অনেক সময় মিলত।' (রোজমেরি সিস্টার ভেরোনিকাকে বলেছিল জানালাগুলো ইট গেঁথে বন্ধ করা হচ্ছে, স্কুলের নাম প্রতিযোগিতা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সিস্টার ভেরোনিকা। নইলে কেউই খেয়াল করত না, ওদের স্কুল জিতে যেত। তবে বলাটাই ঠিক ছিল অবশ্য। সিস্টার অ্যাগনেস বাদ না সাধলে। ক্যাথলিক স্কুলের প্রতারণা করে জেতা উচিত না।) 'যে কেউ, যে কেউ!' বলে উঠল সিস্টার অ্যাগনেস

BanglaBook.org

'তাকে কেবল তরুণী, স্বাস্থ্যবতী হতে হবে, তবে কুমারী হলে চলবে না নালা থেকে উঠে আসা কোনও নেশাখোর বেশ্যা হওয়ার দরকার নেই; আগেই বলিনি এটা? যে কেউ। খালি তরুণী, স্বাস্থ্যবতী হতে হবে, কুমারী হলে চলবে না।' কথাটার কোনও মানেই স্পষ্ট হলো না, এমনকি আঙ্কল মাইকের কাছেও না; তো চিত হয়ে শুলো রোজমেরি। এ দেখি শনিবার বিকেল। অরফিয়ামের ক্যান্ডি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা: ব্রায়ান, এডি, জাঁ আর ও নিজে, গ্যারি কুপার আর প্যাট্রিসিয়া নীলের *দ্য ফাউন্টেনহেড* দেখতে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা রক্তমাংসে, ছবি নয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

পরের সোমবার সকালে দুহাত উপচানো মুদী সামগ্রী তুলে রাখছিল রোজমেরি, এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। পিপহোলে মিসেস ক্যাস্তেভেতকে দেখা গেল। নীল-শাদা রুমালের নিচে কার্লারে বাঁধা শাদা চুল: গম্ভীর চেহারায় সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছে যেন পাসপোর্ট ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার ক্লিক করে ওঠার অপেক্ষা করছে।

দরজা খুলে রোজমেরি বলল, 'হ্যালো। কেমন আছেন?'

ম্লান হাসল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'ভালো,' বলল সে। 'ভেতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আসুন।' দেয়ালের সাথে ঠেস দিয় দাঁড়িয়ে মহিলাকে ঢোকার পথ করে দিল রোজমেরি। মিসেস ক্যাস্তেভেত ভেতরে পা রাখতেই উৎকট একটা গন্ধ ধাক্কা দিল ওর নাকে: ঠিক টেরির স্পঞ্জের মতো সবজে বাদামী জিনিস ভরা সেই মাদুলীর গন্ধের মতো। মিসেস ক্যাস্তেভেতের পরনে ঘোড়সওয়ারের প্যান্ট; পরা উচিত হয়নি তার; পাছা আর উরুজোড়া বিশাল, চর্বিতে থলথল করছে। নীল ব্লাউজের নিচে প্যান্টের রঙ লাইম গ্রিন। হিপ পকেট থেকে একটা কালো স্ক্রু-ড্রাইভার উঁকি দিচ্ছে। ডেন আর রান্নাঘরের মাঝখানের দরজায় থেমে গলায় ঝোলানো চশমা চোখে দিয়ে রোজমেরির দিকে তাকিয়ে হাসল সে। দুএকদিন আগে দেখা একটা স্বপ্নের কথা মাথাচাড়া দিল রোজমেরির মনে। জানালা ভাঙার কারণে সিস্টার অ্যাগনেসের বকাবাদ্যির স্বপ্ন। ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে মনোযোগের সাথে হাসল ও। মিসেস ক্যাস্তেভেত কী বলতে এসেছে শুনতে প্রস্তুত।

'স্রেফ তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসা,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'সেরাতে আমাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলার জন্যে। আমরা যা করেছি টেরি সেজন্যে আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কথা বলেছ তুমি। এমন একটা দুঃখের মুহূর্তে এসব কথা শোনা যে কত স্বস্তির ব্যাপার কোনওদিন

BanglaBook.org

জানতে পারবে না। আমাদের দুজনের মনেই কেন যেন সন্দেহ ছিল যে হয়তো আমরা ওকে কোনওভাবে হতাশ করেছি, এভাবে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছি ওকে। যদিও ওর চিরকুট এই ব্যাপারটা একেবারে স্ফটিকের মতো স্পষ্ট করে দিয়েছে, কাজটা স্বেচ্ছাতেই করেছে ও। তবে যাই হোক, কারও মুখে শেষ মুহূর্তে টেরির স্বীকার করা এসব কথা জোরে উচ্চারিত হতে শোনাটা আশীর্বাদের মতোই।'

'আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না,' বলল রোজমেরি। 'আমি তো শুধু ওর কথাগুলোই বলেছি।'

'অনেকে মাথাই ঘামাতে যেত না,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'শক্তি আর কথা নষ্ট না করে স্রেফ হেঁটে চলে যেত। যখন বুড়ো হবে তখন বুঝবে জগতে মায়াদয়ার ভাগ কত কম। সেজন্যেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাকে, রোমানও ধন্যবাদ জানিয়েছে। রোমান আমার স্বামী।'

মাথা নুইয়ে গ্রহণ করল রোজমেরি, হেসে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। সাহায্য করতে পেরে আমি খুশি।'

'কোনও রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই গতকাল সকালে পোড়ানো হয়েছে ওকে,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'এটাই চেয়েছিল ও। এবার ওর কথা ভুলে আবার আমাদের সামনে চলতে হবে। মোটেই সহজ হবে না সেটা। নিজেদের সন্তান ছিল না বলে ওকে নিয়ে অনেক সুখী ছিলাম আমরা। তোমার বাচ্চা আছে?'

'না, আমাদের বাচ্চা নেই,' বলল রোজমেরি।

কিচেনের দিক তাকাল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'বাহ, সুন্দর তো,' বলল সে। 'ওভাবে দেয়ালের সাথে প্যান ঝুলিয়ে রেখেছ। আর তোমার টেবিল রাখার কায়দাটাও বেশ সুন্দর, তাই না?'

'একটা ম্যাগাজিনে পেয়েছি,' বলল রোজমেরি।

'বেশ সুন্দর রঙের কাজ করিয়েছ,' প্রশংসার সাথে দরজার চৌকাঠে হাত বুলিয়ে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'মালিকই করে দিয়েছে? নিশ্চয়ই রঙঅলাদের হাত খুলে টাকা দিতে হয়েছে তোমাদের। আমাদের বেলায় কিন্তু অমন করেনি ওরা।'

'ওদের স্রেফ পাঁচ ডলার করে দিয়েছি আমরা,' বলল রোজমেরি।

'আচ্ছা তাই?' ঘুরে ডেনের দিকে তাকাল মিসেস ক্যাস্তভেত। 'বাহ, সুন্দর 'টিভি রূম তো!' বলল সে।

BanglaBook.org

‘এটা সাময়িক,’ বলল রোজমেরি। ‘অন্তত সেরকমই আশা করছি। ওটা আসলে নার্সারি হবে।’

‘তুমি প্রেগন্যান্ট?’ ওর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল মহিলা।

‘এখনও না,’ জবাব দিল রোজমেরি। ‘তবে একটু থিতু হওয়ার পরপরই আশা করছি।’

‘খুব ভালো,’ বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘তুমি অল্প বয়সী, স্বাস্থ্যবান, অনেক বাচ্চা নিতে পারবে।’

‘তিনটা নেওয়ার ইচ্ছে আমাদের,’ বলল রোজমেরি। ‘আপনি কি বাকি অ্যাপার্টমেন্ট দেখতে চান?’

‘খুবই ভালো হয় তবে,’ বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘তুমি আর কি কি করেছে জানতে তর সইছে না আমার। প্রায় রোজই এখানে আসতাম আমি। তোমার আগে এখানে যে ছিল সেই মহিলা আমার খুবই প্রিয় বন্ধু ছিল।’

‘জানি,’ পথ দেখাতে মিসেস ক্যাস্তেভেতকে আস্তে করে পাশ কাটিয়ে সামনে যাবার সময় বলল রোজমেরি। ‘টেরি বলেছে।’

‘আচ্ছা, বলেছে নাকি,’ ওকে অনুসরণ করতে করতে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘মনে হচ্ছে লন্ড্রি রুমে তোমরা অনেক আলাপ করেছ।’

‘কথা শুধু আমিই বলেছি,’ বলল রোজমেরি।

লিভিং রুমটা মিসেস ক্যাস্তেভেতকে চমকে দিল। ‘হায়, খোদা!’ বলল সে। ‘বদলটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে! অনেক উজ্জ্বল লাগছে এখন! আরে, ওই চেয়ারটা দেখ। কী সুন্দর না?’

‘এই শুক্রবারেই এসেছে,’ বলল রোজমেরি।

‘এমন একটা চেয়ারের জন্যে কত দিতে হলো তোমাদের?’

একটু হতচকিত হয়ে রোজমেরি বলল, ‘ঠিক জানি না, মনে হয় দুই শো ডলার হবে।’

‘আমি জিজ্ঞেস করায় কিছু মনে করোনি তো?’ নাক টিপে ধরে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘নাক গলাতে গলাতেই এমন একটা লম্বা নাক হয়েছে আমার।’

হেসে রোজমেরি বলল, ‘না, না, ঠিক আছে। কিছু মনে করিনি।’

লিভিং রুম, বে-রুম আর বাথরুম পরখ করতে করতে রাগ আর ভ্যানিটির জন্যে মিসেস গার্ডেনিয়া ওদের কাছে কত নিয়েছে জানতে চাইল

BanglaBook.org

মিসেস ক্যাস্তেভেত। নাইট টেবিল ল্যাম্পটা কোথায় পেয়েছে, রোজমেরির দাম আসলে ঠিক কত, আর ইলেক্ট্রিক টুথব্রাশ আসেলেই পুরোনোগুলোর চেয়ে ভালো কিনা জানতে চাইল। বয়স্কা মহিলার চড়া গলায় খোলাখুলি প্রশ্ন করার ব্যাপারটায় বেশ আমোদ পেল রোজমেরি। ওকে কফি আর কেক খেতে দিল ও।

'তোমার স্বামীটি কী করে?' কিচেন টেবিলে বসে জানতে চাইল মিসেস ক্যাস্তেভেত। আলসভাবে সাবান আর অয়েস্টারের ক্যানের দাম দেখছে। একটা চেমেক্স পেপার ভাঁজ করতে করতে তাকে বলল রোজমেরি।

'জানতাম!' বলে উঠল মহিলা। 'কালই রোমানকে বলছিলাম, "দেখতে এত সুন্দর, সিনেমার অভিনেতা না হয়ে যায় না!" আমাদের বিল্ডিংয়ে তিনচার জন আছে এমন, বুঝলে। কি কি ছবি করেছে ও?'

'ছবি না,' বলল রোজমেরি। '*লুথার* আর *নোবডি লাভস অ্যান অ্যালবাট্রস* নামে দুটো নাটকে অভিনয় করেছে ও। এছাড়া টেলিভিশন-রেডিওতেও অনেক কাজ করেছে।'

কিচেনেই কফি আর কেক খেল ওরা। লিভিং রুমের কিছুতে হাত দিতে রাজি হলো না মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'রোজমেরি, শোন,' একসাথে কেক আর কফি খাওয়ার সময় বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'আমার কাছে একটা দু ইঞ্চি পুরু গরুর মাংসের স্টিক আছে, এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা ছাড়াচ্ছে। আমি আর রোমান ছাড়া খাওয়ার লোক নেই, অর্ধেকটাই সোজা ময়লার বাক্সে যাবে। তুমি আর গী রাতে আমাদের সাথে সাপার করতে আস না কেন?'

'না, মানে, সেটা পারব না,' বলল রোজমেরি।

'নিশ্চয়ই পারবে, পারবে না কেন?'

'মানে ঠিক তা না; আমার মনে হয় না আপনারা–।'

'তোমরা এলে বরং ভালোই হবে,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। এক মুহূর্ত নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে ফের রোজমেরির দিকে চোখ ফেরাল। লজ্জিত হাসি মুখে। 'গতরাত আর শনিবারে আমাদের সাথে বন্ধুরা ছিল,' বলল সে। 'কিন্তু সেরাতের পর এটাই আমাদের প্রথম নিঃসঙ্গ রাত হতে যাচ্ছে।'

সহানুভূতির সাথে সামনে ঝুঁকল রোজমেরি। 'এটা আপনাদের জন্যে ঝামেলার হবে না মনে করলে,' বলল ও।

'হানি, তেমন কিছু হলে তো বলতামই না,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'বিশ্বাস করো, আমি আর পাঁচজনের মতোই স্বার্থপর।'

হাসল রোজমেরি। 'টেরি কিন্তু তা বলেনি,' বলল ও।

'বেশ,' খুশির হাসি নিয়ে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'কী বলছে জানত না টেরি।'

'গী-র সাথে কথা বলে দেখতে হবে,' বলল রোজমেরি। 'তবে ধরে নিতে পারেন আমরা আসছি।'

খুশি মনে মিসেস ক্যাস্তেভেত বলল, 'শোন! ওকে বলবে আমি কোনও না শুনব না। ওকে কখন থেকে চিনি লোকজনকে বলতে চাই আমি!'

অভিনয় জীবনের উত্তেজনা ও বিপত্তি, টেলিভিশনের নুতন মৌসুমের বিভিন্ন শো এবং সেগুলোর দোষ আর পত্রিকার চলমান ধর্মঘট প্রসঙ্গে কথা বলার ফাঁকে কেক আর কফি খেল ওরা।

'সাড়ে ছয়টা কি বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে?' দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

'একদম ঠিক আছে,' বলল রোজমেরি।

'এরপর আর খেতে চায় না রোমান,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'পেটের সমস্যা আছে ওর, তাছাড়া বেশী খেলে আবার ঘুম হয় না। আমরা কোথায় আছি জানো তো? সেভেন-এ। সাড়ে ছয়টায়। আমরা অপেক্ষায় থাকব। ওহ, এই যে তোমার চিঠি, মেয়ে। আমি নিয়ে নেব। বিজ্ঞাপন। মানে, কিছু না পাওয়ার চেয়ে তো ভালো, তাই না?'

বিশ্রী মেজাজে বেলা আড়াইটায় ফিরল গী। এজেন্টের কাছে জানতে পেরেছে, যেমনটা ভয় করছিল, অদ্ভুতুড়ে ডোনাল্ড বমগার্ত নামের ওই ব্যাটাই অল্পের জন্যে ওর হাতে এসে যাওয়া কাজটা বাগিয়ে নিয়েছে। ওকে চুমু খেয়ে গলানো পনিরের স্যান্ডউইচ আর এক গ্লাস বিয়রসহ ওকে ওর নতুন ইজি চেয়ারে বসিয়ে দিল রোজমেরি। নাটকের চিত্রনাট্য পড়েছে ও, পছন্দ হয়নি। হয়তো শহরের বাইরেই শেষ হয়ে যাবে ওটা, ডোনাল্ড বমগার্তের নাম আর কখনও শোনা যাবে না, ওকে বলল রোজমেরি।

'সেটা হলেও,' বলল গী। 'লোকের চোখে লেগে থাকার মতো চরিত্র। দেখ, ওটার পরপরই অন্য একটা কিছু পেয়ে যাবে।' স্যান্ডউইচের কোনা তুলে তেতো চোখে ভেতরে তাকাল সে। বন্ধ করে ফের খেতে শুরু করল।

'মিসেস ক্যাস্তেভেত এসেছিল সকালে,' বলল রোজমেরি। 'টেরির কৃতজ্ঞতার কথা বলায় ধন্যবাদ জানাতে। আমার ধারণা আসলে অ্যাপার্টমেন্ট দেখাই তার মতলব ছিল। এমন নাক গলানো মানুষ আর দেখিনি। এমনকি জিনিসপত্রের দাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছে।'

'ঠাট্টা করছ না তো,' বলল গী।

'নিজের মুখেই নাক গলানো স্বভাবের কথা স্বীকার গেছে, তবে সেটা বিরক্তির বদলে অনেকটা হাস্যকর আর মাফ করে দেওয়ার মতোই ছিল। এমনকি ওষুধের কেবিনেটেও নজর চালিয়েছে সে।'

'তাই?'

'তাই। পরনে কী ছিল জানো?'

'তিনটা এক্সঅলা পিলসবারি স্ল্যাক।'

'না, ঘোড়সওয়ারের প্যান্ট।'

'ঘোড়সওয়ারের প্যান্ট?'

'লাইম গ্রিন।'

'হায় খোদা।'

বে উইন্ডোর মাঝখানে মেঝেয় বসে ব্রাউন পেপারে ক্রেয়ন আর গজ দিয়ে একটা রেখা আঁকল রোজমেরি, তারপর জানালার চৌকাঠের গভীরতা মাপল। 'সন্ধ্যায় ডিনারের দাওয়াত দিয়ে গেছে,' বলে গী-র দিকে তাকাল। 'বলেছি আগে তোমার সাথে আলাপ করে দেখব, তবে এও বলেছি যে আমরা যেতেও পারি।'

'ইশ, রো,' বলল গী। 'আমরা কি আদৌ যেতে চাই?'

'ওদের নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে আমার,' বলল রোজমেরি। 'টেরির কারণে।'

'হানি,' বলল গী। 'অমন একজোড়া বুড়োবুড়ির সাথে একবার খাতির জমালে আর কোনওদিনই ওদের ঘাড় থেকে নামাতে পারব না। আমাদের সাথে একই ফ্লোরে আছে ওরা, দিনের ভেতর একশো বার উঁকিঝুঁকি মারবে। বিশেষ করে মহিলা যদি সত্যিই নাক গলানো স্বভাবের হয়।'

'ওকে বলেছি আমাদের উপর ভরসা রাখতে পারে সে,' বলল রোজমেরি।

'এই না শুনলাম আগে আমার সাথে কথা বলে দেখবে বলেছিলে।'

'তা বলেছি, কিন্তু তবে আমাদের উপর ভরসা রাখার কথাও বলেছি।'

BanglaBook.org

অসহায়ভাবে গী-র দিকে তাকাল রোজমেরি। 'আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে দারুণ উদগ্রীব ছিল সে।'

'কিন্তু আজ রাতে আমার পক্ষে মা·অ্যান্ড পা কেটলকে খুশি করা সম্ভব না। ফোন করে বলে দাও যেতে পারছি না।'

'ঠিকাছে, তাই বলছি,' বলে ক্রেয়ন আর গজ দিয়ে আরেকটা রেখা আঁকল রোজমেরি।

স্যান্ডউইচ শেষ করল গী। 'ওভাবে মুখ গোমড়া করতে হবে না,' বলল সে।

'মুখ গোমড়া করছি না,' বলল রোজমেরি। 'আমাদের সাথে একই ফ্লোরে থাকার কথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি। ঠিকই বলেছ। ভুল হয়নি। মোটেই মুখ গোমড়া করছি না।'

'ধেত্তের,' বলল গী। 'আমরা যাব।'

'না, কী দরকার? কোনও দরকার নেই। সে আসার আগে ডিনারের জন্যে কেনাকাটা করেছিলাম আমি, অসুবিধা হবে না।'

'আমরা যাব,' বলল গী।

'তুমি না চাইলে দরকার নেই। শুনে ফাঁপা বুলি মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যি বলছি আমি।'

'আমরা যাব, এটাই দিনের একটা সোয়াবের কাজ হবে আমার।'

'ঠিকাছে, তবে তুমি চাইলেই কেবল। ওদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেব যে এই একবারই, এটা কোনও কিছুর শুরু নয়। ঠিক?'

'ঠিক।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

সাড়ে ছয়টার কয়েক মিনিট আগে রোজমেরি আর গী ওদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে গাঢ় সবুজ হলওয়ের নানা বাঁক ঘুরে ক্যাস্তেভেতদের দরজার সামনে চলে এলো। গী ডোরবেল্ বাজানোর পরপরই শব্দ করে খুলে গেল ওদের পেছনের এলিভেটরের দরজা। মিস্টার দুবিন কিংবা মিস্টার দিভোরে (কোনটা কে জানা ছিল না ওদের) ক্লিনারের প্লাস্টিকে মোড়ানো একটা স্যুট হতে বের হয়ে এলো। হেসে ওদের পাশের সেভেন-বি'র দরজার তালা খুলল সে, বলল, 'ভুল জায়গায় এসে পড়েছ না তোমরা?' বন্ধুসুলভ হাসল রোজমেরি আর গী। লোকটা ভেতরে ঢুকে বলে উঠল, 'আমি!' কালো সাইডবোর্ড আর লাল-গোলাপি ওয়ালপেপারের একটা ঝলক দেখতে পেল ওরা।

ক্যাস্তেভেতদের দরজা খুলে গেল। মিসেস ক্যাস্তেভেতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। মুখে পাউডার আর রুজ মেখেছে দরাজভাবে, হালকা সবুজ সিল্কের পোশাক আর কুঁচিঅলা গোলাপি এপ্রন পরনে, হাসছে। 'একদম ঠিক সময়ে!' বলল সে। 'ভেতরে এস! রোমান ব্লেন্ডারে ভদকা ব্লাশেস বানাচ্ছে। তোমরা আসায় অনেক খুশি হয়েছি। গী! তোমাকে কখন থেকে চিনি সবাইকে বলার কথা ভেবিছি আমি। "ঠিক এই প্লেটেই ডিনার করেছে ও–নিজের হাতে–খোদ গী উডহাউস!" তোমরা চলে যাবার পর ধুয়ে মুছে ঠিক এভাবেই তুলে রাখব ওটা!'

হেসে দৃষ্টি বিনিময় করল গী-রোজমেরি। তোমার বন্ধু, গী-র ভাব; রোজমেরির ভাব: আমি কী করতে পারি?

একটা প্রশস্ত ফয়েতে চারজনের জন্যে টেবিল সাজানো হয়েছে শাদা এম্ব্রয়ডারি করা চাদর বিছানো ওটার উপর। প্লেটগুলো একটুও মানায়নি অলঙ্কৃত উজ্জ্বল থালাবাসনগুলোও বেখাপ্পা বামে একটা লিভিং

BanglaBook.org

রুমে খুলেছে ফয়েটা, রোজমেরিদের রুমটার চেয়ে অনায়াসে দ্বিগুন হবে ওটা সাইজে, তবে অনেকটা একই রকম চেহারার। দুটো ছোট আকারের বদলে একটা বড় বে-উইন্ডো রয়েছে ওটায়। একটা বিশাল মার্বল ম্যান্টেলের উপর বিলাসী স্ক্রলওয়ার্কসহ থ্রি-জে খোদাই করা। বেখাপ্পাভাবে আসবাবপত্র সাজানো রয়েছে ওখানে। ফায়ারপ্লেসের দিকে একটা সেটী আর ল্যাম্প টেবিল, গোটা কতক চেয়ার; আর উল্টোদিকে অফিসের মতো বিভিন্ন কেবিনেট রাখা। খবর কাগজ স্তূপ হয় থাকা ব্রিজ টেবিল, উপচে পড়া বুকশেল্ফ আর মিউজিকাল স্ট্যান্ডের উপর একটা টাইপরাইটার। রুমের দুই প্রান্তের মাঝখানে দেয়ালজোড়া বিশফুট দীর্ঘ গভীর কার্পেট। নতুন বলেই মনে হচ্ছে। ভ্যাক্যুম ক্লিনারের লেজের দাগ পড়েছে তাতে মাঝখানে একদম আলাদা করে রাখা একটা ছোট গোল টেবিল, ওটার উপর *লাইফ, লুক* আর *সায়েন্টিফিক আমেরিকানের* কপি রাখা।

বাদামী কার্পেটের উপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সেটীতে বসাল ওদের মিসেস ক্যাস্তেভেত। প্রায় সাথে সাথে এগিয়ে এল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। দুহাতে একটা ছোট ট্রে ধরা, ওটায় চারটা ককটেইল গ্লাস, স্বচ্ছ গোলাপি তরল উপচে পড়ছে। গ্লাসের কিনারার দিকে চোখ রেখে টলমল পায়ে কার্পেটের উপর দিয়ে আগে বড়ল সে। দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি হোঁচট খেয়ে পড়ে কেলেঙ্কারী বাধাবে। 'মনে হচ্ছে বেশী ঢেলে ফেলেছি,' বলল সে। 'না, না, উঠতে হবে না। এমনিতে কিন্তু বারটেন্ডারের মতোই ঢালতে পারি, তাই না, মিনি?'

মিসেস ক্যাস্তেভেত বলল, 'কার্পেটের দিকে খেয়াল করো।'

'কিন্তু আজ একটু বেশী হয়ে গেছে,' বলে চলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'বাড়তিটুকু ব্লেন্ডারে রাখিনি, মনে হয় ভেবেছিলাম...এই তো হয়ে গেছে। প্লিজ, বসো মিসেস উডহাউস?'

একটা গ্লাস তুলে নিল রোজমেরি। ধন্যবাদ জানাল লোকটাকে। চট করে ওর কোলের উপর একটা পেপার ককটেইল ন্যাপকিন বিছিয়ে দিল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

'মিস্টার উডহাউস? ভদকা ব্লাশ। কখনও চেখে দেখেছ?'

'না,' বলল গী একটা গ্লাস নিয়ে বসল ও।

'মিনি,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত

BanglaBook.org

…গা মনে হচ্ছে,' গ্লাসের তলা মুছতে মুছতে দরাজ হেসে বলল রোজমেরি।

'অস্ট্রেলিয়ায় অনেক জনপ্রিয়,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। শেষ গ্লাসটা রোজমেরি আর গী-র উদ্দেশে উঁচু করে ধরল। 'আমাদের মেহমানদের সম্মানে,' বলল। 'আমাদের বাড়িতে স্বাগতম।' চুমুক দিয়ে একটা চোখ কিঞ্চিৎ বন্ধ করে সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা বাড়াল সে। পাশের ট্রে থেকে জল ঝরছে টুপটুপ করে।

ঢোক গিলতে গিয়ে কেশে উঠল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'কার্পেট!' ইশারায় দেখাতে গিয়ে বিষম খেল সে।

নিচের দিকে তাকাল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'হায় খোদা,' বলল সে। অনিশ্চিতভাবে ট্রে-টা উঁচু করল।

গ্লাসটা একপ্রাশে রেখে তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মিসেস ক্যাস্তেভেত, ভেজা জায়গায় সযত্নে একটা পেপার ন্যাপকিন বিছিয়ে দিল। 'আনকোরা নতুন কার্পেট। লোকটা এত আনাড়ী!'

ভদকা ব্লাশ চনমনে, খুবই ভালো।

'আপনারা অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন?' কার্পেটের পানি শুষে নিলে ট্রে-টা আবার কিচেনে রেখে আসার জানতে চাইল রোজমেরি। ক্যাস্তেভেতরা আবার পিঠসোজা চেয়ারে বসল।

'আরে না,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'আমি নিউ ইয়র্ক সিটিরই বাসিন্দা। তবে ওখানে ছিলাম। বলতে গেলে সব জায়গাতেই গেছি আমি। আক্ষরিক অর্থেই।' পায়ের উপর পা তুলে ভদকা ব্লাশে চুমুক দিতে লাগল সে। টাসেলসহ কালো লোফার আর ধূসর স্ল্যাক পরেছে সে। আর একটা নীল গোলাপি ডোরাকাটা এসকট। 'সবকটা মহাদেশ, সবগুলো দেশ,' বলল সে। 'সমস্ত বড় বড় শহর। যেকোনও জায়গার নাম বলতে পারো, আমি গেছি ওখানে। শুরু করো। একটা জায়গার নাম বলো।'

গী বলল, 'ফেয়ারব্যাংকস, আলাস্কা।'

'ছিলাম ওখানে,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'গোটা অলাস্কা, ফেয়ারব্যাংকস, জুনিও, অ্যাংকারেজ, নোম, সেওয়ার্ড ঘুরেছি। ১৯৩৮ সালে চার মাস কাটিয়েছি ওখানে। দূর প্রাচ্যে যাবার পথে ফেয়ারব্যাংকস আর অ্যাংকারেজেও অনেকবার একদিনের স্টপওভার করেছি। আলাস্কার ছোট ছোট শহরেও গেছি। দিলিংহ্যাম আর আকুলারাক।'

BanglaBook.org

'তোমরা কোত্থেকে এসেছ?' পোশাকের কুঁচি ঠিক করতে করতে জানতে চাইল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

'আমি ওমাহা থেকে,' বলল রোজমেরি 'গী বাল্টিমোরের।'

'ওমাহা সুন্দর শহর,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'বাল্টিমোরও সুন্দর।'

'আপনি ব্যবসার কাজে ঘুরে বেড়ান?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

'ব্যবসা আর ফুর্তি দুটোই,' বলল সে। 'আমার বয়স উনআশি বছর, সেই দশ বছর থেকে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেজায়গার নামই বলো না কেন, ওখানে গেছি আমি।'

'কীসের ব্যবসা আপনার?' জানতে চাইল গী।

'কোনও ব্যবসাই বাদ নেই,' জানাল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'কাঠ, চিনি, খেলনা, মেশিনের খুচরো অংশ, মেরিন ইনস্যুরেন্স, তেল...'

কিচেনে বেল বেজে উঠল। 'স্টিক হয়ে গেছে,' গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'এখুনি হুট করে ড্রিংক শেষ করো না। ওগুলোসহই টেবিলে চলো। রোমান, ওষুধ খেয়ে নাও।'

'তেসরা অক্টোবর শেষ হবে এটা,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত, 'পোপ এখানে আসার আগের দিন। পত্রিকার স্ট্রাইক চলার সময় কোনও পোপ কোনও শহরে বেড়াতে আসেনি।'

'টিভিতে শুনেছি স্ট্রাইক শেষ না হওয়া পর্যন্ত সফর নাকি স্থগিত রাখবে সে,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

হাসল গী। 'বেশ,' বলল ও, 'একেই বলে শো-বিয।'

হেসে উঠল মিস্টার ও মিসেস ক্যাস্তেভেত। ওদের সাথে যোগ দিল গী। হেসে নিজের জন্যে স্টিক কেটে নিল রোজমেরি। বেশী রান্না হয়ে গেছে, কোনও রস নেই। ময়দায় ঠাসা ঝোলের নিচে মটরশুটি আর আলু ভর্তা সাজানো।

হাসতে হাসতেই মিস্টার ক্যাস্তেভেত বলল, 'ঠিক, ঠিক তাই: শো-বিয!'

'তা যা বলেছেন,' বলল গী।

'পোশাক, আচার,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত, 'কেবল ক্যাথলিসিজমই নয়, প্রত্যেকটা ধর্ম। মুর্খদের প্রদর্শনী'

মিসেস ক্যাস্তেভেত বলল, 'আমরা বোধহয় রোজমেরিকে আঘাত দিচ্ছি।'

'না, না, মোটেই না,' বলল রোজমেরি।

'তুমি তো ধার্মিক নও, তাই না?' জানতে চাইল মিস্টার ক্যাস্তেভেত।

'ধার্মিক হিসাবেই বড় করা হয়েছিল আমাকে,' বলল রোজমেরি। 'কিন্তু এখন আমি সংশয়বাদী। কষ্ট পাইনি আমি। সত্যি বলছি।'

'আর গী তুমি?' জানতে চাইল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'তুমিও সংশয়বাদী?'

'মনে হয়,' বলল গী। 'কারও পক্ষে ভিন্ন কিছু হওয়া কীভাবে সম্ভব আমার মাথায় আসে না। মানে, কোনও পক্ষেই তো চূড়ান্ত কোনও প্রমাণ নেই। আছে?'

'না, নেই,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত।

রোজমেরিকে জরিপ করতে করতে মিসেস ক্যাস্তেভেত বলল, 'গী পোপকে নিয়ে ঠাট্টা করার সময় আমরা যখন হাসছিলাম, তোমাকে যেন বিব্রত দেখাচ্ছিল।'

'মানে, যত যাই হোক, পোপ তো,' বলল রোজমেরি। 'মনে হয় তাকে সম্মান জানানোর ব্যাপারটা অভ্যেসের মধ্যে রয়ে গেছে। এখন আর তাকে পবিত্র পুরুষ মনে না করলেও শ্রদ্ধা করি ঠিকই।'

'পবিত্রই যদি না ভাবলে,' জানতে চাইল মিস্টার ক্যাস্তেভেত, 'তো তার জন্যে কোনও রকম শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়। কারণ নিজেকে পবিত্র বলে জাহির করে ঠকিয়ে চলেছে সে।'

'ভালো যুক্তি,' বলল গী।

'জোব্বা আর অলঙ্কারের পেছনে ওদের খরচের কথা যখন ভাবি,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

'আমার ধারণা *লুথারে* সংগঠিত ধর্মের আড়ালে ভণ্ডামীর চমৎকার ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'কখনও মূল চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছ, গী?'

'আমি? নাহ,' বলল গী।

'অ্যালবার্ট ফিনির *আন্ডারস্টাডিতে* ছিলে না তুমি?' জানতে চাইল মিস্টার ক্যাস্তেভেত।

'না,' বলল গী। 'ওয়েইনার্দ করেছে সেটা। আমি স্রেফ অন্য দুটো ছোট চরিত্রে অভিনয় করেছি।'

'অবাক ব্যাপার,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, তুমিই *আন্ডারস্টাডিতে* ছিলে। তোমার একটা ভঙ্গি দেখে চোখে লেগে

BanglaBook.org

গিয়েছিল, তোমার পরিচয় জানতে সূচি উল্টে দেখার কথা মনে আছে আমার। কসম খেয়ে বলতে পারি ফিনির *আন্ডারস্টাডিতে* তোমার নাম ছিল।'

'কোন ভঙ্গির কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল গী।

'এখন আর নিশ্চিত হতে পারছি না, তবে তোমার একটা ভঙ্গি।'

'লুথারের উন্মত্ততার সময় দুহাত দিয়ে একটা ভঙ্গি করতাম আমি, অনেকটা অনিচ্ছাকৃত হাত বাড়ানোর মতো।'

'ঠিক,' বলে উঠল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'ওটার কথাই বোঝাচ্ছি। ওই ভঙ্গিতে অসাধারণ মৌলিকত্ব ছিল। বলা যায় মিস্টার ফিনির অন্য সব কাজের বিপরীতে।'

'ওহ, বাড়িয়ে বলছেন,' বলল গী।

'আমার মনে হয়েছে, ওর অভিনয়কে বেশী দাম দেওয়া হচ্ছিল,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'চরিত্রটা তুমি পেলে কী করতে দেখতে বেশ কৌতূহল ছিল আমার।'

হাসতে হাসতে গী বলল, 'দলে দুজন হলাম আমরা।' উজ্জ্বল চোখে রোজমেরির দিকে তাকাল ও। পাল্টা হাসল ও। এখন আর *মা অ্যান্ড পা কেটলের* সাথে কথা বলে সন্ধ্যা বরবাদ করার জন্যে ওকে দুষবে না ভেবে খুশি।

'আমার বাবা নাটকের প্রযোজক ছিল,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত, 'ছেলেবেলায় মিসেস ফিস্ক আর ফর্বস রবার্টসন, অটিস স্কিনার আর মোদিয়েস্কার মতো লোকজনের সান্নিধ্য পেয়েছি। তাই অভিনেতাদের ভেতর স্রেফ যোগ্যতার চেয়েও বেশী কিছু আশা করি আমি। তোমার ভেতর বেশ আগ্রহ জাগানোর মতো গুণ আছে, গী। সেটা তোমার টেলিভিশনের কাজেও বোঝা যায়। এটা তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার কথা, তবে সেজন্যে তোমাকে প্রাথমিক সুযোগটুকু পেতে হবে, যার জন্যে এমনকি দুনিয়ার সেরা অভিনেতাদেরও কিছুটা নির্ভর করতে হয়। ইদানীং কোনও শো-এর প্রস্তুতি নিচ্ছ?'

'বেশ কয়েকটা চরিত্রে কাজ করার কথা আছে,' বলল গী।

'তুমি পাবে না, ভাবতেই পারছি না,' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত।

'আমি পারছি,' বলল গী।

ওর দিকে তাকাল মিস্টার ক্যাস্তেভেত। 'তুমি সিরিয়াস?' জিজ্ঞেস করল সে।

BanglaBook.org

ডেজার্টটা স্টিক আর সজির চেয়ে ভালো বস্টন ক্রিম পাই হলেও রোজমেরির কাছে কেমন যেন অদ্ভুত অপ্রীতিকর মিষ্টি মিষ্টি লাগল। তবে আন্তরিকভাবে ওটার তারিফ করল গী, দ্বিতীয়বার খেল। সম্ভবত অভিনয় করছে, ভাবল রোজমেরি, প্রশংসা দিয়ে প্রশংসার জবাব দিচ্ছে।

ডিনারের পর ধোয়ামোছায় সাহায্য করার কথা বলল রোজমেরি। অমনি রাজি হয়ে গেল মিসেস ক্যাস্তেভেত। গী আর মিস্টার ক্যাস্তেভেত লিভিং রুমে চলে গেলে দুজনে মিলে টেবিল পরিষ্কার করতে লেগে গেল ওরা।

ফয়ের পরেই খোলা রান্নাঘরটা ছোট, সেটাকে মিনিয়েচার গ্রিন হাউসে আরও ছোট করে ফেলা হয়েছে। ঘরের এক কিনারে জানালার ধারে একটা টেবিলের উপর রাখা আনুমানিক তিন ফুট লম্বা গ্রিনহাউসটা। হাঁসের মতো বাঁকা গলার বাতি ঝুলে আছে ওটার উপর। উজ্জ্বল আলো কাঁচের গায়ে ঠিকরে যাচ্ছে, স্বচ্ছ করে তোলার বদলে বরং চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওটা। বাকি জায়গাটুকুতে রয়েছে সিঙ্ক, স্টোভ আর রেফ্রিজারেটর, ঠাসাঠাসি অবস্থা। ওগুলোর চতুর্দিকে মাথা বের করে আছে সব কেবিনেট। মিসেস ক্যাস্তেভেতের কনুইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থালাবাসন ধুতে লাগল রোজমেরি। ওর নিজের কিচেন এর চেয়ে ঢের বড় আর দরাজভাবে সাজানো ভেবে মনোযোগ দিয়ে সজাগভাবে কাজ করতে লাগল ও। 'ওই গ্রিনহাউসের কথা আমাকে বলেছিল টেরি,' বলল।

'তাই,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'বেশ ভালো হবি। তোমারও করা উচিত।'

'কোনও দিন একটা মসলার বাগান করার ইচ্ছে আছে আমার,' বলল রোজমেরি। 'শহরের বাইরে অবশ্যই। গী কোনও দিন ছবির অফার পেয়ে গেলে লুফে নেব আমরা। তারপর লস অ্যাঞ্জেলিসে চলে যাব। আমি মনে প্রাণে গ্রামের মেয়ে।'

'অনেক বড় পরিবার তোমাদের?' জানতে চাইল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

'হ্যাঁ,' রোজমেরি বলল। 'আমরা তিন ভাই আর দুই বোন। আমি সবার ছোট।'

'তোমার বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

সাবান মাখানো একটা স্পঞ্জ দিয়ে গ্লাস মাজতে লাগল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'ওদের বাচ্চাকাচ্চা আছে?' আবার জানতে চাইল সে

BanglaBook.org

'একজনের দুটো, আরেকজনের চারটা,' বলল রোজমেরি। 'মানে শেষবার এরকমই শুনেছিলাম। এতদিনে তিনটা আর পাঁচটা হয়ে যেতে পারে।'

'বেশ, তোমার জন্যে সুলক্ষণ,' গ্লাস মাজতে মাজতেই বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। কাজে ধীর, কিন্তু যত্নবান। 'তোমার বোনদের অনেক ছেলেপুলে থাকলে তোমারও তেমনই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক পরিবারে এমনটা ঘটে থাকে।'

'হ্যাঁ, আমরা উর্বরই বটে,' তোয়ালে হাতে গ্লাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বলল রোজমেরি। 'আমার ভাই এডির তো এখনই আটটা ছেলেমেয়ে; মাত্র ছাব্বিশ বছর ওর বয়স।'

'ইয়া খোদা!' বলে উঠল মিসেস ক্যাস্তেভেত। গ্লাস ধুয়ে রোজমেরির হাতে দিল।

'সব মিলিয়ে আমার ভাগ্নে-ভাস্তের সংখ্যা বিশ,' বলল রোজমেরি। 'ওদের অর্ধেকও দেখিনি।'

'মাঝে মাঝে বাড়ি যাও না?' জানতে চাইল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

'না, যাই না,' বলল রোজমেরি। 'একটা ভাই ছাড়া পরিবারের অন্যদের সাথে তেমন ভালো সম্পর্ক নেই আমার। আমাকে ওরা কুলাঙ্গার ভাবে।'

'তাই, সেটা কেন?'

'কারণ গী ক্যাথলিক না, আর আমরা চার্চে বিয়ে করিনি।'

'চুক-চুক,' শব্দ করে উঠল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'মানুষ কি এভাবেই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না? যাক, ক্ষতিটা ওদের, তোমার নয়। ও নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে যেয়ো না।'

'বলা যত সহজ করা সহজ নয়,' শেল্ফে গ্লাস রেখে বলল রোজমেরি। 'খানিকক্ষণ আমি ধুয়ে দিই, আপনি মুছুন?'

'না, এভাবেই ভালো,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

দরজার বাইরে চোখ চালাল রোজমেরি। কেবল ব্রিজ টেবিল আর কেবিনেটঅলা প্রান্ত দেখতে পেল ও। গী আর মিস্টার ক্যাস্তেভেত রয়েছে অন্যপ্রান্তে হাওয়ায় ভাসছে নীল ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী, নিথর

'রোজমেরি?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও সবুজ রাবারের গ্লাভ পরা হাতে হাসি মুখে একটা ভেজা প্লেট বাড়িয়ে দিল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

BanglaBook.org

থালাবাসন, হাঁড়িকুড়ি ধুতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল, যদিও রোজমেরির মনে হলো একাকী এর অর্ধেক সময়ে কাজটা শেষ করতে পারত ও। মিসেস ক্যাস্তেভেত আর ও কিচেন থেকে বের হয়ে সিটিংরুমে এসে দেখল সেটীতে মুখোমুখি বসে আছে গী আর মিস্টার ক্যাস্তেভেত। তর্জনী দিয়ে হাতের তালুতে খোঁচা মেরে একের পর নিজের যুক্তি তুলে ধরছে মিস্টার ক্যাস্তেভেত।

'আহা রোমান, ওসব মদিয়েস্কা গল্প বলে গী-র কান ভারি করো না তো,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'নেহাত ভদ্রলোক বলেই শুনে যাচ্ছে।'

'না, বেশ মজার, মিসেস ক্যাস্তেভেত ,' বলল গী।

'দেখলে?' বলল মিস্টার ক্যাস্তেভেত।

'মিনি,' গীকে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত, 'আমি মিনি, ও রোমান, ঠিকাছে?' রোজেমেরির দিকে কপট অগ্রাহ্য করার দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'ঠিকাছে?'

হেসে ফেলল গী। 'ঠিকাছে, মিনি,' বলল ও।

গোল্ড, ব্রাহন, দুবিন-দিভোরে আর সায়গনের এক বেসরকারি হাসপাতালে খোঁজ মেলা টেরির ভাই সম্পর্কে আলাপ করল ওরা; মিস্টার ক্যাস্তেভেত *ওয়ারেন রিপোর্ট* সম্পর্কিত সামালোচনামুখর একটা বই পড়ছিল বলে কেনেডির হত্যাকাণ্ড নিয়েও কথাবার্তা হচ্ছিল। পিঠ সোজা চেয়ারে বসে নিজেকে কেমন যেন অনাহূতে মনে হচ্ছিল রোজমেরির। যেন ক্যাস্তেভেতদের খুব পুরোনো বন্ধু গী, ওকে কেবল ওদের সাথে পরিচিত করে দেওয়া হয়েছে। 'এটা কোনও ধরনের ষড়যন্ত্র হতে পারে মনে করো?' ওকে জিজ্ঞেস করল মিস্টার ক্যাস্তেভেত, বিব্রতভাবে জবাব দিল ও; বুঝতে পারছিল উপেক্ষার শিকার অতিথিকে আলোচনায় টেনে আনছে সদাশয় মেজবান। ক্ষমা চেয়ে মিসেস ক্যাস্তেভেতের দেখানো পথে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল ও। এখানে *ফর আওয়ার গেস্ট* কথাগুলো ছাপানো কাগজের তোয়ালে আর *জোক্স ফর দ্য জন* নামে একটা বই রয়েছে, তবে তেমন একটা মজাদার নয় সেটা।

সাড়ে দশটায় 'গুডবাই রোমান,' আর 'ধন্যবাদ, মিনি,' বলে বিদায় নেওয়ার সময় সোৎসাহ করমর্দন আর এমনি আরও অনেক সন্ধ্যা কাটানোর অব্যক্ত প্রতিশ্রুতি দিল ওরা। রোজমেরির বেলায় যা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। হলওয়ের প্রথম বাঁক ঘুরে পেছনে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ কানে আসতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, গী-র দিকে তাকিয়ে ওকেও একই কাজ করতে দেখে খুশি মনে হাসল

BanglaBook.org

'আহা রোমান, ওসব মদিয়েস্কা গল্প বলে গী-র কান ভারি করো না তো,' রসিকতার সাথে ভুরু নাচিয়ে বলল সে।

হেসে উঠেই একটু কুকড়ে গেল রোজমেরি, চুপ করিয়ে দিল গীকে। নিদারুণ নিঃশব্দে নিজেদের দরজার কাছে এলো ওরা। তালা খুলে ভেতরে ঢুকে সশব্দে আটকে দিল, বোল্ট মেরে চেইন আটকাল। কাল্পনিক বীম দিয়ে ওটা আটকে দিল গী। তিনটা কাল্পনিক বোল্ডার ঠেলে দিল ওটার গায়ে, একটা কাল্পনিক ড্রব্রিজ খাড়া করল, ভুরু মুছে হাঁপাতে লাগল, ওদিকে দুহাতে মুখ ঢেকে হাসতে হাসতে দুভাঁজ হয়ে গেল রোজমেরি।

'স্টিকটার কথা ভাব,' বলল গী।

'ওফ, খোদা!,' বলল রোজমেরি। 'আর পাইটা! কেমন করে দুটো টুকরো খেলে? অদ্ভুত!'

'প্রিয়তমা আমার,' বলল গী, 'ওটা ছিল অতিমানবীয় সাহস আর উৎসর্গের কাজ। আপনমনে বলছিলাম, "খোদা, বাজি ধরে বলতে পারি, এই জীবনে এই বুড়ির কাছে দ্বিতীয়বার কেউ কিছু চায়নি!" তো আমি সেই কাজটাই করেছি।' দরাজভাবে একটা হাত নাড়ল সে। 'প্রায়ই এমনি মহান ইচ্ছা জেগে ওঠে আমার।'

বেডরুমে এলো ওরা। 'গুল্ম আর মসলা লাগিয়েছে সে,' বলল রোজমেরি, 'বড় হলে জানালা দিয়ে ফেলে দেয় সব।'

'শশশ, দেয়ালেরও কান আছে,' বলল গী। 'আচ্ছা, থালাবাসনগুলোর কী অবস্থা?'

'মজার না?' জুতো খোলার জন্যে মেঝের সাথে পা ডলতে ডলতে বলল রোজমেরি। 'মাত্র তিনটা থালা মেলে, অথচ কী সুন্দর সুন্দর থালাবাসন রয়েছে ওদের।'

'একটু ভালো কথা বলো, হয়তো ওগুলো আমাদের উইল করে দিয়ে যাবে ওরা।'

'তারচেয়ে অভদ্র হয়ে নিজেরাই বরং কিনি। বাথরুমে গিয়েছিলে?'

'ওখানে? না!'

'আন্দাজ করো তো কী থাকতে পারে?'

'বিডেট?'

'না। *জোন্স ফর দ্য জন*।'

'না

BanglaBook.org

কাপড় খুলে ফেলল রোজমেরি। 'হুকে ঝোলানো বই,' বলল ও, 'টয়লেটের পাশেই।'

হেসে মাথা নাড়ল গী। আরমোয়েরের সামনে দাঁড়িয়ে কাফলিংক খুলতে শুরু করল ও। 'তবে রোমানের গল্পগুলো,' বলল, 'বেশ আগ্রহ জাগানোর মতো। এর আগে ফরটিজ-রবার্টসনের নাম শুনিনি, তবে নিজের কালে বড় তারকা ছিল সে।' দু নম্বর লিংকটায় হাত লাগাল ও। 'কাল রাতে আবার ওখানে যাব, আরও কিছু গল্প শুনব,' বলল সে।

ওর দিকে তাকাল রোজমেরি। হতচকিত। 'যাবে?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ,' বলল গী। 'যেতে বলেছে সে।' রোজমেরির দিকে হাত বাড়াল ও। 'এটা একটু খুলে দেবে?'

কাছে গিয়ে কাফ লিংকটা খোলার চেষ্টা করল রোজমেরি, সহসা অনিশ্চিত আর দিশাহারা বোধ করছে। 'আমি তো ভেবেছিলাম জিমি আর টাইগারকে নিয়ে একটা কাজ করব আমরা,' বলল ও।

'নিশ্চিত নাকি?' রোজমেরির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল গী। 'আমি ভেবেছিলাম স্রেফ দেখা করে আসব।'

'নিশ্চিত না,' বলল রোজমেরি।

কাঁধ ঝাঁকাল গী। 'বুধবার বা বিষ্যুদ্বার দেখব ওদের।'

লিংক খুলে হাতের তালুতে রাখল ও। গী তুলে নিল ওটা। 'ধন্যবাদ। ইচ্ছে না করলে তোমার যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই থাকতে পারবে।'

'মনে হয় এখানেই থাকব,' বলল রোজমেরি। খাটের কাছে গিয়ে বসল ও।

'হেনরি আরভিংকেও চেনে সে,' বলল গী। 'সত্যিই দারুণ কৌতূহলের ব্যাপার।'

স্টকিংয়ের হুক খুলল রোজমেরি। 'ওরা ছবি সরিয়ে ফেলেছে কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কী বলছ?'

'ওদের ছবি, নামিয়ে রেখেছে। লিভিং রুম বাথরুমের দিকের হলওয়ের ছবিগুলো। দেয়ালে হুক থাকলেও কোনও ছবি নেই। আর ম্যান্টেলের উপরের ছবিটাও খাপ খায় না। ওটার দুপাশে দুই ইঞ্চি জায়গা পরিষ্কার।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল গী। 'আমি খেয়াল করিনি,' বলল ও।

'আর লিভিং রুমেই বা এত ফাইল আর বিভিন্ন জিনিস কেন?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

BanglaBook.org

‘সেটা আমাকে বলেছে সে,’ শার্ট খুলে বলল গী। ‘স্ট্যাম্প কালেক্টরদের কাছে নিউজলেটার পাঠায় সে। সারা দুনিয়ায়। সেকারণেই ওদের নামে এত এত বিদেশী চিঠি আসে।’

শার্ট হাতে রোজমেরির দিকে এগিয়ে গেল গী। আঙুলের ডগা দিয়ে নাক টিপে দিল। ‘মিনির চেয়েও দেখি বেশী নাক গলানো স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে তোমার,’ বলল ও। চুমু খেয়ে বাথরুমে চলে গেল।

দশ-পনের মিনিট পরে কিচেনে কফির জন্যে পানি গরম করার সময় পেটের মাঝখানে তীব্র ব্যথা বোধ করল রোজমেরি, পিরিয়ড শুরু হওয়ার সঙ্কেত। স্টোভের এককোণে হাত রেখে আরাম করল ও। সংক্ষিপ্ত ব্যথাটা চলে যাওয়ার অপেক্ষা করল। চেমেক্স পেপার আর কফির ক্যান বের করল ও। হতাশ, পরিত্যক্ত লাগছে নিজেকে।

ওর বয়স এখন চব্বিশ। দুই বছর পর পর তিনটা সন্তান চায় ও। কিন্তু গী ‘এখনও তৈরি নয়’–কোনওদিনই তৈরি হবে না বলে ভয় হচ্ছে ওর, যতদিন মার্লোন ব্র্যান্ডো আর রিচার্ড বার্টনের মিশেলের মতো বড় কেউ না হতে পারছে। ও কি জানে না যে কত সুদর্শন আর মেধাবী ও, ওর সাফল্য কতটা নিশ্চিত? তো ‘দুর্ঘটনাক্রমে’ অন্তসত্ত্বা হওয়ার প্ল্যান করেছে ও। পিল খেলে মাথা ব্যথা করে, বলে ও, রাবার গেযেট বিতৃষ্ণা জাগায়। গী বলে অবচেতন মনে এখনও ভালোমতোই ক্যাথলিক রয়ে গেছে ও। নিজের ব্যাখ্যার পক্ষে সাফাই গাইতে যথেষ্ট প্রতিবাদ করে রোজমেরি। বুদ্ধিমানের মতো ক্যালেন্ডারের দিকে খেয়াল রেখে ‘বিপজ্জনক দিনগুলো’ এড়িয়ে যায়, গী বলে ‘না। আজ নিরাপদ, ডার্লিং। আমি নিশ্চিত।’

এ মাসেও আবার জিতে গেছে গী, ও হেরে গেছে। এমন এক মর্যাদাহীন প্রতিযোগিতায় যেটায় অংশ নেওয়ার কথা তার জানাই নেই। ‘ধেত!’ বলে স্টোভের উপর কফি প্যান দিয়ে বাড়ি লাগাল ও। ডেন থেকে গী বলে উঠল, ‘কী হয়েছে?’

‘হয়েছে ঘোড়ার ডিম!’ পাল্টা জবাব দিল ও।

অন্তত এখন ও বুঝতে পেরেছে সন্ধ্যায় কেন বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল।

ধেত্তের! বিয়ে না করে একসাথে থাকলে এতদিনে পঞ্চাশ বার প্রেগন্যান্ট হতে পারত ও!

BanglaBook.org

সাত

পরদিন সন্ধ্যায় ডিনারের পর ক্যাস্তেভেতদের ওখানে গেল গী। রান্নাঘর গোছগাছ করে উইন্ডোসিট কুশনের কাজ করবে নাকি বিছানায় শুয়ে *ম্যানচাইল্ড ইন দ্য প্রমিজড ল্যান্ড* পড়বে স্থির করার কথা ভাবছিল রোজমেরি। এই সময় ডোরবেল বেজে উঠল। মিসেস ক্যাস্তেভেত। তার সাথে খাট, মোটাসোটা হাসিমুখ এক মহিলা। সবুজ পোশাকের কাঁধের উপর *মেয়র পদে বার্কলিকে ভোট দিন* বোতাম লাগানো।

'কী, মেয়ে, বিরক্ত করলাম না তো?' রোজমেরি দরজা খোলার পর জানতে চাইল মহিলা। 'এ আমার প্রিয় বন্ধু লরা-লুইজি ম্যাকবার্নি, বার তলায় থাকে ও। লরা-লুইজি, এ গী-র স্ত্রী রোজমেরি।'

'হ্যালো, রোজমেরি! ব্র্যামে স্বাগতম!'

'এইমাত্র আমাদের ওখানে গী-র সাথে পরিচয় হয়েছে লরা-লুইজির, অমনি তোমার সাথেও পরিচিত হতে চাইল। তাই চলে এলাম। গী বলল তেমন কিছু করছ না তুমি। ভেতরে আসতে পারি?'

হালছাড়া সৌজন্যের সাথে ওদের ভেতরে ঢুকতে দিল রোজমেরি। লিভিং রুমে নিয়ে এল তারপর।

'আরে নতুন চেয়ার কিনেছ দেখছি,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'দারুণ না!'

'সকালেই এসেছে,' বলল রোজমেরি।

'তুমি ঠিক আছো তো? ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

'বেশ ভালো আছি,' বলে হাসল রোজমেরি। 'আজ পিরিয়ডের প্রথম দিন কিনা।'

'তারপরেও ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ?' হেসে জিজ্ঞেস করল লরা-লুইজি। 'প্রথম দিনগুলোতে আমার এমন ব্যথা হতো যে নড়াচড়া বা কিছু খেতেই পারতাম না। ব্যথা কমাতে স্ট্র পাইপে জিন খাওয়াত ড্যান। সেই সময়

BanglaBook.org

আমরা একশোভাগ সংযমি ছিলাম, ওই একটা ব্যতিক্রম বাদে।’

‘আজকের দিনের মেয়েরা সবকিছু আমাদের চেয়ে ঢের হালকাভাবে নেয়,’ বসতে বসতে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘ওরা আমাদের চেয়ে অনেক স্বাস্থ্যবান। ভিটামিন আর উন্নত চিকিৎসা সেবাই এ কৃতিত্বের দাবিদার।’

দুই মহিলাই হুবহু একই রকম সুইং ব্যাগ নিয়ে এসেছিল, রোজমেরি অবাক হয়ে দেখল দুজনই নকশা (লরা-লুইজি) আর রিফুঁ (মিসেস ক্যাস্তেভেত) করার সরঞ্জাম বের করছে, গল্পগুজব আর সেলাইয়ের লম্বা বৈঠকের প্রস্তুতি। ‘ওটা কি?’ জানতে চাইল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘সিট কাভার?’

‘উইন্ডোসিটের কুশন,’ বলে রোজমেরি ভাবল, বেশ আমিও জিনিসটা এখানে এনে ওদের সাথে যোগ দিই।

লরা-লুইজি বলল, ‘তুমি অ্যাপার্টমেন্টের অনেক বদল করেছ, রোজমেরি।’

‘ভালো কথা, ভুলে যাবার আগেই বলে রাখি,’ বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘এটা তোমার জন্যে, আমি আর রোমান।’ রোজমেরির হাতে একটা ছোট গোলাপি টিস্যু পেপারের প্যাকেট তুলে দিল সে। ভেতরটা শক্ত ঠেকল।

‘আমার জন্যে?’ জিজ্ঞেস করল রোজমেরি। ‘বুঝলাম না।’

‘সামান্য উপহার,’ দ্রুত হাতের ইশারায় রোজমেরির দ্বিধা নাকচ করে দিয়ে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘এখানে আসার জন্যে।’

‘কিন্তু কোনও দরকার ছিল না...’ ব্যবহৃত টিস্যু পেপারের আবরণ খুলল রোজমেরি। গোলাপি আবরণের নিচে টেরির রূপালি নকশা করা সেই মাদুলিটা, নেকচেইনের সাথে জট পাকিয়ে আছে। ভেতরের জিনিসটার গন্ধে মাথা সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো রোজমেরি।

‘খুবই পুরোনো,’ বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘তিনশো বছরেরও বেশী।’

‘সুন্দর,’ বলটা পরখ করতে করতে বলল রোজমেরি, ভাবছে এটা টেরির দেখানোর কথা বলবে কিনা। কিন্তু বলার মুহূর্তটুকু পার হয়ে গেল।

‘ভেতরের সবুজ জিনিসটা নাম টানিস রুট,’ বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। ‘সৌভাগ্যের ব্যাপার।’

টেরির জন্যে নয়, ভাবল রোজমেরি, বলল, ‘খুবই সুন্দর, কিন্তু আমি নিতে পারব না।’

BanglaBook.org

'নিয়েই তো ফেলেছ,' রোজমেরির দিকে না তাকিয়েই বাদামী মোজা পরতে পরতে বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত। 'পরে নাও।'

লরা-লুইজি বলল, 'কিছু টের পাবার আগেই গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।'

'পরো,' বলল মিসেস ক্যাস্তেভেত।

'আচ্ছা, ধন্যবাদ,' বলে অনিশ্চিতভাবে চেইনটা মাথার উপর দিয়ে গলায় ঝোলাল রোজমেরি। বলটা পোশাকের কলারের নিচে গুঁজে দিল। ওর দুই বুকের মাঝখানে পড়ল ওটা। মুহূর্তের জন্যে শীতল ঠেকল, লক্ষণীয়। ওরা চলে গেলেই খুলে ফেলব, ভাবল ও।

লরা-লুইজি বলল, 'আমাদের এক বন্ধু নিজের হাতে চেইনটা বানিয়েছে। রিটায়ার্ড ডেন্টিস্ট ও, ওর শখই হচ্ছে সোনা-রূপার অলঙ্কার বানানো। শিগিগিরই মিনি আর রোমানদের ওখানে ওর সাথে দেখা হবে তোমার। আমি নিশ্চিত, কারণ ওরা এত খাতির যত্ন করে। সম্ভবত ওদের–আমাদের–সব বন্ধুর সাথেই পরিচয় হবে তোমার।'

কাজ থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে রোজমেরি দেখল শেষের কথাটায় বিব্রত বোধ করে গোলাপি হয়ে গেছে লরা-লুইজি। সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত মিনি, টের পায়নি। হাসল লরা-লুইজি, পাল্টা হাসল রোজমেরি।

'নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করো?' জানতে চাইল লরা-লুইজি।

'না, করি না,' প্রসঙ্গ পাল্টানোর সুযোগ দিয়ে বলল রোজমেরি। 'প্রায়ই এটা-সেটা বানানোর চেষ্টা করি, কিন্তু কোনওটাই ঠিক হয় না।'

শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যাটা বেশ উপভোগ্যই প্রমাণিত হলো। ওকলাহোমায় ছোটবেলার বেশ কিছু মজাদার গল্প শোনাল মিনি। লরা-লুইজি দুটো প্রয়োজনীয় সেলাইয়ের কায়দা শিখিয়ে দিল রোজমেরিকে, ভালো করে বুঝিয়ে বলল কীভাবে রক্ষণশীল মেয়ের প্রার্থী বার্কলি পরিস্থিতি বিরূপ হলেও জিততে পারে।

রাত এগারটায় চুপচাপ, কেমন যেন আত্মতুষ্ট অবস্থায় ফিরে এল গী। মহিলাদের সম্ভাষণ জানাল ও, রোজমেরির চেয়ারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উবু হয়ে চুমু খেল ওকে। মিনি বলল, 'এগারটা বেজে গেছে! হায়, হায়! চলো, লরা-লুইজি।'

লরা-লুইজি বলল, 'যখন ইচ্ছে চলে এসো আমার ওখানে, রোজমেরি; টুয়েলভ-এফ-এ আছি আমি।'

সেলাইয়ের ব্যাগ বন্ধ করল দুই মহিলা, তারপর ঝটপট বের হয়ে গেল।

BanglaBook.org

'গতকালের মতো আজকের গল্পগুলোও মজাদার ছিল?' জানতে চাইল রোজমেরি।

'হ্যাঁ,' বলল গী। 'তোমার সময়টা ভালো কেটেছে তো?'

'ঠিকই আছে, কিছু কাজ এগিয়ে নিয়েছি আমি।'

'তাইতো দেখছি।'

'একটা উপহারও পেয়েছি।'

মাদুলিটা দেখাল ও। 'টেরির ছিল এটা,' বলল, 'ওকে দিয়েছিল, আমাকে দেখিয়েছিল ও। নিশ্চয়ই পুলিস ফেরত দিয়েছে।'

'হয়তো এটা ওর সাথেই ছিল না,' বলল গী।

'বাজি ধরে বলতে পারি ছিল। যেন কারও কাছ থেকে প্রথম পাওয়া উপহার, এমনভাবে ওটা নিয়ে গর্ব করত ও।' গলার উপর দিয়ে খুলে এনে চেইন আর লকেটটা হাতের তালুতে রাখল রোজমেরি। নেড়েচেড়ে দেখছে।

'পরবে না?' জানতে চাইল গী।

'গন্ধ,' বলল রোজমেরি। ভেতরে টানিস রুট নামে একটা জিনিস আছে।' হাত বাড়িয়ে দিল ও। 'বিখ্যাত গ্রিনহাউসের মাল।'

হেসে কাঁধ ঝাঁকাল গী। 'খারাপ না,' বলল সে।

শোবার ঘরে এসে ভ্যানিটির ড্রয়ার খুলে লুই শেরির একটা বাক্স বের করল ও, টুকিটাকি নানা জিনিস রাখে ও এটায়। 'টানিস, কে যেন,' আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বলল ও, তারপর বাক্সে রেখে দিল মাদুলিটা। ওটা বন্ধ করে ড্রয়ার আটকে দিল।

দোরগোড়া থেকে গী বলল, 'নিয়েছ যখন পরা উচিত।'

সেরাতে ঘুম থেকে জেগে রোজমেরি দেখল পাশে বসে অন্ধকারে সিগারেট খাচ্ছে গী। কী ব্যাপার, জানতে চাইল ও। 'কিছু না,' বলল গী। 'সামান্য ইনসমনিয়া, ব্যস।'

নিশ্চয়ই পুরোনো দিনের তারকাদের নিয়ে রোমান্সের গল্প ওকে বিষণ্ন করে তুলেছে, ভাবল রোজমেরি। ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ওর নিজের ক্যারিয়ার হেনরি আর্ভিং আর ফর্বস-এর হুজহুইটের পেছনে পড়ে গেছে। আরও গল্প শুনতে যাওয়াটা সম্ভবত এক ধরনের মর্ষকাম হয়ে থাকবে।

ওর বাহু স্পর্শ করে চিন্তা না করতে বলল ও।

'কী নিয়ে?'

'কোনও কিছু নিয়েই চিন্তা করতে হবে না।'

'ঠিকাছে,' বলল গী। 'করব না।'

'তুমিই সেরা,' বলল রোজমেরি। 'তুমি জানো? তুমি তাই। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ফটোগ্রাফারদের হাত থেকে বাঁচতে কারাতে শিখতে হবে তোমাকে।'

সিগারেটের আভায় মৃদু হাসল গী।

'যেকোনও দিন,' বলল রোজমেরি, 'বিরাট একটা কিছু করে ফেলবে তুমি। তোমার উপযুক্ত কিছু।'

'জানি,' বলল গী। 'ঘুমাও তুমি, হানি।'

'ঠিকাছে। সিগারেটের বেলায় সাবধান।'

'ঠিকাছে।'

'ঘুম না এলে ডেকো।'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

'আমিও।'

দিন দুই পরে *দ্য ফ্যান্টাস্টিকের* শনিবার সন্ধ্যার অভিনয়ের দুটো টিকেট নিয়ে ফিরল গী। ওর ভোকাল কোচ দিয়েছে। সেই প্রথম অভিনয় শুরুর পর অনেক বছর আগে একবার নাটকটা দেখেছিল গী। রোজমেরি সব সময়ই দেখার কথা ভেবে আসছিল। 'হাচের সাথে যাও,' বলল গী। 'তাতে *ওয়েইট আন্টিল ডার্কনেস* নিয়ে কাজ করার সুযোগ পাব আমি।'

হাচও আগে দেখেছে। তো জোয়ান জেলিকোকে নিয়ে নাটক দেখতে গেল রোজমেরি। বিজোতে ডিনারের সময় ডিকের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার কথা জানাল ও। এখন ঠিকানা ছাড়া ওদের মধ্যে আর কোনও সম্পর্ক নেই।

এ খবর বিষণ্ন করে তুলল রোজমেরিকে। বেশ কয়েক দিন দূরাগত আর চিন্তামগ্ন হয়ে আছে গী। কি যেন নিয়ে ভাবছে, ভুলছেও না, আবার বলছে না। জোয়ান-ডিকের ছাড়াছাড়ি এভাবেই শুরু হয়েছিল? জোয়ানের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ও। কড়া মেকাপ ছিল ওর মুখে। ছোট থিয়েটারে বেশ চড়া গলায় তারিফ করছিল। ডিকের সাথে ওর মিল না থাকাটা বিস্ময়কর কিছু না। সে চড়া গলায় কথা বলে, অশ্লীল; ডিক নীরব, স্পর্শকাতর; বিয়ে করাই উচিত হয়নি ওদের।

BanglaBook.org

রোজমেরি বাড়ি ফিরে দেখল শাওয়ার থেকে বের হয়ে আসছে গী। গোটা সপ্তাহের তুলনায় ঢের বেশী প্রফুল্ল। চাঙা হয়ে উঠল রোজমেরির মন। যতটা আশা করেছিল শো-টা তারচেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। ওকে সেটা বলল। ডিক আর জোয়ানের বিচ্ছেদের দুঃসংবাদটাও। আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ওরা, তাই না? *ওয়েইট আন্টিল ডার্কনেস* কেমন লাগল? দারুণ! ঠাণ্ডাভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করল গী।

'টানিস রুটের নিকুচি করি,' বলল রোজমেরি। গন্ধে ভকভক করছে গোটা বেডরুমে। এমনকি বাথরূমে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তিক্ত গা জ্বালানো গন্ধটা। কিচেন থেকে এক টুকরো অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল এনে মাদুলিটা ভালো করে মুড়ে দিল ও।

'কয়েক দিনের ভেতরই হয়তো শক্তি খোয়াবে ওটা,' বলল গী।

'খোয়ালেই ভালো,' ডিওডোর‍্যান্ট বোমায় বাতাস ভরিয়ে তোলার সময় বলল রোজমেরি। 'নইলে দূরে ফেলে দিয়ে মিনিকে বলব হারিয়ে ফেলেছি।'

মিলিত হলো ওরা। বুনো, প্রবল হয়ে উঠল গী। পরে দেয়ালে কান পেতে মিনি আর রোমানের ফ্ল্যাটে একটা পার্টি চলার আওয়াজ পেল রোজমেরি। সেই একই বাজনাবিহীন গান, গতবারের মতো। অনেকটা ধর্মীয় ভজনের মতো, সেই একই বাঁশী বা ক্লারিনেট চারপাশে আর নিচে সুর বুনে চলেছে।

রোববার পর্যন্ত চাঙা হাসিখুশি ভাব বজায় রাখল গী। বেডরূম ক্লোজিটে শেল্ফ আর শু-র‍্যাক বানাল। *লুথারের* একদল লোককে আমন্ত্রণ জানাল। সোমবারে শেল্ফ আর শু-র‍্যাক রঙ করল ও। থ্রিফ্ট শপ থেকে রোজমেরির কেনা একটা বেঞ্চে দাগ লাগিয়ে দিল। ডোমিনিকের সাথে সেশন বাতিল করে ফোনে কান সেঁটে থাকল সারাক্ষণ। প্রথম রিং শেষ হওয়ার আগেই ধরে ফেলছিল। বিকেল তিনটায় আবার ফোন বাজল। লিভিং রূমের চেয়ারগুলো অন্যভাবে সাজানোর চেষ্টার সময় রোজমেরি ওকে বলতে শুনল, 'হায় খোদা, না। আহা বেচারা।'

শোবার ঘরের দরজার কাছে এল ও।

'হায় খোদা,' বলল গী।

একহাতে ফোন আর আরেক হাতে রেড ডেভিল পেইন্ট রিমুভার নিয়ে বিছানায় বসে আছে সে। ওর দিকে তাকাল না। 'কারণটা বুঝতে পারেনি

BanglaBook.org

েউ?' বলল। 'হায় খোদা, ভয়ঙ্কর, খুবই ভয়ঙ্কর।' শরীর সোজা করে বসে আবার শুনে গেল ও। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' আবার বলল, 'হ্যাঁ। এভাবে যেতে দেরি হয়ে যাবে, কিন্তু আমি–' আবার শুনল ও। 'বেশ, এ ব্যাপারে অ্যালানের সাথে কথা বলতে হবে তোমাকে,' বলল সে। অ্যালান স্টোন ওর এজেন্ট। 'কিন্তু আমি নিশ্চিত কোনও সমস্যা হবে না, মিস্টার ওয়েইস, অন্তত আমরা যখন আছি।'

পেয়ে গেছে ও। বড় কিছু। দম আটকে থাকল রোজমেরি। অপেক্ষা করছে।

'ধন্যবাদ, মিস্টার ওয়েইস,' বলল গী। 'কোনও খবর থাকলে আমাকে জানিয়ো? ধন্যবাদ।'

ফোন রেখে চোখ বুজল গী। নিথর। হাতটা ফোনের উপর পড়ে আছে। ম্লান, পুতুলের মতো লাগছে। আসল পোশাক আর প্রপসহ পপ আর্ট স্ট্যাচু। সত্যিকারের ফোন, আসল পেইন্ট রিমুভারের ক্যান।

'গী?' ডাকল রোজমেরি।

চোখ খুলে ওর দিকে তাকাল গী।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রোজমেরি।

চোখ পিটপিট করে সজাগ হয়ে উঠল গী। 'ডোনাল্ড বমগার্ত অন্ধ হয়ে গেছে,' বলল ও। 'গতকাল সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আর দেখতে পাচ্ছে না।'

'ওহ, না,' বলে উঠল রোজমেরি।

'সকালে গলায় ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করেছে সে। এখন বেলেভিউতে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তাকে।'

বেদনার দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

'চরিত্রটা আমি পেয়েছি,' বলল গী। 'কিন্তু পাওয়ার ধরনটা কেমন যেন।' হাতের পেইন্ট রিমুভারের দিকে তাকাল সে। টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল ওটা। 'শোন,' বলল সে, 'আমাকে একটু বাইরে গিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে হবে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'দুঃখিত। গোটা ব্যাপারটা হজম করতে হবে।'

'বুঝতে পারছি। যাও,' দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল রোজমেরি।

যেভাবে ছিল সেভাবেই বেরিয়ে গেল গী। যাবার পথে দরজাটা আটকে দিল। মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল ওটা।

BanglaBook.org

লিভিং রুমে চলে এলো রোজমেরি। বেচারা ডোনাল্ড বমগার্ত আর সৌভাগ্যবান গী-র কথা ভাবছে। দুজনই ভাগ্যবান। ভালো একটা চরিত্র পাওয়ায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে গী, শো শেষ হয়ে গেলেও এটার সুবাদে আরও চরিত্র পাবে, সিনেমায়ও হতে পারে; লস অ্যাঞ্জেলিসে বাড়ি হবে, মসলার একটা বাগান, দুবছর পর পর তিনটা বাচ্চা। বিশ্রী নামের বেচারা ডোনাল্ড বমগার্ত, নামটা সে বদলায়নি। গীকে হারিয়ে দিয়েছে যখন, তার মানে অবশ্যই ভালো অভিনেতা। কিন্তু এখন বেলেভিউতে পড়ে আছে–অন্ধ, আত্মহত্যা করতে খেপে আছে। ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তাকে।

একটা উইন্ডোসিটে হাঁটু গেড়ে বসে ওটার বে-র একপাশ থেকে অনেক নিচে দালানের গেটের দিকে তাকিয়ে গী-র বেরুনোর অপেক্ষা করল রোজমেরি। রিহার্সল কখন শুরু হবে? ভাবল। ওর সাথে শহরের বাইরে যাবে ও, কি মজাই না হবে! বস্টন? ফিলাদেলফিয়া? ওয়াশিংটন হলে দারুণ হবে। ওখানে কোনও দিন যাওয়া হয়নি। বিকেলে গী মহড়া দেওয়ার সময় নানা জায়গা দেখতে পারবে ও, সন্ধ্যায় অভিনয়ের পালা চুকে গেলে কোনও রেস্তরাঁ বা ক্লাবে মিলিত হয়ে সবাই মিলে গল্পগুজব করবে বা গুজব ভাগাভাগি করবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও গীকে বের হতে দেখল না ও। নিশ্চয়ই ফিফটি ফিফ্থ স্ট্রিটের দরজা দিয়ে বের হয়েছে।

যেখানে যাপরনাই খুশি হওয়ার কথা, উল্টে বেজার, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে মানুষটা। হাতের সিগারেট ছাড়া আর কিছু নড়ছে না ওর, স্থির বসে থাকছে। উত্তেজিতভাবে সারা ঘরে ওকে অনুসরণ করে চলে ওর চোখ। যেন বিপজ্জনক কেউ ও। 'কি ব্যাপার?' অনেক বার জানতে চেয়েছে ও।

'কিছু না,' বলেছে সে। 'আজ তোমার স্কাপচার ক্লাস নেই?'

'গত দুমাস ধরে যাই না।'

'কেন যাচ্ছ না?'

গেছে ও, পুরোনো প্লাস্টিসিন ছিঁড়ে আর্মেচার আবার সেট করে নতুন ছাত্রদের সাথে নতুন মডেল নিয়ে নতুন করে শুরু করেছে । 'কোথায় ছিলে?' জানতে চেয়েছে ইন্সট্রাক্টর। চোখে চশমা তার, কণ্ঠমণিটা চোখে পড়ার মতো, নিজের হাতের দিকে না তাকিয়েই ওর আবক্ষ মূর্তি বানায় সে।

BanglaBook.org

'জাঞ্জিবারে.' বলেছে ও।

'এখন আর জাঞ্জিবার বলে কোনও জায়গা নেই,' বলেছে সে। 'এখন ওটার নাম তানজানিয়া।'

একদিন বিকেলে মেসি'স অ্যান্ড গিমবলস-এ গিয়েছিল ও। ফিরে এসে দেখে রান্নাঘরে গোলাপ ফুলের ছড়াছড়ি। বেডরুম থেকে বের হয়ে আসছিল গী, মুখে ক্ষমা প্রার্থনাসুলভ হাসি। অনেকটা ওর একবার *সুইট বার্ডে* চান্স ওয়েইনের ভুমিকায় অভিনয় করে দেখানোর সময় যেমন করেছিল।

'আমি একটা জীবন্ত বিষ্ঠা,' বলল সে। 'সারাক্ষণ বসে ভাবছি ড্যান বমগার্ত যেন আর সেরে না ওঠে, একাজই করছি কেবল। এমনি জঘন্য মানুষ আমি।'

'এটাই স্বাভাবিক,'বলল রোজমেরি। 'এমন দোটানায় ভোগারই কথা।'

'শোন,' গোলাপটা ওর নাকের কছে ঠেলে দিয়ে বলল সে। 'কাজটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলেও, বাকি জীবনের জন্যে চার্লি ক্রেস্তা ব্লাংকা হয়ে গেলেও তোমাকে আর কষ্ট দেব না।'

'তুমি তা দাওনি।'

'না, দিয়েছি। নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভাবতে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে সময় পার করছি, তোমার কথা চিন্তাও করিনি। এসো, আমরা এবার একটা বাচ্চা নিয়ে নিই, ঠিকাছে? এক এক করে তিনটা বাচ্চা নেব আমরা।'

ওরে দিকে তাকাল রোজমেরি।

'বাচ্চা,' বলল গী, 'বোঝনি, গু,গু? ডায়াপার? ওয়া ওয়া।'

'সত্যি বলছ?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

'অবশ্যই,' বলল গী। 'এমনকি শুরু করার সময়ও ঠিক করে ফেলেছি। আসছে সোম আর শুক্রবার। ক্যালেন্ডারে লাল গোল দাগ দিয়ে রেখ যেন।'

'সত্যি বলছ, গী?' সজল চোখে জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

'না, ঠাট্টা করছি,' বলল সে। 'অবশ্যই সত্যি। দেখ, রোজমেরি, খোদার দোহাই, কেঁদো না, ঠিকাছে? প্লিজ। তুমি কাঁদলে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। দয়া করে এবার কান্না থামাও?'

'ঠিকাছে,' বলল রোজমেরি। 'কাঁদব না।'

'আমি আসলেই গোলাপ পাগল বনে গেছি, নাকি?' চারপাশে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বলল সে। 'শোবার ঘরেও আছে এক তোড়া।'

BanglaBook.org

আট

সোর্ডফিশ স্টিক কিনতে ব্রডওয়েতে আর পনিরের জন্যে শহরের আরেক প্রান্তের লেক্সিনটন অ্যাভিনিউতে গেল ও। এদিকে সোর্ডফিশ স্টিক বা পনির পাওয়া যায় না বলে নয়, আসলে ঝলমলে উজ্জ্বল সকালে শহরময় ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করছিল ওর। কোট উড়িয়ে ছন্দোময় ভঙ্গিতে হাঁটবে, ওর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকের চোখ ঘুরে যাবে। ওর ফরমাশের খুঁতহীনতা আর দক্ষতা দিয়ে কঠিন কেরানিকে মুগ্ধ করবে। দিনটা ছিল সোমবার, ৪ঠা অক্টোবর; পোপের শহর সফরের তারিখ। এই উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে লোকজন স্বাভাবিকের চেয়ে ঢের বেশী খোলামেলা আর মিশুক হয়ে উঠেছে। কী দারুণ, ভাবল রোজমেরি, আমার এত খুশির দিনে সারা শহর খুশিতে ভরে উঠেছে।

বিকেলে টেলিভিশনে পোপের সফর দেখল ও, সেটটাকে দেয়াল থেকে সরিয়ে এনে ডেনে (শিগগিরই নার্সারি হবে) বসিয়েছে, এমনভাবে ঘুরিয়ে রেখেছে যাতে মাছ, সব্জি আর সালাদের উপকরণ তৈরির সময় রান্নাঘর থেকে দেখতে পায়। ইউএন-এ দেওয়া পোপের ভাষণ ওকে মুগ্ধ করল। এখন ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান সহজ হবে, নিশ্চিত হয়ে গেল ও। 'আর যুদ্ধ নয়,' বললেন পোপ, তাঁর কথা সবচেয়ে কঠিন হৃদয়ের রাষ্ট্রনায়ককেও কি একটু ভাবনায় ফেলবে না?

সাড়ে চারটায় ফায়ারপ্লেসের সামনে টেবিল সাজাচ্ছে ও, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

'রোজমেরি? কেমন আছো?'

'ভালো,' বলল ও, 'তুমি কেমন?' ওর দুই বোনের ভেতর বড়টি, মার্গারেট।

'ভালো,' বলল মার্গারেট।

'কোথায় তুমি?'

BanglaBook.org

'ওমাহায়।'

ওদের ভেতর কোনও দিন সম্পর্ক ভালো যায়নি। মার্গারেট বরাবরই গম্ভীর, অসন্তুষ্ট ধরনের মেয়ে, প্রায়ই ওদের মা ছোট বোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিত ওকে এভাবে ওর কাছ থেকে ফোন পাওয়াটা অদ্ভুতই বলতে হবে, অদ্ভুত এবং ভীতিকর।

'সব ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল রোজমেরি, নির্ঘাৎ কেউ মারা গেছে, ভাবল। কে? মা? বাবা? ব্রায়ান?

'হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তুমি?'

'হ্যাঁ, বললাম তো ভালো আছি।'

'সারাদিন কেমন যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে আমার, রোজমেরি। তোমার বোধ হয় কিছু হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট বা এমন কিছু। তুমি আহত হয়েছ। হয়তো হাসপাতালে আছো।'

'বেশ, মোটেই তা নয়,' বলল রোজমেরি। হাসল। 'আমি ভালো আছি। সত্যি।'

'কিন্তু অনুভূতিটা খুবই জোরাল ছিল,' বলল মার্গারেট। 'একটা কিছু হয়েছে বলে নিশ্চিত ছিলাম। শেষে জিন বলল ফোন করে খোঁজ নাও না কেন।'

'সে কেমন আছে?'

'ভালো।'

'বাচ্চারা?'

'ওরা যেমন থাকে, ভালোই। আরেকটা হতে যাচ্ছে, শিগগিরই। মার্চের শেষে। তোমার স্বামী কেমন আছে, রোজমেরি?'

'বেশ ভালো। একটা নতুন নাটকে গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র পেয়েছে, শিগগিরই মহড়া শুরু হবে।'

'তারপর বলো দেখি, পোপকে সামনাসামনি দেখার সুযোগ পেয়েছিলে?' জানতে চাইল মার্গারেট। 'ওখানে নিশ্চয়ই মারাত্মক উত্তেজনা চলছে।'

'তা বটে,' বলল রোজমেরি। 'টেলিভিশন দেখছিলাম। ওমাহাতেও নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে?'

BanglaBook.org

'লাইভ না? তাকে দেখতে যাওনি?'

'না, যাইনি।'

'তাই?'

'তাই।'

'বলো কি, রোজমেরি,' বলল মার্গারেট। 'বাবা আর মা তাকে দেখতে ওখানে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু স্ট্রাইক ভোট হওয়ার কথা রয়েছে, বাবার প্রস্তাবে সমর্থন দেওয়ার কথা বলে যেতে পারেনি? অনেকেই প্লেনে করে গেছে। তবে দোনোভান, দোত আর স্যান্ডি ওয়ালিংফোর্ড আর তোমরা তো ওখানেই আছো, অথচ কিনা তাকে দেখতে যাওনি?'

'বাড়িতে থাকতে যেমন ছিল এখন আর আমার কাছে ধর্মের তেমন গুরুত্ব নেই,' বলল রোজমেরি।

'বেশ,' বলল মার্গারেট, 'মনে হয় এটাই অনিবার্য।' রোজমেরি না বলা কথাটাও শুনতে পেল: যেখানে একজন প্রোটেস্ট্যান্টকে বিয়ে করেছ। ও বলল, 'তুমি ফোন করায় খুবই খুশি হয়েছি, মার্গারেট। চিন্তা করার মতো কিছু হয়নি আমার। এত সুখী আর কোনওদিনই ছিলাম না আমি।'

'এমন জোরাল ছিল অনুভূতিটা,' বলল মার্গারেট। 'ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরপরই। তোমরা ছোট থাকতে তোমাদের দেখেশুনে রাখতে এত অভ্যস্ত ছিলাম...'

'সবাইকে আমার আদর দিয়ো, ঠিকাছে? ব্রায়ানকে বলো আমার চিঠির জবাব দিতে।'

'বলব। রোজমেরি।'

'বলো?'

'অনুভূতিটা এখনও আছে। আজ রাতে ঘরেই থেক, কেমন?'

'সেটাই ইচ্ছা আমাদের,' বলল রোজমেরি। আংশিক সাজানো টেবিলের দিকে তাকাল।

'গুড,' বলল মার্গারেট। 'নিজের দিকে খেয়াল রেখো।'

'আচ্ছা,' বলল রোজমেরি। 'তুমিও নিজের যত্ন নিয়ো, মার্গারেট।'

'ঠিক আছে, গুডবাই।'

'গুডবাই।'

আবার টেবিল সাজাতে গেল ও। মার্গারেট, ব্রায়ান আর বাকি বাচ্চাদের কথা ভেবে, ওমাহা ও অপ্রত্যাবর্তনযোগ্য কিছুটা নস্টালজিক আর

BanglaBook.org

পাঠকের বিষণ্ণতা বোধ করছে।

টেবিল সাজিয়ে গোসল সেরে পাউডার আর পারফিউম মাখল ও। চোখ, ঠোঁট আর চুল সাজাল। গত ক্রিসমাসে গী-র কাছ থেকে পাওয়া একটা বারগান্ডি সিল্ক লাউঞ্জিং পাজামা পরল।

ছয়টার পর, দেরি করে ঘরে ফিরল সে। 'উমম,' ওকে চুমু খেয়ে বলল, 'দেখে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে। কী বলো? ধেৎ!'

'কী?'

'পাইয়ের কথা বেমালুম ভুলে গেছি।'

ওকে ডেজার্ট বানাতে মানা করে দিয়েছিল সে, বলেছিল ওর সবচেয়ে প্রিয় হর্ন অ্যান্ড হার্ডার্ট পাম্পকিন পাই নিয়ে আসবে।

'নিজের পাছায় নিজেই লাথি মারতে ইচ্ছে করছে,' বলল সে। 'একটা নয়, দুদুটো হতচ্ছড়া রিটেইল শপ পাশ কাটিয়ে এসেছি।'

'ও ঠিক আছে,' বলল রোজমেরি। 'ফল আর পনির দিয়েই চালিয়ে নিতে পারব। সেরা ডেজার্ট, সত্যি।'

'মোটেই না। হর্ন অ্যান্ড হারডার্ট পাই-ই আসল।'

গা ধুতে চলে গেল সে। আভেনে স্টাফ করা মাশরুম ঢুকিয়ে সালাদের উপকরণ মেশাতে লাগল রোজমেরি। কয়েক মিনিটের ভেতরই একটা নীল ভেলর শার্টের কলারের বোতাম লাগাতে লাগাতে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল গী। চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে আছে, খানিকটা যেন উত্তেজিত। ওরা প্রথমবার একসাথে ঘুমানোর সময় যেমন ছিল। যখন সে জানত ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে। ওকে এভাবে দেখে খুশি হলো রোজমেরি।

'তোমার দোস্ত পোপ আজ সত্যিই ট্রাফিকের বারটা বাজিয়ে দিয়েছে,' বলল সে।

'কোনও টেলিভিশন দেখেছ?' জানতে চাইল রোজমেরি। 'দারুণ কাভারেজ দিয়েছে ওরা।'

'অ্যালানের ওখানে এক ঝলক দেখেছি,' বলল গী। 'ফ্রিজে গ্লাস আছে?'

'হ্যাঁ। ইউএন-এ চমৎকার একটা ভাষণ দিয়েছে সে। "আর যুদ্ধ নয়", বলেছে সে।'

'রটসা রাক। আরে, দেখে দারুণ লাগছে।'

BanglaBook.org

গিবসন আর স্টাফ করা মাশরুম লিভিংরুমে খেল ওরা। দোমড়ানো খবর কাগজ, লাকড়ির টুকরো আর দুটো পেল্লায় সাইজের ক্যানেল কয়লা ফায়ারপ্লেসের গেটে ঠেলে দিল গী। 'কিছুই হচ্ছে না,' বলল সে। কাগজে জ্বলন্ত দেশলাই ঠেকাল। দপ করে জ্বলে উঠে লাকড়ি স্পর্শ করল সেটা। সামনে দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল। ছাদের দিকে উঠে গেল। 'হায় খোদা,' বলল গী। ফায়ার প্লেসের ভেতরে হাতড়াতে শুরু করল। 'রঙ! রঙ!' বলল রোজমেরি।

ফ্লু আর এয়ারকন্ডিশনার খুলে একজস্ট লাগিয়ে ধোঁয়া বের করে দিল গী।

'আজরাতে কেউ আগুন জ্বালছে না, কেউ না,' বলল গী।

হাঁটু গেড়ে আগুনে মোড়ানো কয়লার দিকে তাকিয়ে রোজমেরি বলল, 'দারুণ না? মনে হচ্ছে আশি বছরের ভেতর সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পড়বে এবার।'

এলা ফিটজেরাল্ডের গাওয়া *কোল পোর্টার* চালিয়ে দিল গী।

সোর্ডফিশ অর্ধেকটা শেষ করেছে, এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল। 'ধেৎ,' বলে উঠে দাঁড়াল গী। ন্যাপকিন ফেলে দরজা খুলতে গেল। মাথা বাড়িয়ে দিয়ে কান খাড়া করল রোজমেরি।

দরজা খুলে গেল। মিনি বলল, 'হাই, গী!' পরের কথাগুলো বোঝা গেল না। ওফ না, ভাবল রোজমেরি। ওকে ঢুকতে দিয়ো না, গী। এখন না। আজ রাতে না।

গী কিছু বলল, তারপর আবার মিনির কণ্ঠস্বর, '...বাড়তি। আমাদের দরকার নেই।' আবার গী। তারপর ফের মিনি। ধীরে ধীরে আটকে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল রোজমেরি–ভেতরে ঢুকবে বলে মনে হচ্ছে না, খোদাকে ধন্যবাদ।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল, চেইন লাগল (বেশ!), খিড়কি লাগল (বেশ!)। অপেক্ষা করল রোজমেরি, খেয়াল রাখছে। হাসিমুখে আর্চওয়েতে এসে দাঁড়াল গী। পেছনে হাত। 'ই.এস.পি. বলে কিছু নেই কে বলে?' বলল সে। টেবিলের দিকে এগিয়ে আসার সময় হাত সামনে নিয়ে এলো। দুহাতের তালুতে শাদা কাস্টার্ডের দুটো কাপ। 'মাদাম আর মশিয়ে অবশেষে ডেজার্ট পেয়ে গেছে,' বলল ও। রোজমেরির মদের গ্লাসের পাশে নামিয়ে রাখল একটা গ্লাস, অন্যটা নিজের কাছে। 'মাউসি আর চকলেট,' বলল, 'বা

BanglaBook.org

"চকলেট মাউস" মিনি যেমন বলেছে। অবশ্যই তার বেলায় এটা চকলেট মাউসই হতে পারে, সুতরাং সাবধানে খেয়ো।'

খুশি মনে হাসল রোজমেরি। 'দারুণ,' বলল ও। 'আমিও এটা বানানোর কথা ভাবছিলাম।'

'দেখলে?' বসতে বসতে বলল গী। 'ই.এস.পি.।' ন্যাপকিনটা ফের জায়গামতো বসিয়ে মদ ঢেলে নিল।

'জোর করে ঢুকে সারা সন্ধ্যা থেকে যাবে বলে ভয় হচ্ছিল,' গাজর ছাঁচতে ছাঁচতে বলল রোজমেরি।

'না,' বলল গী। 'স্রেফ ওর তৈরি চকলেট মাউস খাওয়াতে চেয়েছে, মনে হয়, এটা তার একটা স্পেশাল্টি।'

'দেখে তো খাসা লাগছে।'

'খাসাই হবে।'

কাপ দুটো চকলেটের চূড়া তোলা ঘূর্ণীতে ভরা। গী-র গ্লাসের চূড়ায় একটা কাটা বাদাম, রোজমেরিরটায় অর্ধেক ওয়ালনাট।

'মহিলা আসলেই ভালো,' বলল রোজমেরি। 'ওকে নিয়ে মশকরা করা ঠিক হয়নি।'

'ঠিক বলেছ,' বলল গী। 'একদম ঠিক।'

মাউসটা অসাধারণ, তবে এক ধরনের খড়িমাটি টাইপের স্বাদ স্কুলের ব্ল্যাক বোর্ড আর গ্রেডের কথা মনে করিয়ে দিল রোজমেরিকে। চেষ্টা করেও খড়ি মাটি বা তেমন কোনও স্বাদ পেল না গী। দুই বার মুখে দিয়ে চামচ নামিয়ে রাখল রোজমেরি। গী বলল, 'শেষ করবে না? কি আশ্চর্য, হানি, মোটেই বাজে স্বাদ নেই।'

রোজমেরি বলল আছে।

'আহা,' বলল গী। 'বুড়ো বাদুরটা সারাদিন গরম চুলোর উপর ছিল। খেয়ে নাও।'

'কিন্তু আমার ভালো লাগছে না,' বলল রোজমেরি।

'খাসা জিনিস।'

'আমারটা খেয়ে নাও তুমি।'

ঢোক গিলল গী। 'ঠিকাছে, খেয়ো না,' বলল ও। 'তোমাকে দেওয়া মাদুলিটা পরোনি, তার ডেজার্টও না খেলেও পারো।'

দ্বিধান্বিত রোজমেরি বলল, 'দুটোর কী সম্পর্ক?'

BanglaBook.org

'দুটোই–মানে–অকৃতজ্ঞের নমুনা, ব্যস,' বলল গী। 'দুই মিনিট আগেই বললে, ওকে নিয়ে মশকরা ঠিক হচ্ছে না। এটা এক ধরনের মশকরাই, কিছু নিয়ে ব্যবহার না করা।'

'ওহ,' চামচ তুলে নিল রোজমেরি। 'এটা শেষে একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালে–' চামচ ভর্তি করে মুখে ঠেসে দিল ও।

'এটা বিরাট ব্যাপার হবে না,' বলল গী। 'দেখ, সহ্য করতে না পারলে খেয়ো না।'

'দারুণ,' মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল রোজমেরি, আরেক চামচ নিল। 'কোনওই বাজে স্বাদ নেই। রেকর্ডটা উল্টে দাও।'

উঠে দাঁড়াল গী। এগিয়ে গেল রেকর্ড প্লেয়ারের দিকে। কোলের উপর ন্যাপকিনটা দুভাঁজ করে সেখানে দুই চামচ মাউস ফেলে দিল রোজমেরি, তারপর হিসাব মেলাতে আরও আধা চামচ ফেলল । ন্যাপকিনটা বন্ধ করে আস্তে আস্তে গ্লাসের ভেতরটা পরিষ্কার করল, টেবিলে ফিরে এল গী। 'এই যে, বাবা,' বলল, কাপটা ওর দিকে বাঁকা করে ধরল। 'এবার চার্টে গোল্ড স্টার পাব?'

'দুটো,' বলল গী। 'কড়া কথা বলে থাকলে দুঃখিত।'

'বলেছ।'

'দুঃখিত,' হাসল সে।

রাগ কমল রোজমেরির। 'মাফ করে দেওয়া হলো,' বলল ও। 'বয়স্কা মহিলার জন্যে তোমার দরদ দেখে ভালো লাগল। তার মানে আমি বুড়ো হলে আমার দিকেও দরদ দেখাবে।'

কফি অ্যান্ড ক্রিম দে মেন্থে খেল ওরা।

'বিকেলে মার্গারেট ফোন করেছিল,' বলল রোজমেরি।

'মার্গারেট?'

'আমার বোন।'

'অ। সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। আমার কিছু হয়েছে ভেবে ভয় পেয়েছিল। কেমন জানি নাকি লাগছিল ওর।'

'আচ্ছা?'

'আমাদের আজ ঘরে থাকতে বলেছে।'

'ধ্যাৎ। আমি নেডিক'স-এ অরেঞ্জ রুমে রিজার্ভেশন করেছি।'

BanglaBook.org

'ক্যানসেল করতে হবে।'

'তোমার গোটা পরিবার যেখানে পাগল সেখানে তুমি সুস্থ হলে কীভাবে?'

রান্না ঘরে ন্যাপকিন থেকে অভুক্ত মাউস ড্রেইনে ফেলার সময় প্রথমবারের মতো ঝিমুনির ধাক্কাটা আক্রমণ করল রোজমেরিকে। মুহূর্তের জন্যে দুলে উঠল ও, চোখ পিটপিট করে ভুরু কোঁচকালো। ডেন থেকে গী বলল, 'ব্যাটা এখনও পৌঁছেনি। খোদা, কী ভীড়।' ইয়াঙ্কি স্টেডিয়োমে খেলা।

'এখুনি আসছি আমি,' বলল রোজমেরি।

মাথা নেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে ন্যাপকিনগুলো টেবিল ক্লথের ভেতর ভাঁজ করে রেখে আস্ত বান্ডিলটা হ্যাম্পারের জন্যে একপাশে সরিয়ে রাখল ও। ড্রেইনে স্টপার বসিয়ে গরম পানি ছেড়ে দিল, খানিকটা জয় ঢেলে ডিশ আর প্যান ভরতে শুরু করল। সকালে ধোবে ও, সারারাত পানি শুষে নিক।

ডিশ টাওয়েল ঝুলিয়ে রাখার সময় এল দ্বিতীয় দফা হামলাটা। দীর্ঘস্থায়ী হলো এবার। ধীরে ধীরে কামরাটা পাক খেয়ে উঠল, পা দুটো শরীরের নিচ থেকে সরে যাবার দশা হলো প্রায়। সিঙ্কের কিনারা আঁকড়ে সামলে নিল ও।

ব্যাপারটা মিটে যাবার পর বলল, 'ওহ, খোদা।' দুটো গিবসন, দুই গ্লাস ওয়াইন (নাকি তিনটা ছিল?) আর ক্রিম দে মিন্থে যোগ করল। অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ডেনের দরজার দিকে পা বাড়াল ও, এক হাত ডোর নবে আর অন্য হাতে চৌকাঠ ধরে ঝিমুনির পরের ধাক্কাটা সামাল দিল ও।

'কী ব্যাপার?' উদ্বিগ্নভাবে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল গী।

'ঝিমুনি হচ্ছে,' হেসে বলল রোজমেরি।

টিভি বন্ধ করে ছুটে এল গী। ওর হাত ধরে কোমর জড়িয়ে ধরল। 'অবাক হওয়ার কিছু নেই,' বলল সে। 'এত পাগলা-পানি খেলে। তোমার পেটটাও সম্ভবত খালি ছিল।'

শোবার ঘরে আসতে ওকে সাহায্য করল গী। ওর পাজোড়া ভাঁজ হয়ে যেতেই কোলে তুলে নিয়ে বাকি পথ বয়ে আনল। ওকে বিছানায় শুইয়ে পাশে বসল, ওর একটা হাত তুলে নিয়ে সহানুভূতির সাথে কপালে হাত বোলাতে লাগল। চোখ বুজল রোজমেরি। বিছানাটা যেন একটা ভেলা, মৃদু

ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে, আরাম লাগছে। 'চমৎকার,' বলল ও।

'তোমার ঘুমোনো দরকার,' কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল গী। 'রাতে ভালো একটা ঘুম।'

'আমাদের বাচ্চা নিতে হবে।'

'নেব। কাল। অনেক সময় আছে।'

'ম্যাস ফস্কে গেল।'

'ঘুমাও। ভালো করে রাতটা ঘুমিয়ে কাটাও। ঘুমাও...'

'একটু তন্দ্রা,' বলল রোজমেরি।

প্রেসিডেন্ট কেনেডির ইয়াটে মদের গ্লাস হাতে বসে আছে ও। রোদেলা, হাওয়া খেলা দিন। সমুদ্র যাত্রার আদর্শ পরিবেশ। একটা বিশাল ম্যাপ পরখ করতে করতে এক নিগ্রো মেটকে তীর্যক ও ওয়াকিবহাল নির্দেশ দিচ্ছেন।

ওর পাজামার উর্ধ্বাংশ খুলে নিয়েছে গী। 'খুলছ কেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তোমাকে আরও আরাম দেওয়ার জন্যে,' বলল সে।

'এমনিতেই আরামেই আছি।'

'ঘুমাও, রো।'

ওর পাশের স্ন্যাপগুলো খুলে নিচের অংশটুকুও খুলে নিল সে। ও ঘুমিয়ে গেছে ভেবেছে, জানল না। ওর পরনে এখন একটা লাল বিকিনি ছাড়া কিছুই নেই, কিন্তু ইয়াটের অন্য মহিলারাও–জ্যাকি কেনেডি, প্যাট লফোর্ড আর সারাহ চার্চচিল–বিকিনি পরে আছেন, তার মানে ঠিকই আছে, খোদাকে ধন্যবাদ। নেভি ইউনির্ফম পরেছেন প্রেসিডেন্ট। গুলির আঘাত থেকে পুরোপুরি সেরে উঠেছেন তিনি, আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। হাতে আবহাওয়া পূর্বাভাসের একগাদা যন্ত্রপাতি নিয়ে ডকে দাঁড়িয়ে আছে হাচ। 'হাচ আসছে না আমাদের সাথে?' প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

'শুধু ক্যাথলিকরা যেতে পারবে,' হেসে বললেন তিনি। 'আমাদের এসব কুসংস্কার থাকা উচিত না, কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে আছে।'

'কিন্তু সারাহ চার্চিলের কী হবে?' জানতে চাইল রোজমেরি। ইশারা করার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ও, কিন্তু সারাহ চার্চিল চলে গেছেন, তার জায়গায় রয়েছে ওর পরিবার। মা, বাবা, সবাই–স্বামী, স্ত্রী, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। মার্গারেট অন্তসত্তা; জোয়ান, ডোডি আর আরনেস্টাইনেরও একই অবস্থা।

BanglaBook.org

ওর বিয়ের আংটি খুলে নিচ্ছিল গী। কারণ কি, ভাবল ও। কিন্তু জিজ্ঞেস করার শক্তি নেই। 'ঘুমাও,' বলে ঘুমিয়ে গেল ও।

সিস্টিন চ্যাপেল প্রথমবারের মতো সাধারণ দর্শকদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আঁকার সময় মিকেলেঞ্জেলো যেভাবে দেখেছিলেন সেভাবেই দেখা সম্ভব করে তোলা দর্শনার্থীদের খাড়া চ্যাপেলের ভেতর নিয়ে যাওয়া একটা নতুন এলিভেটরে চেপে ছাদ পরখ করছিল ও। কী অসাধারণ! আদমের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর, দেখতে পাচ্ছে ও। স্বর্গীয় প্রাণের স্ফুলিঙ্গ দিচ্ছেন তাঁকে। লিনেন ক্লোজিটের ভেতর দিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়ার সময় গিংহ্যাম কন্ট্যাক্ট পেপারে আংশিক ঢাকা একটা শেফের নিচের দিকটা দেখতে পেল। 'আস্তে,' বলল গী। আরেকজন লোক বলল, 'ওকে বেশী উপরে তুলে ফেলেছ।'

'টাইফুন!' অসংখ্য আবহাওয়া পূর্বাভাসের সরঞ্জামের ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল হাচ। 'টাইফুন! লন্ডনে পঞ্চাশ জন লোককে মেরেছে ওটা, এখন আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে!' সে ঠিকই বলেছে, বুঝতে পারল রোজমেরি। প্রেসিডেন্টকে সাবধান করে দিতে হবে। বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে জাহাজটা।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নেই। কেউ নেই। ডকটা অসীম, বিরান। অনেক অনেক দূরে। নিগ্রো মেট অটলভাবে কোর্সে হুইল স্থির করে রেখেছে।

ওর দিকে এগিয়ে গেল রোজমেরি, অমনি বুঝে গেল লোকটা শাদাদের ঘৃণা করে, ওকেও ঘৃণা করে। 'তুমি বরং নিচে যাও, মিস,' ভদ্রতার সাথে তবে সঘৃণায় বলল সে। ওর জানানো সতর্ক সঙ্কেতে কান দিল না।

নিচে একটা বিশাল বলরুমের একপাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা চার্চ, আরেকপাশে কালো দাড়িঅলা একলোক ওর দিকে চোখ রাঙিয়ে চেয়ে আছে। ঠিক মাঝখানে একটা খাট। খাটের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল ও। সহসা জনা দশবার নগ্ন নারী-পুরুষে ঘেরাও হয়ে গেল। গীও আছে ওদের ভেতর। বয়স্ক ওরা, মহিলারা ভুতুড়ে ধরনের, বুক ঝুলে পড়েছে। মিনি ও তার বন্ধু লরা-লুইজিও আছে, কালো মিটার আর কালো সিল্কের জোব্বা গায়ে রোমান। একটা সরু কালো কাঠি দিয়ে ওর পেটে নকশা আঁকছে। শাদা গোঁফঅলা এক লোক লাল তরল ভর্তি একটা পাত্র ধরে রেখেছে, কাঠির ডগা সেটায় ভিজিয়ে নিচ্ছে সে। ওর পেটের উপর ওঠানামা করছে

BanglaBook.org

কাঠিটা, ওর উরুর ভেতর সুড়সুড়ি দিচ্ছে। নগ্ন লোকগুলো গান গাইছে, বিরস, বেসুরো, বিদেশী ভাষার শব্দ–বাঁশী বা ক্লারিনেট সুর মেলাচ্ছে। ‘জেগে আছে, জেগে আছে!’ মিনিকে ফিসফিস করে বলল গী। বড় বড় চোখে উত্তেজনা ঝরে পড়ছে তার। ‘দেখতে পাচ্ছে না,’ বলল মিনি। ‘যতক্ষণ মাউস খাচ্ছে শুনতে বা দেখতে পাবে না। মরার মতোই। এবার গাও।’

মুক্তোর এম্ব্রয়ডারি করা অসাধারণ একটা আইভরি সাটিনের গাউন পরে বলরুমে এলো জ্যাকি কেনেডি। ‘তোমার ভালো লাগছে না শুনে খারাপ লাগল,’ দ্রুত রোজমেরির পাশে এসে বললেন।

ইঁদুরের কামড়ের কথা খুলে বলল রোজমেরি, তবে কেনেডি যাতে উদ্বিগ্ন না হন সেজন্যে সংক্ষিপ্ত করল।

‘তুমি বরং পাজোড়া বেঁধে নিতে বলো,’ বললেন জ্যাকি। ‘যদি খিঁচুনী হয়।’

‘হ্যাঁ, মনে হয়,’ বলল রোজমেরি। ‘র‍্যাবিড হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে।’ শাদা স্মোক পরা ইন্টার্নরা ওর পা বাঁধার সময় আগ্রহের সাথে দেখতে লাগল ও। খাটের চার পায়ার সাথে ওর হাত-পা বেঁধে ফেলল।

‘বাজনায় তোমার অসুবেধে হলে,’ বললেন জ্যাকি, ‘আমাকে বলো, থামাচ্ছি।’

‘আরে না,’ বলল রোজমেরি। ‘আমার জন্যে কিছু বদলাবেন না। মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না, সত্যি।’

ওর উদ্দেশ্যে উষ্ণ হাসলেন জ্যাকি। ‘ঘুমানোর চেষ্টা করো,’ বলল সে। ‘আমরা ডেকে অপেক্ষা করছি।’

চলে গেলেন তিনি। ফিসফিস শব্দ তুলল তাঁর সাটিন গাউন।

খানিকক্ষণ ঘুমাল রোজমেরি। তারপর গী এসে ওর সাথে মিলিত হলো। দুহাতে ওকে সোহাগ করতে লাগল সে, ওর বেঁধে রাখা ডান কব্জিতে শুরু হওয়া দীর্ঘ একটা পরশ, বাহু, বুক হয়ে কুঁচকির উপর দিয়ে নেমে দুপায়ের মাঝখানে এক ভীষণ সুড়সুড়ির সৃষ্টি করল। বারবার উত্তেজনাকর স্পর্শের পুনরাবৃত্তি করতে লাগল সে। ওর তীক্ষ্ণ নখঅলা হাত তেতে আছে; এবং তারপর যখন ও তৈরি হয়ে গেল, তৈরির চেয়েও বেশী সে। ওকে ধরে রাখার জন্যে অন্যহাতটা শরীরের নিচে পিছলে যাচ্ছে। ওর

BanglaBook.org

বিশাল বুক ঘষা খাচ্ছে ওর বুকে। (কস্টিউম পার্টি হওয়ায় ওর পরনে কর্কশ চামড়ার বর্ম)। চোখ মেলে তাকাল ও, হলুদ ফার্নেসের মতো চোখজোড়ার দিকে তাকাল, সালফার আর টানিস রুটের গন্ধ পেল, মুখের উপর ভেজা নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেল। দর্শকদের কামনা-ভরা গোঙানি আর শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ কানে এল।

এটা কোনও স্বপ্ন নয়, ভাবল ও। বাস্তব, ঘটছে। ওর চোখে, কণ্ঠে প্রতিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু একটা কিছু ওর মুখ ঢেকে ফেলল, ঘামে ভেজা গন্ধ ভরিয়ে দিল ওকে।

বারবার ওর উপর লুটিয়ে পড়ছে চামড়া সর্বস্ব শরীরটা।

স্যুটকেস হাতে হাজির হলেন পোপ, কোটটা হাতে রাখা। 'জ্যাকি বললেন তোমাকে নাকি ইঁদুর কামড়েছে,' বললেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বলল রোজমেরি। 'সেজন্যেই আপনাকে দেখতে যেতে পারিনি।' বিষণ্ন কণ্ঠে কথা বলছে ও, যাতে ওর এইমাত্র অরগাজম হওয়ার কথা তিনি টের না পান।

'তাতে অসুবিধে নেই,' বললেন তিনি। 'আমরা চাই না তোমার স্বাস্থ্যের হানি হোক ।'

'আমাকে কি মাফ করা হয়েছে, ফাদার?' জানতে চাইল ও।

'অবশ্যই,' বললেন তিনি। হাত বাড়িয়ে আংটিতে চুমু খেতে দিলেন ওকে। এক ইঞ্চিরও কম ডায়ামিটারের একটা রূপালি নকশাতোলা বল ওটার পাথরটা, ভেতরে ছোট্ট আনা মারিয়া অ্যালবারগেতি অপেক্ষা করছে।

চুমু খেল রোজমেরি। প্লেন ধরতে দ্রুত বিদায় নিলেন পোপ।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

'এই, নয়টা বেজে গেছে,' ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল গী।

ওর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উপুড় হয়ে শুলো রোজমেরি। 'আর পাঁচ মিনিট,' বলে বালিশে মুখ দাবাল।

'না,' ওর চুল ধরে টেনে বলল গী। 'দশটায় ডমিনিকের ওখানে যেতে হবে আমাকে।'

'খেয়ে নাও।'

'ধেত্তের,' কম্বলের উপর ওর পিঠে আঘাত করল সে।

সবকিছু ফিরে এল আবার: স্বপ্ন, মদ, মিনির চকলোট মাউস, পোপ, স্বপ্ন না দেখার ভয়ঙ্কর সেই মুহূর্ত। চিত হয়ে হাতের উপর ভর দিয়ে বসল ও। গী-র দিকে চেয়ে আছে। সিগারেট ধরাচ্ছে সে, ঘুমের কারণে অগোছাল, শেভ জরুরি হয়ে পড়েছে। পাজামা পরে আছে। ও নিজে নগ্ন।

'কয়টা বাজে?' জানতে চাইল ও।

'নয়টা দশ।'

'ঘুমিয়েছিলাম কখন?' সোজা হয়ে বসল ও।

'সাড়ে আটটার দিকে,' বলল গী। 'তুমি ঘুমাওনি, হানি, বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে। এখন থেকে তুমি স্রেফ ককটেইল বা ওয়াইন খাবে, দুটো একসাথে না।'

'স্বপ্ন দেখলাম যে,' বলে কপাল ডলতে ডলতে চোখ বুজল রোজমেরি,। 'প্রেসিডেন্ট কেনেডি, পোপ, মিনি আর রোমান...' চোখ খুলে বাম বুকে আঁচড়ের দাগ দেখতে পেল ও। সমান্তরাল দুটো চুলের মতো লাল সূক্ষ্ম রেখা। উরুতে যন্ত্রণা হচ্ছে। কম্বল সরিয়ে আরও আঁকাবাঁকা আঁচড়ের দাগ দেখতে পেল ।

'চেঁচিয়ো না,' বলল গী। 'আগেই কেটে ফেলেছি।' ছোট মসৃণ নখ দেখাল সে।

BanglaBook.org

নির্বোধের মতো ওর দিকে তাকাল রোজমেরি।

'আজরাতে বাচ্চাটাকে খোয়াতে চাইনি,' বলল সে।

'বলতে চাইছ, তুমি–'

'আমার কয়েকটা নখ একটু চোখা ছিল।'

'আমি বেহুঁশ থাকতে?'

মাথা দুলিয়ে হাসল গী। 'এক ধরনের মজা আরকি,' বলল সে। 'অনেকটা নেক্রোফিলিক টাইপের আরকি।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল রোজমেরি। হাত দিয়ে উরুর উপর কম্বল এনে দিচ্ছে। 'স্বপ্ন দেখলাম কে যেন আমাকে রেপ করছে,' বলল ও। 'কে জানি না। অমানুষের মতো কেউ।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বলল গী।

'তুমি ছিলে ওখানে, মিনি, রোমান আর আরও লোকজন...অনেকটা অনুষ্ঠানের মতো ব্যাপার ছিল।'

'তোমাকে জাগানোর চেষ্টা করেছিলাম,' বলল গী। 'কিন্তু মনে হচ্ছিল বাল্বের মতো নিভে গেছ।'

আরও দূরে সরে গেল রোজমেরি, খাটের অন্যপ্রান্তে পা নামিয়ে নেমে এলো।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল গী।

'কিছু না,' বলল রোজমেরি, বসে রইল ও, ওর দিকে তাকাচ্ছে না। 'আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় রেখে তোমার এমন একটা কাজ করাটা আমার ঠিক ভালো লাগেনি।'

'রাতটা হাতছাড়া করতে চাইনি।'

'আজ সকালে বা রাতে করা যেত। গতকাল রাতটাই সারা মাসের মধ্যে একমাত্র রাত ছিল না। আর থাকলেও...'

'আমি ভাবলাম তুমি হয়তো এটাই চাইবে,' বলে ওর পিঠের উপর আঙুল বোলাল গী।

ওর কাছ থেকে পিছলে সরে গেল রোজমেরি। 'এখানে ভাগাভাগির কথা ছিল, একজন ঘুমে থাকবে আর অন্যজন জেগে থাকবে এমন নয়,' বলল ও; তারপর, 'ওহ, মনে হয় ছেলেমানুষী করছি আমি।' উঠে হাউসকোটের জন্যে ক্লোজিটের দিকে এগিয়ে গেল ও।

'তোমাকে আঁচড়ে দিয়েছি বলে দুঃখিত,' বলল গী। 'একটু বেতাল ছিলাম আমি।'

BanglaBook.org

নাশতা বানাল রোজমেরি। গী চলে যাবার পর সিঙ্কভরা ডিশগুলো ধুলো, রান্নাঘর গোছাল। লিভিং রুম আর বেডরুমের জানালা খুলে দিল ও–গতরাতের আগুনের গন্ধ এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টে–বিছানা করে গোসল সেরে নিল, অনেকক্ষণ ধরে ভিজল ও, প্রথমে গরম পানিতে, তারপর ঠাণ্ডা। অঝোরে ঝরতে থাকা পানির নিচে টুপিহীন অটল দাঁড়িয়ে রইল, মাথা পরিষ্কার হয়ে আসার অপেক্ষা করছে, পরিষ্কার মাথায় একটা শৃঙ্খলা আর উপসংহারে পৌঁছাতে চাইছে।

গতরাতের ব্যাপারটা গী যেমন বলছে তেমনি ছিল: বেবি নাইট? এই মুহূর্তে সত্যিই প্রেগন্যান্ট ও? বিচিত্রভাবে, পরোয়া করছে না। ঠিক হোক বা না হোক, বিষণ্ন হয়ে আছে ও। ওর অজান্তেই ওকে ভোগ করেছে গী, ওর সম্পূর্ণ দেহমনের পূর্ণাঙ্গ সত্তা নয়, নিস্প্রাণ একটা শরীরের সাথে মিলিত হয়েছে (*'অনেকটা নেক্রোফিলিক টাইপের আরকি'*), এমনভাবে করেছে যে ওর সারা শরীর আঁচড়ে-কামড়ে ভরে গেছে। ক্লান্তিতে কাহিল করে দিয়েছে ওকে, আর একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন; এমন প্রবল যে এখনও রোমানের সরু কাঠি দিয়ে পেটে লাল রঙে আঁকা নকশাগুলো দেখতে পাচ্ছে। অসন্তোষের সাথে গায়ে সাবান ঘষতে লাগল ও। কাজটা খুবই ভালো একটা উদ্দেশ্যে করেছে, এটা ঠিক, সন্তান নেওয়ার জন্যে। এটাও ঠিক, ওর মতোই বেহেড মাতাল ছিল সে। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, যতই মাতাল থাকুক, ওকে এভাবে ভোগ না করলেই ভালো হতো; কেবল ওর শরীরটাকে নিয়েছে, ওর মন বা সত্তা বা নারীত্বকে নয়–সেটা যাই হোক, যাকে সে ভালোবাসে বলে মনে হয়েছে। এখন গত কয়েক সপ্তাহর কথা ভাবতে গিয়ে খেয়াল না করা কিছু সঙ্কেতের বিব্রতকর উপস্থিতি টের পাচ্ছে ও, স্মৃতির বাইরে, ওর প্রতি তার ভালোবাসায় ঘাটতির সঙ্কেত, তার কথা আর কাজে অসামঞ্জস্যতা। গী অভিনেতা; একজন অভিনেতা কখন সত্যি বলে আর কখন মিথ্যা, কেউ বলতে পারে?

এইসব ভাবনা কেবল ঝরনায় গোসল করে দূর করার নয়। পানির ধারা বন্ধ করে দুহাতে ধোঁয়া ওঠা চুল চেপে পানি ঝরাল।

কেনাকাটা করতে বাইরে যাবার পথে ক্যাস্টেভেতদের দরজায় বেল বাজাল ও। মাউসের কাপগুলো ফিরিয়ে দিল। 'ভালো লেগেছে?' জানতে চাইল মিনি। 'মনে হয় একটু বেশী ক্রিম দে কোকোয়া দিয়েছিলাম আমি।'

'খাসা হয়েছে,' বলল রোজমেরি। 'আমাকে রেসেপি দিতে হবে আপনাকে।'

BanglaBook.org

'খুশি হয়েই দেব। বাজারে যাচ্ছ? একটা ছোট্ট উপকার করবে? ছয়টা ডিম আর একটা ছোট ইন্সট্যান্ট সাঙ্কা এনে দেবে; পরে তোমাকে টাকা দিয়ে দেব? দুএকটা জিনিসের জন্যে বেরুতে ইচ্ছে করে না, তুমিও তো তাই, নাকি?'

ওর সাথে এখন গী-র একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে সে সজাগ নয় বলেই মনে হয়। পয়লা নভেম্বর ওর নাটকের থিয়েটার মহড়া শুরু হতে যাচ্ছে–*ডোন্ট আই নো ইউ ফ্রম সামহোয়্যার?*–ওটার নাম। নিজের চরিত্র বুঝতে, চরিত্র অনুযায়ী ক্রাচ আর লেগ-ব্রেস ব্যবহার শিখতে এবং নাটকের পটভূমি ব্রংক্সের হাইব্রিজ এলাকা সফরের পেছনে প্রচুর সময় দিচ্ছে। বন্ধুদের সাথেই বেশী ডিনার করছে ওরা, নইলে আসবাবপত্র আর যেকোনও মুহূর্তে অবসান ঘটতে যাওয়া পত্রিকার ধর্মঘট আর ওয়ার্ল্ড সিরিজ নিয়ে মামুলি কথাবার্তা বলে। একটা নতুন মিউজিক্যাল আর একটা নতুন ছবির প্রিভিউতে, বিভিন্ন পার্টি আর এক বন্ধুর মেটাল কন্ট্রাকশনের প্রদর্শনীতে গেল ওরা। গী যেন ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। সব সময়ই চিত্রনাট্য দিখছে নয়তো টিভি বা অন্য কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকছে। ও শুতে আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়ছে। এক সন্ধ্যায় ক্যাস্তেভেতদের ওখানে গেল ও রোমানের মুখে আরও থিয়েটারের গল্প শুনতে, অ্যাপার্টমন্টে রয়ে গেল রোজমেরি, টিভিতে *ফানি ফেইস* দেখল।

'আমাদের এব্যাপারে কথা বলা দরকার মনে করো?' পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে জানতে চাইল ও।

'কোন ব্যাপারে?'

ওর দিকে তাকাল রোজমেরি। সত্যিই জানে না বলেই মনে হচ্ছে। 'আমাদের কথাবার্তার ব্যাপারে,' বলল ও।

'কী বলতে চাইছ?'

'তুমি যে আর আমার দিকে তাকাচ্ছ না।'

'কীসের কথা বলছি আমরা? আমি তো তোমার দিকেই তাকিয়ে আছি।'

'না, নেই।'

'হ্যাঁ, হানি। ব্যাপার কী? ব্যাপারটা কী?'

'কিছু না। বাদ দাও।'

BanglaBook.org

'না, একথা বলো না। ব্যাপারটা কী? কী নিয়ে চিন্তা করছ?'

'কিছু না।'

'আহা, দেখ, হানি। জানি চরিত্র, সি/কিউ আর ক্রাচের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে খানিকটা ব্যস্ত আছি আমি, এটা নিয়ে? বেশ, বোঝার চেষ্টা করো, রো, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, জানে তো? কিন্তু, স্রেফ সারাক্ষণ তোমার দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি না বলে এই না যে তোমাকে আমি ভালোবাসি না। আমাকে বাস্তব বিষয়আশয় নিয়ে ভাবতে হয় বৈকি।' *বাস স্টপে* ওর কাউবয়ের ভূমিকায় অভিনয় করার মতো সজাগ, মুগ্ধকর, আন্তরিক।

'ঠিকাছে,' বলল রোজমেরি। 'নিজের ক্ষুদ্রতা দেখানোয় দুঃখিত।'

'তুমি? চেষ্টা করলেও তো ছোটলোকি করতে পারবে না।'

টেবিলের উপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে ওকে চুমু খেল সে।

ব্রিওয়েস্টারের কাছে হাচের একটা কেবিন আছে, এখানে মাঝে মাঝে এসে উইক এন্ড কাটায় সে। রোজমেরি ফোন করে জানতে চাইল তিন-চার দিন বা সম্ভব হলে সপ্তাহ খানেকের জন্যে ওটা ব্যবহার করতে পারবে কিনা। 'গী একটা নতুন চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছে,' বলল ও। 'আমি কাছেপিঠে না থাকলেই ওর জন্যে ভালো হবে মনে হয়।'

'ধরে নাও ওটা তোমার,' বলল হাচ। চাবি নিতে রেক্সিংটন অ্যাভিনিউ ও টুয়েন্টি-ফোর্থ স্ট্রিটে হাচের অ্যাপার্টমেন্টে গেল রোজমেরি।

প্রথমে একটা ডেলিকেটসিনে এলো ও, এ পাড়ায় আসার পর থেকেই ওর পরিচিত এখানকার ওয়েইটাররা; তারপর হাচের ছোট পিনের মতো ঝকঝকে অ্যাপার্টমেন্টে এলো। উইন্সটন চার্চিলের একটা ছবি খোদাই করা এখানে, আর মাদাম পোম্পিদুর মালিকানায় থাকা একটা সোফা। দুটো ব্রিজ টেবিলের মাঝখানে বসেছিল হাচ, প্রত্যেকটার উপরই পত্রিকা আর কাগজের স্তূপ। একসাথে দুটো বই লেখাই ওর অভ্যাস, একটায় কোথাও আটকে গেলে দ্বিতীয়টায় হাত দেয়, আবার দ্বিতীয়টায় আটকে গেলে প্রথমটায় ফিরে আসে।

'আমি সত্যি এটাই চাইছিলাম,' মাদাম পোম্পিদুর সোফায় বসতে বসতে বলল রোজমেরি। 'সহসা আমার মনে হয়েছে সারা জীবনই একা আমি–মাত্র কয়েকটা ঘণ্টামাত্র নয়। তিন বা চার দিনের বুদ্ধিটা স্বর্গের মতো।'

BanglaBook.org

‘তুমি কে, কোথায় ছিলে আর কোথায় যাচ্ছ–এসব নিয়ে ভবাববার একটা সুযোগ।’

‘ঠিক।’

‘ঠিকাছে, জোর করে হাসি ফুটিয়ে রাখতে হবে না,’ বলল হাচ। ‘তোমাকে ল্যাম্প দিয়ে মেরেছে ও?’

‘কোনও কিছু দিয়েই মারেনি ও,’ বলল রোজমেরি। ‘চরিত্রটা খুবই কঠিন, নিজেকে পঙ্গুত্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ভান করছে, এমন এক খোঁড়া ছেলের কাহিনী। ক্রাচ আর লেগ-ব্রেস নিয়ে কাজ করতে যায় সে, কিন্তু মনে মনে দারুণ চিন্তিত থাকে।’

‘আচ্ছা,’ বলল হাচ। ‘এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে যাব আমরা। স্ট্রাইকের সময় আমাদের ফস্কে যাওয়া সব বিভৎসতারর বিশ্লেষণ ছিল খবরে। হ্যাপি হাউসে আরেকটা আত্মহত্যার ঘটনার কথা বলছ না কেন?’

‘ও, বলিনি তোমাকে?’ জানতে চাইল রোজমেরি।

‘না, বলোনি,’ বলল হাচ।

‘আমাদের পরিচিত একজন। মেয়েটার কথা তোমাকে বলেছিলাম। ড্রাগ এডিক্ট ছিল, ক্যাস্তেভেতরা ওকে অশ্রয় দিয়েছিল। আমাদের ফ্লোরেই থাকে এরা। নিশ্চয়ই ওদের কথা তোমাকে বলেছি।’

‘তোমার সাথে যে মেয়েটির বেসমেন্টে যেত?’

‘ঠিক ধরেছ।’

‘তবে খুব সফলভাবে বোধ হয় ওকে সারিয়ে তুলতে পারেনি ওরা।

‘ওদের সাথেই থাকত?’

‘হ্যাঁ,’ বলল রোজমেরি। ‘ঘটনার পর থেকে ওদের সাথে বেশ ভালো জানাশোনা হয়েছে আমাদের। থিয়েটারের গল্প শুনতে প্রায়ই ওখানে যায় গী। মিস্টার ক্যাস্তেভেতের বাবা শতাব্দীর শুরুর দিকের প্রযোজক ছিল।’

‘গী আগ্রহী হবে ভাবাটা ঠিক হয়নি,’ বলল হাচ। ‘ধরে নিচ্ছি বয়স্ক দম্পতি?’

‘ভদ্রলোকের বয়স উনআশি, মহিলার সত্তরের মতো।’

‘নামটা প্রাচীন,’ বলল হাচ। ‘বানানটা কী রকম?’

বানান করল রোজমেরি।

‘কখনওই শুনিনি,’ বলল হাচ। ‘মনে হয় ফ্রেঞ্চ।’

BanglaBook.org

‘নাম হলেও ওরা নয়,’ বলল রোজমেরি। ‘এখানকারই লোক সে। আর মহিলার বাড়ি ছিল–বিশ্বাস করো আর নাই করো–বুশিহেড, ওকলাহোমা।’

‘হায় খোদা,’ হাচ বলল। ‘একটা বইতে কাজে লাগাব এটা। কোথায় লাগাতে হবে জানা আছে আমার। এবার বলো, কীভাবে কেবিনে যাবার পরিকল্পনা করছ তুমি? গাড়ি তো লাগবেই।’

‘ভাড়া নিয়ে নেব।’

‘আমারটা নাও।’

‘আরে না, হাচ, পারব না।’

‘দয়া করে নিয়ে যাও,’ বলল হাচ। ‘ওটা এপাশ থেকে ওপাশে সরানো ছাড়া আর কিছুই করি না, প্লিজ। তাতে অনেক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাব।’

হাসল রোজমেরি। ‘ঠিকাছে,’ বলল ও। ‘গাড়িটা নিয়ে তোমার উপকার করব আমি।’

ওকে গাড়ি আর কেবিনের চাবি দিল হাচ। যাবার পথের একটা ম্যাপও এঁকে দিল। পাম্প, রেফ্রিজারেটরসহ বেশ কিছু জরুরি বিষয়ে কিছু কথা লিখে দিল ওকে। তারপর কোট আর জুতো পরে ওকে নিয়ে গাড়ি রাখার জায়গায় চলে এলো–একটা পুরোনো হাল্কা নীল রঙের ওল্ডসমোবাইল। ‘গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র পাবে,’ বলল সে। ‘যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারো। গাড়ি বা কেবিন নিয়ে আমার সহসা কোনও কিছু করার ইচ্ছে নেই।’

‘এক সপ্তাহের বেশী যে থাকছি না, এটা নিশ্চিত,’ বলল রোজমেরি। ‘গী হয়তো অত লম্বা সময় থাকতে দেবেও না।’

ও গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর জানালা দিয়ে ঝুঁকে এলো হাচ, বলল, ‘তোমাকে দেওয়ার মতো অনেক উপদেশ থাকলেও নিজের চরকায় তেল দেব আমি, তাতে মরেও গেলেও।’

ওকে চুমু খেল রোজমেরি। ‘ধন্যবাদ,’ বলল ও। ‘সবকিছুর জন্যে।’

১৬ই অক্টোবর শনিবার সকালে চলে গেল ও। কেবিনে রইল পাঁচ দিন। প্রথম দুই দিন এক মুহূর্তের জন্যেও গী-র কথা ভাবল না ও–ওর বিদায়ের কথা শুনে ওর খুশি হওয়ার জুৎসই জবাব। ওকে দেখে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে

BanglaBook.org

বলে মনে হয়েছিল? ঠিক আছে, বিশ্রামই নেবে ও, লম্বা বিশ্রাম, একবারও ভাববে না ওর কথা। চোখ ধাঁধানো হলুদ-কমলা জঙ্গলে হেঁটে বেড়াল ও, রাতে বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল, ঘুমাল অনেক বেলা পর্যন্ত, দফনে দ্যু মরিয়ের লেখা *ফ্লাইট অভ দ্য ফ্যালকন* পড়ল। বোতলের গ্যাসের চুলোয় গ্লুটোন'স খাবার রান্না করল। একবারও গী-র কথা মনে আনল না।

তৃতীয় দিন ওর কথা ভাবল ও। কুটিল, আত্মকেন্দ্রিক, অগভীর এবং ছলনাময়। সঙ্গী নয়, দর্শক হিসাবে ওকে বিয়ে করেছে। (ওমাহা থেকে উঠে আসা পিচ্চি মেয়ে, কী গুপই (?) না ছিল ও! 'ওহ, বহু অভিনেতা দেখেছি। প্রায় এক বছর হয় এখানে এসেছি)। ওকে ভালো স্বামী হতে এক বছর সময় দেবে ও, যদি না পারে, চলে যাবে, ওর মনে কোনও ধর্মীয় দ্বিধা থাকবে না। মাঝের সময়টায় আবার কাজে ফিরে যাবে। আবার সেই স্বাধীনতা আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার বোধটুকু ফিরে পাবে, যেটা থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিল। শক্তিশালী, গর্বিত হয়ে উঠবে ও, যাতে গী ওর মানে উঠে আসতে না পারলে বিদায় নিতে তৈরি থাকতে পারে।

গ্লুটোন খাবার-পুরুষালী সাইজের গরুর মাংসের স্ট্যুর ক্যান আর শীতল কন কার্নে বেইমানি শুরু করল ওর সাথে। তৃতীয় দিন বমি বমি লাগতে শুরু করল ওর। স্যুপ আর ক্র্যাকার ছাড়া কিছুই মুখে তুলতে পারল না।

চতুর্থ দিন ঘুম থেকে জেগেই গী-র কথা মনে পড়ে গেল, কাঁদল ও। এই হিমশীতল গ্রামের কেবিনে একাকী কী করছে ও? কী এমন খারাপ কাজ করেছে গী? মাতাল অবস্থায় বিনা অনুমতিতে ওকে গ্রহণ করেছে। এটা কি দুনিয়া কাঁপানো অপরাধ? ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সে, আর ও কিনা সাহায্য করার জন্যে পাশে না থেকে, ওকে উৎসাহ না যুগিয়ে অজানা অচেনা জায়গায় বসে আছে। নিজেকে অসুস্থ করে তুলছে, নিজের জন্যে দুঃখ বোধ করছে। নিঃসন্দেহে নীচ আর আত্মকেন্দ্রিক সে; অভিনেতা সে, তাই না? লরেন্স অলিভারও হয়তো বা নিচ আর আত্মকেন্দ্রিক ছিল। আর হ্যাঁ , যখন তখন মিথ্যা বলত হয়তো; কিন্তু সেটাই কি ওকে আকৃষ্ট করেনি?– ওর নিজস্ব বন্দী স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ উল্টো ওই মুক্তি আর নির্লিপ্ততা?

BanglaBook.org

গাড়ি নিয়ে ব্রিওয়েস্টারে এসে ওকে ফোন করল ও। বন্ধুসুলভ সার্ভিসে জবাব এল: 'ও, কী খবর, গ্রাম থেকে ফিরে এসেছ? গী বাড়ি নেই।

আমাকে বলতে পারো? পাঁচটায় ওকে ফোন করবে, ঠিক আছে। নিশ্চয়ই চমৎকার আবহাওয়া ওখানে। ভালো লাগছে? ভালো।'

পাঁচটায়ও বাড়ি ফিরল না সে, মেসেজটা ওর অপেক্ষা করছে। এক ডাইনারে খেয়ে একটা মুভি থিয়েটারে গেল ও। রাত নয়টায়ও ফেরেনি গী। সার্ভিসে নতুন একজন ওর জন্যে যান্ত্রিক বার্তা দিল। পরদিন সকাল আটটার আগে বা সন্ধ্যা ছয়টার পরে ফোন করতে হবে।

পরদিন সকালে যেন পরিস্থিতির যৌক্তিক ও বাস্তবভিত্তিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি পেল ও। দুজনেরই দোষ আছে, গী ওকে নিয়ে এতটুকু ভাবেনি, নিজেকে নিয়ে ছিল; আর ও প্রকাশ্যে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে না পারলে ও বদলাবে না। ওকে কথা বলতে হবে–না ওদের কথা বলতে হবে, কারণ হয়তো ওর মনেও একই রকম অসন্তোষ কাজ করতে পারে, যার সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ওর। এর উন্নতি ঘটানো ছাড়া উপায় নেই। সৎ খোলামেলা আলাপের বদলে নীরবতা থেকে আরও অনেক অসুখের মতো এরও সূচনা ঘটেছে।

ঠিক ছয়টায় ব্রিওয়েস্টারে এসে ফোন করল ও। পাওয়া গেল ওকে। 'কী খবর, ডার্লিং,' বলল গী। 'কেমন আছো?'

'ভালো। তুমি কেমন?'

'ভালো। তোমার কথা মনে পড়ে।'

ফোনেই হাসল রোজমেরি। 'আমারও তাই,' বলল ও। 'কাল ফিরছি আমি।'

'খুবই ভালো কথা,' বলল সে। 'এখানে যে কত কীর্তি ঘটছে। জানুয়ারি পর্যন্ত মহড়া স্থগিত হয়ে গেছে। ওরা এখনও ছোট মেয়েটার চরিত্রে কাউকে পায়নি। অবশ্য আমার জন্যে একটু সুবিধাই হয়েছে। আগামী মাসে একটা পাইলট করতে যাচ্ছি আমি। আধ ঘণ্টার কমেডি সিরিজ।'

'তাই?'

'আমার কোলে এসে পড়েছে, রো। সত্যিই ভালো চরিত্র বলে মনে হচ্ছে। এবিসি আইডিয়া নিয়েছে। নাম *গ্রিনউইচ ভিলেজ*। ওখানেই শুটিং হবে। আমি আত্মকেন্দ্রিক একজন লেখক। প্রধান চরিত্রই বলা যায়।'

'সত্যি, দারুণ খবর, গী!'

'অ্যালান বলছে হঠাৎ করে খুবই বেড়ে গেছে আমার চাহিদা।'

'দারুণ!'

'শোনো। আমাকে গোসল সেরে শেভ করতে হবে। একটা স্ক্রিনিংয়ে নিয়ে যাচ্ছে ও, স্ট্যানলি কুবরিক থাকবে ওখানে। তুমি কখন ফিরছ?'

'দুপুরের দিকে। আগেও হতে পারে।'

'আমি অপেক্ষায় থাকব। তোমাকে ভালোবাসি।'

'তোমাকেও!'

হাচকে ফোন করল ও। নেই সে। সার্ভিসে পরদিন সকালে গাড়িটা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে রাখল।

পরদিন সকালে কেবিন পরিষ্কার করল ও। ওটা বন্ধ করে তালা মেরে গাড়ি নিয়ে শহরে ফিরে এলো। তিনটা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে স মিল রিভার পার্কওয়ের ট্রাফিকে জট লেগে গেছে। ও যখন ব্র্যামফোর্ডের সামনে বাসস্টপে অর্ধেক বাইরে–অর্ধেক ভেতরে রেখে গাড়ি পার্ক করল তখন প্রায় একটা বাজে। ছোট স্যুটকেস হাতে দ্রুত পায়ে বাড়িতে ঢুকল ও।

এলিভেটরম্যান গীকে নিচে নামায়নি। তবে এগারটা পনের থেকে বারটা পর্যন্ত অফ ডিউটিতে ছিল সে।

তবে ওখানেই ছিল সে। *নো স্ট্রিংস* অ্যালবামটা বাজছিল। গী-কে ডাকতে মুখ খলেছে, ঠিক তখনই পরিষ্কার শার্ট-টাই পরে বেডরুম থেকে বের হয়ে এলো সে। এঁটো কফি কাপ হাতে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

সোহাগের সাথে পরিপূর্ণভাবে চুমু খেল ওরা। হাতে কাপ থাকায় এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল ।

'ভালো কেটেছে সময়টা?' জানতে চাইল গী।

'ভয়ঙ্কর। মারাত্মক। তোমার কথা খুব মনে পড়েছে।'

'আছো কেমন?'

'ভালো। স্ট্যানলি কুবরিককে কেমন দেখলে?'

'আসেনি।'

আবার চুমু খেল ওরা।

স্যুটকেস বেডরুমে এনে বিছানার উপর রেখে খুলল রোজমেরি। দুই কাপ কফি নিয়ে এল গী। ওকে এক কাপ দিল। রোজমেরি জিনিসপত্র বের করে রাখছে, দেখতে লাগল সে। ওকে হলুদ-কমলা বন, নীরব নিথর রাতের কথা বলল ও। ওখানে কারা থাকে। গী বলল *গ্রিনউইচ ভিলেজের*

BanglaBook.org

কথা, ওতে আর কারা অভিনয় করছে, প্রযোজক, লেখক আর পরিচালক কে জানাল। 'তুমি সত্যিই ভালো আছ?' খালি কেসের যিপ লাগানোর সময় রোজমেরিকে জিজ্ঞেস করল গী। বুঝতে পারল না ও। 'তোমার পিরিয়ডের কথা বলছি,' বলল গী। 'মঙ্গলবারে শুরু হওয়ার কথা ছিল।'

'তাই?' মাথা দোলাল গী। 'বেশ, মাত্র তো দুদিন গেল,' বলল রোজমেরি, যেন কিছু এসে যায় না, যেন ওর হৃৎপিণ্ড দ্রুততর হয়ে ওঠেনি। 'ওখানে পানি, বা খাবারের পরিবর্তনের কারণে হতে পারে।'

'আগে কখনও তো দেরি হয়নি,' বলল গী।

'আজ রাতে বা কাল হয়তো শুরু হতে পারে।'

'বাজি ধরবে?'

'হ্যাঁ।'

'এক কোয়ার্টার?'

'ঠিকাছে।'

হেরে যাবে, রো।'

'চুপ করো। আমাকে উত্তেজিত করে দিচ্ছ। মাত্র দুদিন গেছে। আজ রাতেও শুরু হতে পারে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দশ

সে রাতে বা তার পরের দিনও শুরু হলো না। কিংবা তার পরদিন বা তার পরদিনও না। ধীরে সুস্থে নড়াচড়া করছে রোজমেরি, হালকা পায়ে হাঁটছে, যাতে ওর দেহের ভেতরে যাই ঠাঁই নিয়ে থাকুক না কেন সেটা খসে পড়তে না পারে।

গী-র সাথে কথা বলবে? না, পরে দেখা যাবে।

সবই অপেক্ষা করুক।

সাবধানে ঝাড়পোছ করছে ও, কেনাকাটা করছে, রাঁধছে, দম নিচ্ছে। একদিন সকালে নেমে এলো লরা-লুইজি, বার্কলিকে ভোট দিতে বলল ওকে। ওকে বিদায় করতে তাই করার কথা বলল ও।

'আমার আমার পাওনা চুকিয়ে দাও,' বলল গী।

'চোপ রাও,' গী-র বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ঝাপ্টা মেরে সরিয়ে বলল ও।

এক অবস্ট্রিশিয়ানের সাথে অ্যাপয়েনমেন্ট করে ২৮শে অক্টোবর বিষ্যুদ্বার দেখা করতে গেল ও। ভদ্রলোকের নাম ডাক্তার হিল। ওর এক বন্ধু এলিয়াস ডানস্ট্যাম সুপারিশ ওর নাম করেছে, পর পর দুদফা প্রেগন্যান্সির সময় তাকেই দেখানোর কথা বলেছে সে, সেই তাকে দেখেছে। ওয়েস্ট-সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে তার অফিস।

রোজমেরি যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে কম বয়স তার—গী-র সম বয়সী বা কমও হতে পারে। টেলিভিশনের *ডাক্তার কিল্ডারের* মতো দেখতে। লোকটাকে ওর ভালো লেগে গেল। ধীরে ধীরে আগ্রহ নিয়ে ওকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল সে। ওকে পরীক্ষা করল, তারপর সিক্সটিন্থ স্ট্রিটের একটা ল্যাবে পরীক্ষার জন্যে পাঠাল। নার্স ওর ডান হাত থেকে রক্তের নমুনা নিল।

পরদিন বিকেল সাড়ে তিনটায় ফোন করল ডাক্তার।

'মিসেস উডহাউস?'

BanglaBook.org

‘ডাক্তার হিল?’

‘হ্যাঁ, কংগ্র্যাচুলেশনস্।’

‘সত্যি?’

‘সত্যি।’

খাটের কিনারায় বসে পড়ল ও, ফোন সরিয়ে রেখে হাসছে। সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি।

‘শুনতে পাচ্ছেন?’

‘এখন কী হবে?’ জিজ্ঞেস করল ও।

‘তেমন কিছুই না। আগামী মাসে আবার আমার এখানে আসতে হবে আপনাকে। আপনাকে নাটালিন পিল দিয়েছি, খেতে শুরু করুন। দিনে একটা। আপনাকে কিছু ফরম পাঠাচ্ছি–হাসপাতালের জন্যে সেগুলো পূরণ করে দেবেন; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিজার্ভেশন নিয়ে রাখাই ভালো।’

‘কবে নাগাদ হতে পারে?’ জানতে চাইল ও।

‘একুশে সেপ্টেম্বরে আপনার শেষ পিরিয়ড হয়ে থাকলে,’ বলল ডাক্তার, ‘হিসেব বলছে আটাশে জুন।’

‘মনে হচ্ছে অনেক দিন বাকি।’

‘তা বটে। ও, আরেকটা কথা, মিসেস উডহাউস। ল্যাবের জন্যে আরেক দফা রক্তের নমুনা লাগবে। আগামীকাল সকালে বা মঙ্গলবার দিন একবার ঢুঁ মেরে যেতে পারবেন, যাতে ওরা সেটা নিতে পারে?’

‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,’ বলল রোজমেরি। ‘কেন বলুন তো?’

‘পরিমাণ মতো নেয়নি নার্স।’

‘কিন্তু আমার প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা ঠিক আছে তো?’

‘হ্যাঁ, তা ঠিক আছে, সেই পরীক্ষা ওরা করেছে,’ বলল ডাক্তার, ‘কিন্তু অন্য কিছু পরীক্ষাও ওদের দিয়ে করাই আমি–ব্লাড সুগার, এসব আরকি–এই নার্স জানত না, তাই একটা পরীক্ষার জন্যে দরকারী রক্তই নিয়েছে। এখানে চিন্তিত হবার কিছু নেই। আপনাকে কথা দিচ্ছি।’

‘ঠিকাছে,’ বলল ও। ‘কাল সকালেই আসছি আমি।’

‘ঠিকানাটা মনে আছে?’

‘হ্যাঁ। কার্ডটা এখনও আছে আমার কাছে।’

‘ফরমগুলো ডাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আবার আপনার সাথে দেখা হচ্ছে–এই ধরা যাক–নভেম্বরের শেষ নাগাদ।’

BanglaBook.org

২৯শে নভেম্বর বেলা একটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করল ওরা। কোথাও সমস্যা আছে এমন অনুভূতি নিয়ে ফোন তুলে রাখল রোজমেরি। ল্যাবের নার্স কী করছে পরিষ্কার ধারণা রাখে বলেই মনে হয়েছিল। ডাক্তার হিলের কথাবার্তায় সত্যি কথা বলছে বলে মনে হয়নি। ওরা কি কোনও ভুল করে ফেলার ভয় পাচ্ছে? রক্তের ভায়ালে ভুল লেবেল লাগানোয় ওলটপালট হয়ে গেছে? এখনও ওর অন্তসত্তা না হওয়ার আশঙ্কা রয়ে গেছে? কিন্তু ডাক্তার হিল কি স্পষ্ট করেই বলেনি, তবে কি যতটা শুনিয়েছে ততটা নিশ্চিত ছিল না সে?

আশঙ্কটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল ও। অবশ্যই অন্তসত্তা হয়েছে ও। হতেই হবে। এতদিন ধরে যেখানে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে আছে। কিচেনে চলে এলো ও, একটা ওয়াল ক্যালেন্ডার আছে এখানে। পরদিনের চৌকো ঘরে ও লিখল: ল্যাব; আর ২৯শে নভেম্বরের ঘরে লিখল: ডাক্তার হিল, ১:০০টায়।

গী ফেরার পর কাছে গিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে ওর হাতে এক কোয়ার্টার তুলে দিল ও।

'এটা কেন?' জিজ্ঞেস করল সে। পরক্ষণেই বুঝে ফেলল। 'আচ্ছা, দারুণ ব্যাপার, হানি!' বলল। 'দারুণ!' তারপর ওর কাঁধে হাত রেখে একবার, দুবার, তিনবার চুমু খেল।

'ঠিক না?' বলল ও।

'অসাধারণ। এত খুশি লাগছে।'

'বাবা।'

'মা।'

'গী, শোন,' বলে ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল রোজমেরি, হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেছে। 'চলো, এটাকে নতুন সূচনা ধরে নিই আমরা, ঠিকাছে? এখন থেকে খোলামনে কথা বলব আমরা। এতদিন তা ছিলাম না। তুমি শো আর পাইলট নিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ছিলে, আর অবস্থা যেভাবে তোমার দিকে বাঁক নিচ্ছিল—আমি বলছি না যে তা থাকবে না; না থাকাটা তোমার জন্যে স্বাভাবিকও হবে না, তবে সেকারণেই কেবিনে চলে গিয়েছিলাম, গী। আমাদের কোথায় সমস্যা হচ্ছে খতিয়ে দেখার জন্যে। দেখলাম এটাই সমস্যা ছিল এবং আছে; খোলামনের ঘাটতি। আমার দিক থেকেও। তোমার-আমার সমান সমান।'

BanglaBook.org

'ঠিক কথা,' বলল গী। রোজমেরির কাঁধ ধরে রেখেছে তার হাত। আন্তরিকভাবে চেয়ে আছে ওর চোখের দিকে। 'ঠিক। আমিও বুঝতে পারছি। তোমার মতো করে অতটা নয় বোধ হয়। আমি এমন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ, রো। এটাই আসল সমস্যা। মনে হয় সেকারণেই এই নোংরা পেশায় এসেছি। তুমি জানো, তোমাকে আমি ভালোবাসি, জান না? বাসি, রো। এখন থেকে সবকিছু তোমার জন্যে সহজ করে তোলার চেষ্টা করবো। কসম। পুরোপুরি খোলামেলা থাকব–'

'তোমার মতো দোষটা আমারও।'

'কচু। আমার দোষ। আমার আত্মকেন্দ্রিকতা। আমার সাথে থেক, ঠিকাছে, রো? আরও ভালো করার চেষ্টা করব আমি।'

'ওহ, গী,' অনুতাপ, ভালোবাসা আর ক্ষমার মিলিত জোয়ারের সাথে বলল রোজমেরি। প্রবল চুমু দিয়ে গী-র চুমুর জবাব দিল।

'"বাবা-মা"র এগিয়ে যাবার চমৎকার উপায়,' বলল গী।

ভেজা চোখে হাসল রোজমেরি।

'আচ্ছা, হানি,' বলল গী, 'আমার কী করতে ভালো লাগবে জানো?'

'কী?'

'মিনি আর রোমানকে জানানো,' একটা হাত ওঠাল সে। 'জানি, জানি। আমাদেরকে কথাটা গোপন রাখতে হবে। কিন্তু ওদের আমাদের চেষ্টার কথা বলেছিলাম আমি, ওরা শুনে এত খুশি হয়েছিল, বয়স্ক মানুষ ওরা'–বিষণ্নভাবে দুপাশে হাত মেলে দিল সে–'বেশী দেরি করলে হয়তো আর কোনওদিন জানতেই পারবে না।'

'তাহলে বলো,' ওকে আদর করে বলল রোজমেরি।

ওর নাকে চুমু খেল গী। 'দুই মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি,' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রোজমেরির মনে হলো মিনি আর রোমান বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ওর কাছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই: কারণ ওর মা আত্মমগ্ন ব্যস্ত মানুষ আর বাবাদের কেউই সত্যিকার অর্থে বাবার মতো ছিল না। ক্যাস্তেভেতরা ওর সেই চাহিদা মেটাচ্ছিল, এমন একটা চাহিদা ও নিজেই হয়তো যার সম্পর্কে সচেতন ছিল না। ওদের কাছে রোজমেরি কৃতজ্ঞ, আগামীতে ওদের প্রতি আরও সদয় আচরণ করবে ও।

বাথরুমে এসে চোখেমুখে পানির ঝাপ্টা মেরে চুল বেঁধে ঠোঁট ঠিক

BanglaBook.org

করে নিল ও। 'তুমি প্রেগন্যান্ট,' আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বলল ও। (কিন্তু ল্যাব আবার নমুনা চাইছে। কেন?)

ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকল ওরা, মিনির পরনে হাউস ড্রেস, রোমানের হাতে এক বোতল মদ। ওদের পেছনে গী–ঝলমলে হাসি মুখে। 'একেই বলে সুসংবাদ!' বলল মিনি। কংগ্র্যা-চুলে-শনস!' রোজমেরির কাঁধে হাত রেখে বসাল ওকে, চকাশ করে চুমু খেল গালে।

'অনেক অনেক শুভেচ্ছা, রোজমেরি,' ওর আরেক গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল রোমান। 'এত খুশি হয়েছি, বলার নয়। আমাদের কাছে শ্যাম্পেইন নেই, তবে এটা ১৯৬১ সালের সেইন্ট জুলিয়ান। মনে হয় টোস্টের জন্যে ভালোই কাজ দেবে।'

ওদের ধন্যবাদ জানাল রোজমেরি।

'কবে তারিখ পড়েছে তোমার, মা?' মিনি জিজ্ঞেস করল।

'আটাশে জুন।'

'দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার হবে,' বলল মিনি। 'মাঝের সময়টুকু।'

'এখন থেকে আমরাই তোমার সব কেনাকাটা সেরে দেব,' বলল রোমান।

'বলেন কি,' বলল রোজমেরি। 'সত্যি।'

গ্লাস আর ককস্ক্রু নিয়ে এল গী। মদের বোতল খোলার কাজে তার সাথে যোগ দিল রোমান। রোজমেরির কনুই ধরে ওকে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল মিনি। 'শোন, মা,' বলল মিনি, 'ভালো ডাক্তার আছে তো?'

'হ্যাঁ, খুবই ভালো,' বলল রোজমেরি।

'নিউ ইয়র্কের সেরা অবস্ট্রেটিশিয়ানদের একজন আমাদের বন্ধু,' বলল মিনি। 'অ্যাবি সেপারস্তেইন। ইহুদি। সোসায়েটির সব বাচ্চা ওর হাতেই হয়। আমরা বললে তোমার বাচ্চার ডেলিভারিও করবে। আর বেশ অল্প খরচেই কাজটা করে দেবে সে। তাতে গী-র কষ্ট করে কামানো টাকা খানিকটা বাঁচাতে পারবে।'

'অ্যাবি সেপারস্তেইন?' ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রোমান। 'দেশের সেরা অবস্ট্রিটিশিয়ানদের একজন সে, রোজমেরি। নাম শুনেছ না?'

'মনে হয়,' কোনও পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে নামটা দেখার কথা মনে করতে পারছে ও

BanglaBook.org

‘আমি শুনেছি,’ বলল গী। ‘কয়েক বছর আগে ওপেন এন্ডে ছিল না?’

‘ঠিক বলেছ,’ বলল রোমান। ‘দেশের সেরা অবস্ট্রিশিয়ানদের একজন।’

‘রো?’ বলল গী।

‘কিন্তু ডাক্তার হিলের কী হবে?’ জানতে চাইল রোজমেরি।

‘ভেব না। একটা কিছু বলে দেব তাকে,’ বলল গী। ‘আমাকে তো চেন।’

ডাক্তার হিলের কথা ভাবল রোজমেরি, এত কম বয়স, দেখতে ডাক্তার কিল্ডারের মতো, নার্স আরও রক্ত নিতে চাইছে, কারণ সে নিজে বা টেকনিশিয়ান বা অন্য কেউ একজন গাধামী করেছে। ওকে অযথা ভাবনায় ফেলে দিয়েছে।

মিনি বলল, ‘কেউ কখনও নামও শোনেনি হিলি নামে এমন ডাক্তারের কাছে তোমাকে যেতে দিচ্ছি না! সেরাটাই পেতে যাচ্ছ তুমি, ইয়াংলেডি। আর অ্যাবি সেপারস্তেইনই সেরা!’

কৃতজ্ঞাতার সাথে মৃদু হেসে ওদের নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রোজমেরি। ‘ওর চিকিৎসার ব্যাপারে আপনারা যখন এত নিশ্চিত,’ বলল ও। ‘কিন্তু ব্যস্ত মানুষ হয় যদি।’

‘তোমাকে নেবে সে,’ বলল মিনি। ‘এখুনি ওকে ফোন করে দিচ্ছি। ফোনটা কোথায়?’

‘শোবার ঘরে,’ বলল গী।

শোবার ঘরে চলে গেল মিনি। গ্লাসে মদ ঢেলে নিল রোমান। ‘দারুণ ব্রিলিয়ান্ট মানুষ; নিপীড়িত জাতির জন্যে অনেক স্পর্শকাতরতাসহ।’ রোজমেরি আর গীকে গ্লাস বাড়িয়ে দিল সে। ‘বসো, হানি।’ কিন্তু মাথা নেড়ে দাঁড়িয়ে রইল রোজমেরি।

শোবার ঘরে মিনি বলছিল, ‘অ্যাবি? মিনি বলছি। ভালো। শোন। আমাদের খুব ভালো একজন বন্ধু আজই জানতে পেরেছে যে সে প্রেগন্যান্ট। হ্যাঁ দারুণ না? এখন ওর অ্যাপার্টমেন্টেই আছি আমি। ওকে বলেছি ওর চিকিৎসা করতে পারলে খুশি হবে তুমি। আর ওর কাছে থেকে সোসায়েটির চড়া ফিও নেবে না।’ একটু নীরব রইল সে। তারপর ফের বলল, ‘একটু ধরো,’ বলে গলা চড়াল সে। ‘রোজমেরি? কাল সকাল এগারটায় ওর কাছে যেতে পারবে?’

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, কোনও অসুবিধে হবে না,' পাল্টা জবাব দিল রোজমেরি।

রোমান বলল, 'দেখলে?'

'এগারটাই ঠিক আছে, অ্যাবি,' বলল মিনি। 'হ্যাঁ। তুমিও। না। মোটেই না। সেটাই আশা করি। গুড বাই।'

ফিরে এলো সে। 'দেখলে,' বলল। 'তুমি যাওয়ার আগে ঠিকানা লিখে দেব আমি। সেভেন্টি-নাইন্থ্ স্ট্রিট আর পার্ক অ্যাভিনিউতে বসে সে।'

'অনেক ধন্যবাদ, মিনি,' বলল গী।

রোজমেরি বলল, 'কীভাবে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।'

রোমানের বাড়িয়ে দেওয়া মদের গ্লাসটা নিল মিনি। 'খুব সহজ,' বলল সে। 'স্রেফ অ্যাবির কথা মতো চলো, দারুণ স্বাস্থ্যবান একটা বাবু নিয়ে এসো ঘরে। ব্যস, সেটাই হবে আমাদের ধন্যবাদ জানানোর সেরা উপায়।'

গ্লাস ওঠাল রোমান। 'সুন্দর, স্বাস্থ্যবান বাবুর উদ্দেশে,' বলল সে।

'এই যে, এই যে,' বলল গী। সবাই মদে চুমুক দিল ওরা: মিনি, রোমান, রোজমেরি, গী।

'হুমম,' বলল গী। 'খাসা।'

'ঠিক বলেছ,' বলল রোমান। 'কিন্তু মোটেই দামী না।'

'ও খোদা,' বলল মিনি, 'লরা-লুইজিকে খবরটা না দিয়ে থাকতে পারছি না।'

রোজমেরি বলল, 'দয়া করে আর কাউকে বলবেন না। এখনই না। অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।'

'ঠিক বলেছে ও,' রোমান বলল। 'সুখবর দেওয়ার অনেক সময় মিলবে।'

'পনির আর ক্র্যাকার খাবে কেউ?' রোজমেরি জিজ্ঞেস করল।

'বসো, হানি,' বলল গী। 'আমি আনছি।'

খুশি আর বিস্ময়ে এতটাই উত্তেজিত ছিল রোজমেরি যে চট করে রাতে ঘুমুতে পারল না। ওর শরীরের অভ্যন্তরে, পেটের উপর ফেলে রাখা ওর হাতজোড়ার নিচে ছোট্ট একটা ডিম্বানু ছোট্ট বীজে নিষিক্ত হয়েছে। কী অলৌকিক ব্যাপার। বড় হয়ে অ্যান্ড্রু বা সুজান হয়ে উঠবে ওটা ('অ্যান্ড্রু' সম্পর্কে নিশ্চিত ও, 'সুজানে'র ব্যাপারে গী-র সাথে আলোচনার জন্যে তৈরি আছে)। এখন কী অবস্থায় আছে অ্যান্ড্রু বা সুজান, বিন্দুর মতো কিছু? না, নিশ্চয়ই আরও বড় কিছু হবে, এরই মধ্যে দ্বিতীয় মাসে চলে এসেছে না?

BanglaBook.org

ঠিক তাই। সম্ভবত ব্যাঙাচির আকার পেয়েছে। একটা সেভেন সি চার্ট যোগাড় করবে ও, ওই বইতে বিভিন্ন মাসের আকৃতির বর্ণনা থাকে। ডাক্তার সেপারস্তেইন জানবে কোথায় মিলবে।

গর্জন তুলে চলে গেল একটা ফায়ার এঞ্জিন। নড়ে উঠল গী। বিড়বিড় করে বলল কি যেন। দেয়ালের ওপাশে মিনি আর রোমানের বিছানা ককিয়ে উঠল।

আগামী মাসগুলোতে অনেক বিপদের কথা মাথায় রাখতে হবে: আগুন, পড়ন্ত জিনিস, নিয়ন্ত্রণ হারানো গাড়ি, এসব বিপদ, যেগুলো আগে বিপদ ছিল না কিন্তু এখন বিপদে পরিণত হয়েছে। এখন অ্যান্ড্রু-বা-সুজান প্রাণ পেয়েছে। (হ্যাঁ, বেঁচে আছে!)। এখন আর মাঝে মধ্যে সিগারেট খাবে না ও। ককটেইলের ব্যাপারে ডাক্তার সেপারস্তেইনের সাথে কথা বলবে।

ইশ, এখন যদি প্রার্থনা করা সম্ভব হতো! একটা ক্রুসিফিক্স হাতে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামনের আটটি মাস যেন নিরাপদে কেটে যায় তার জন্যে প্রার্থনা করতে পারলে কত ভালোই না হত! কোনও জার্মান মিসেলস না, থালিডোমাইড পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসহ কোনও নতুন ড্রাগ না। ভালোভাবে যেন আটটি মাস কেটে যায়, প্লিজ, দুর্ঘটনা বা রোগশোক মুক্ত, সুখে শান্তিতে ভরা।

সহসা সৌভাগ্যের মাদুলিটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। টানিস রুটের বলটা; বোকামি হোক বা না হোক, এখন সেটা গলায় পরতে চাইল ও, পরার প্রয়োজন বোধ করল। বিছানা থেকে পিছলে নেমে পা টিপে টিপে ভ্যানিটির কাছে এসে লুই শেরির বাক্স থেকে বের করল ওটা। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের মোড়ক থেকে আলগা করল ওটাকে। টানিস রুটের গন্ধ বদলে গেছে। এখনও জোরাল, তবে বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছে না। মাথার উপর দিয়ে গলায় ঝোলাল ওটা।

বুকের মাঝখানে বলটা দোল খেতে খেতে আবার পা টিপে টিপে বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। কম্বল টেনে নিয়ে চোখ বুজে বালিশে মাথা দাবাল। গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছে। অচিরেই ঘুমে ঢলে পড়ল ও। হাতজোড়া পেটের উপর রাখা, ভেতরের ভ্রূণকে পাহারা দিচ্ছে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্ব

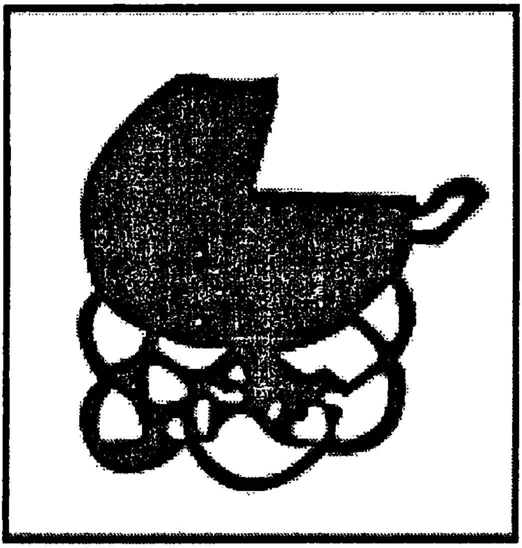

এক

এখন বেঁচে আছে ও, কাজ করে ফিরছে; আবার নিজের মাঝে ফিরে এসেছে, সম্পূর্ণতা পেয়েছে। আগের মতোই সব কাজ করছে ও: রাঁধছে, ইস্ত্রি করছে, বিছানা করছে, কেনাকাটা করছে, ময়লা কাপড় নিচের লন্ড্রি রুমে নিয়ে যাচ্ছে, ভাস্কর্যের ক্লাস করছে–কিন্তু সবই করছে এক নতুন পরিতৃপ্ত পটভূমিতে, এটা জেনে যে অ্যান্ড্রু বা সুজান (কিংবা মেলিন্দা) রোজই আগের দিনের চেয়ে একটু একটু করে বেড়ে উঠছে ওর শরীরে ভেতরে, আগের চেয়ে একটু বেশী স্পষ্ট, প্রস্তুতির কাছাকাছি।

ডাক্তার সেপারস্তেইন অসাধারণ মানুষ: লম্বা, রোদেপোড়া চেহারা, মাথাভর্তি শাদা চুল, ঝুলে পড়া শাদা গোঁফ (আগেও ওকে কোথাও দেখেছে ও, কিন্তু কোথায় সেটা মনে করতে পারেনি ও; ওপেন এন্ডে হতে পারে) ওয়েটিং রুমের *মিয়েস ভ্যান দার রোহে* চেয়ার আর শীতল মার্বল টেবিল সত্ত্বেও আশ্বস্তকরভাবে সেকেলে এবং সোজাসাপ্টা ধরনের। 'দয়া করে বই পড়বে না,' বলেছে সে। 'প্রত্যেকটা প্রেগন্যান্সিই ভিন্ন। তৃতীয় মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কী মনে হবে লেখা কোনও বই তোমাকে চিন্তায় ফেলবে কেবল। বইতে যেমন বলা হয়েছে তেমন প্রেগন্যান্সি আসলে নেই। বন্ধুবান্ধবদের কথাও কানে তুলবে না। ওদের অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। নিজেদের প্রেগন্যান্সিকেই স্বাভাবিক ধরে নিয়েছে ওরা; ভাববে তোমারটা অস্বাভাবিক।'

ডাক্তার হিলের দেওয়া ভিটামিন পিলের কথা জিজ্ঞেস করেছিল ও।

'কোনও পিল চলবে না,' বলেছে সে, 'মিস ক্যাস্তেভেতের একটা হার্ভেরিয়াম আর ব্লেন্ডার আছে। রোজ একটা ড্রিংক বানিয়ে দিতে বলব ওকে, সেটা অনেক টাটকা, নিরাপদ আর বাজারের যেকোনও পিলের চেয়ে অনেক বেশী ভিটামিনে ভরা থাকবে। আরেকটা কথা, নিজের ইচ্ছাগুলোকে প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করবে না। আজকালকার তত্ত্ব হচ্ছে অন্তসত্ত্বা মহিলারা

BanglaBook.org

চাহিদা বানায়, কারণ এটাই তাদের কাছে আশা করা হচ্ছে বলে মনে করে তারা। আমি একমত নই।

'আমি বলি মাঝরাতে তোমার আচার খেতে ইচ্ছে করলে স্বামীকে বলবে পুরোনো চুটকীর মতো আচার নিয়ে আসতে। তোমার যা ইচ্ছে করবে খাবে। আগামী কয়েকটা মাস তোমার শরীরের কিছু কিছু চাহিদার ধরণ দেখে অবাক হয়ে যাবে। তোমার মনে কোনও প্রশ্ন জাগলেই, রাত বা দিনে যখনই হোক ফোন করবে আমাকে। আমাকে, তোমার মা বা খালাকে নয়। আমার কাজই এটা।'

সপ্তাহে একবার দেখা করতে হবে ওকে। ডাক্তার হিলের তুলনায় অনেক বেশী নিবিড় যত্ন এটা; তাছাড়া কোনও ফর্ম পূরণ করা ছাড়াই ডক্টরস হসপিটালে রিজার্ভেশন করবে সে।

সবকিছু ঠিকঠাক, চমৎকার আর সুন্দর মতো চলছে। *ভাইডাল স্যাসন* হেয়ার কাট করিয়েছে ও, ডেন্টিস্টের সাথে ঝামেলা সেরে নিয়েছে, নির্বাচনের দিন ভোট দিয়েছে (মেয়র পদে লিন্ডসেকে) এবং গী-র পাইলটের কিছু শুটিং দেখতে গ্রিনউইচ ভিলেজেও গেছে। বিভিন্ন টেকের মাঝে–একটা চোরাই হট-ডগ ওয়্যাগন নিয়ে সুলিভাঁন স্ট্রিটে ছোটাছুটি করছিল–হাঁটু গেড়ে বসে ছোট বাচ্চাদের সাথে আলাপ করেছে বা অন্য অন্তসত্তা মহিলাদের তাকিয়ে *আমিও তোমাদের দলে* ভাব করে হেসেছে।

অল্প কয়েক দানা লবণও খাবারকে অখাদ্য করে তুলছে। 'এটাই স্বাবাবিক,' ওর দ্বিতীয় দফা ভিজিটের সময় বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন । 'তোমার শরীরে চাহিদা তৈরি হলেই এই বিতৃষ্ণা চলে যাবে। এই ফাঁকে অবশ্যই লবণ খাওয়া চলবে না। ঠিক চাহিদার মতো বিতৃষ্ণাগুলোকেও আমলে নাও।'

ওর মনে অবশ্য কোনও চাহিদা নেই। খিদে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে গেছে। নাশতার জন্যে কফি আর টোস্টই যথেষ্ট; একটু সব্জি আর সামান্য একুট মাংসের টুকরো দিয়েই ডিনার সারতে পারছে। রোজ সকাল এগারটায় পানির মতো দেখতে পিস্তাশিও মিল্কশেক নিয়ে আসে মিনি। ঠাণ্ডা, তেতো।

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করেছে রোজমেরি।

'শামুক আর ছেলে কুকুর ছানার লেজের টুকরো,' হেসে বলেছে মিনি।

BanglaBook.org

হেসেছে রোজমেরিও। 'দারুণ,' বলেছে ও। 'তবে আমি মেয়ে চাইলে?'

'তাই চাইছো?'

'অবশ্যই যা হবে তাই সই। তবে প্রথম বাচ্চা ছেলে হলে ভালোই হতো।'

'এই তো কাজের কথা বলেছ,' বলল মিনি।

মিল্কশেক শেষ করে রোজমেরি বলল, 'না, আসলে বলো তো এটা আসলে কী?'

'কাচা ডিম, জেলাটিন আর গুল্ম...'

'টানিস রুট?'

'কিছুটা, আর অন্য কিছু জিনিস।'

একই গ্লাসে রোজ মিল্কশেক নিয়ে আসছে মিনি: বিরাট একটা নীল-সবুজ ডোরাকাটা গ্লাস। রোজমেরি শেষ না করা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে সে।

একদিন এলিভেটরের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট লিজার মা ফিলিস ক্যাপের সাথে কথা বলছিল ও। আলাপ শেষ হয়েছিল গী আর রোজমেরিকে পরের রোববার ব্রাঞ্চ নিমন্ত্রণ জানানোর ভেতর দিয়ে। কিন্তু রোজমেরির কাছে শুনেই সেটা নাকচ করে দিল গী। রোববার দিন ওর শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকার সম্ভাবনাই বেশী, ব্যাখ্যা করল সে; শুটিং না থাকলেও ওইদিন বিশ্রাম নেবে। একটু পড়াশোনা করবে। এখন তেমন একটা সামাজিক জীবন যাপন করতে পারছে না৷ ওরা। কয়েক সপ্তাহ আগে টিগার হানিগসেনের সাথে একটা থিয়েটার-ডিনার ডেট বাতিল করেছে গী, রোজমেরিকে বলেছে হাচকে ডিনারে আসতে বারণ করে দিতে। পাইলটই তার কারণ। যেমন ও ভেবেছিল তারচেয়ে বেশী সময় নিচ্ছিল শুটিংয়ে।

দেখা গেল ঠিক তাই হয়েছে। পেটে তীব্র ব্যথা বোধ করতে লাগল রোজমেরি। ডাক্তার সেপারস্তেইনকে ফোন করল ও। ওকে দেখা করতে বলল সে। পরীক্ষা শেষে বলল, চিন্তার কারণ নেই, পেলভিসের স্বাভাবিক প্রসারণ থেকেই ব্যথা হচ্ছে। দু-এক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে। ও যেন সাধারণ অ্যাসপিরিন দিয়েই ব্যাথার সাথে লড়াই করে।

স্বস্তি পেয়ে রোজমেরি বলল, একটোপিক প্রেগন্যান্সি ভেবে ভয় হচ্ছিল আমার।'

BanglaBook.org

'একটোপিক?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার সেপারস্তেইন; তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। লাল হয়ে উঠল রোজমেরি। ডাক্তার বলল, ' আমি ভেবেছিলাম বইপত্র থেকে দূরে থাকবে তুমি, রোজমেরি।'

'ওষুধের দোকানে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল ওটা,' বলল রোজমেরি।

'তোমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলা ছাড়া আর কোনও কাজেই আসেনি তা। দয়া করে করে ফিরে গিয়ে ওটা ফেলে দেবে?'

'কথা দিচ্ছি।'

'দুই দিনের মধ্যেই ব্যথা চলে যাবে,' বলল সে। 'একটোপিক প্রেগন্যান্সি।' মাথা নাড়ল সে।

কিন্তু দুদিনের ভেতর ব্যথা গেল না, তীব্র হয়ে উঠল আরও; যেন ওর শরীরের ভেতরে একটা কিছু তার দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে দুই টুকরো করার চেষ্টা চলছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যথার পর অল্প কয়েক মিনিটের জন্যে একটু ব্যথাহীন অনভূতি হচ্ছে, কিন্তু তা যেন আরও প্রবল হয়ে ওঠার প্রস্তুতি মাত্র। অ্যাসপিরিনে কোনও লাভই হচ্ছে না। বেশী খেতেও ভয় পাচ্ছে। অবশেষে যখন ঘুম আসছে, তার সাথে আসছে স্বপ্নের বিভীষিকা, ওকে বাথরুমে কোণঠাসা করে ফেলা মাকড়শার সাথে যুদ্ধ করছে; বা ঘরের মাঝখানে গালিচায় গজানো ছোট গাছ ধরে টানাটানি করছে। জেগে উঠছে আরও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা নিয়ে।

'অনেক সময় এমন হয়,' বলেছে ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'দু-একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে। বয়স সম্পর্কে মিথ্যে বলোনি তো? আসলে আরও বয়স্ক মহিলা, যাদের হাড়ের জোড়ার স্থিতিস্থাপকতা কম তাদের বেলাতেই এমন হয়।'

পানীয় নিয়ে আসার পর মিনি বলল, 'বেচারা। অস্থির হয়ো না। তলেদোয় আমার এক ভাগ্নির এরকম ব্যথাই হয়েছিল। আমার চেনা আরও অনেক মেয়ের বেলায়ও এমন হয়েছে। ওদের ডেলিভারি কিন্তু সহজেই হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাগুলোও হয়েছে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান।'

'ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি।

ওর চেহারা কোঁচকানো, শীর্ণ ও কালো হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে গী। 'কী বলছ তুমি?' বলল সে। 'দারুণ লাগছে। চুলের ধরণটাই আসলে খারাপ। যদি সত্যি কথা জানতে চাও আরকি। সারা জীবনে এটাই তোমার সবচেয়ে বড় ভুল।'

BanglaBook.org

লাগাতার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে ব্যথাটা। বিরতি নেই। সহ্য করে যাচ্ছে ও। অ্যাসপিরিন খেয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাচ্ছে, ডাক্তার সেপারস্তেইন দুটো করে খাওয়ার অনুমতি দিলেও একটা খাচ্ছে। জোয়ান আর এলিসের সাথে বাইরে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই আর, ভাস্কর্যের ক্লাস বা কোনাকাটাও বন্ধ। ফোনে মুদি সামগ্রী কেনাকাটা করছে, অ্যাপার্টমেন্টেই থাকছে, নার্সারির পর্দা আর স্টার্টিং বানাচ্ছে। শেষে *দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অভ রোমান এম্পায়ারে* আশ্রয় নিচ্ছে। অনেক সময় বিকেলের দিকে মিনি আর রোমান আসে, ওর সাথে কথা বলে কিছু লাগবে কিনা জানতে চায়।

একবার লরা-লুইজি জিঞ্জারব্রেডের একটা ট্রে নিয়ে এলো। রোজমেরির অন্তসত্তা হওয়ার খবর তখনও জানানো হয়নি তাকে। 'ওহ, তোমার হেয়ার কাট দারুণ ভালো লেগেছে, রোজমেরি,' বলল সে। 'খুবই সুন্দর আর হালফ্যাশনের লাগছে তোমাকে।' ওর শরীর ভালো যাচ্ছে না শুনে অবাক হলো সে।

অবশেষে পাইলটের কাজ শেষ হলে বেশীর ভাগ সময়ই ঘরে থাকতে শুরু করল গী। ভোকাল কোচ ডোমিনিকের সাথে পড়াশোনা বাদ দিয়েছে ও। এখন আর অডিশন ও ইন্টারভিউর পেছনে সময় নষ্ট করছে না। হাতের কাছে দুটো দারুণ বিজ্ঞাপন রয়েছে ওর–*পলমল* আর *টেক্সাকো*–এবং *ডোন্ট আই নো ইউ ফ্রম সামহোয়্যার?*-এর মহড়া মধ্য জানুয়ারিতে শুরু হওয়ার ব্যাপারটা একরকম নিশ্চিত হয়ে আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে রোজমেরিকে সাহায্য করছে সে, এক ডলার বাজিতে স্ক্র্যাবল খেলছে। ফোন ধরছে, রোজমেরির ফোন হলে বানিয়ে একটা কিছু বলে দিচ্ছে। তাদের কিছু বন্ধু যাদের নিকটতম কোনও পরিবার নেই, নিয়ে একটা থ্যাংকসগিভিং ডিনারের পরিকল্পনা করেছিল ওরা, কিন্তু লাগাতার ব্যথা আর অ্যান্ড্রু-বা-মেলিন্দার সুস্থতা নিয়ে অবিরাম উদ্বেগের কারণে সেটা বাতিল করে দিল ও। তার বদলে মিনি আর রোমানের ওখানে গেল ওরা।

BanglaBook.org

দুই

ডিসেম্বরের এক বিকেলে গী *পলমল*-এর বিজ্ঞাপনে কাজ করার সময় ফোন করল হাচ। 'সিটি সেন্টার মোড়ে আছি আমি, মার্সেল মার্সেওর টিকেট কিনছি,' বলল সে। 'তুমি আর গী শুক্রবারে আসবে নাকি?'

'মনে হয় না, হাচ,' বলল রোজমেরি। 'ইদানীং শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আর এই সপ্তাহে গী-র দুটো বিজ্ঞাপনের কাজ আছে।'

'কী হয়েছে তোমার?'

'ও তেমন কিছু না। একটু ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'কয়েক মিনিটের জন্যে আসব?'

'নিশ্চয়ই, তোমাকে দেখতে পেলে খুশিই হবো।'

দ্রুত স্ল্যাক আর জার্সি টপ পরে নিল ও। লিপস্টিক লাগিয়ে চুল আঁচড়ে নিল। ব্যথা তীব্র হয়ে উঠে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ করে দিল ওকে, চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল। তারপর আবার সহনীয় পর্যায়ে নেমে এলো ব্যথাটা, কৃতজ্ঞতার সাথে শ্বাস ফেলল ও। আবার চুল আঁচড়াতে শুরু করল।

ওকে দেখে 'হায় খোদা,' বলে চেঁচিয়ে উঠল হাচ।

'ভাইডাল স্যাসন এটা, এখন বেশ চলছে,' বলল ও।

'তোমার হয়েছে কী?' জানতে চাইল সে। 'চুলের কথা বোঝাইনি আমি।'

'বেশী খারাপ লাগছে?' ওর কাছ থেকে কোট নিয়ে আড়ষ্ট হাসিমুখে তুলে রাখল ও।

'ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তোমাকে,' বলল হাচ। 'খোদাই জানে কতটা ওজন খুইয়েছ। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। দেখলে পাণ্ডারও হিংসে হবে। *যেন ডায়েটে* নেই তো?'

'না!'

BanglaBook.org

'তাহলে? ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'মনে হয় তোমাকেও বলা দরকার,' বলল রোজমেরি। 'আমি প্রেগন্যান্ট। তিন মাস চলছে।'

ওর দিকে তাকাল হাচ, খুশি নয়। 'এটাও বড়ই অবাক ব্যাপার,' বলল সে। 'প্রেগন্যান্ট মেয়েদের ওজন বাড়ে। হারায় না। ওদের দেখে স্বাস্থ্যবান মনে হয়, এমন–'

'সামান্য ঝামেলা হয়েছে,' লিভিংরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বলল রোজমেরি। 'মনে হয় স্টিফ জয়েন্ট বা এমন কিছু; ব্যথায় সারারাত জেগে থাকতে হচ্ছে। মানে, ব্যথা একটাই; তবে অবিরাম চলছে। অবশ্য সিরিয়াস কিছু না। দু-এক দিনের মধ্যেই হয়তো চলে যাবে।'

'"স্টিফ জয়েন্ট" কখনও সমস্যা হয়েছে বলে শুনিনি,' বলল হাচ।

'স্টিফ পেলভিক জয়েন্ট। এমনটা নাকি হয়।'

গী-র ইজি চেয়ারে বসল হাচ। 'বেশ, কংগ্র্যাচুলেশেনস,' সন্দিহান কণ্ঠে বলল সে। 'নিশ্চয়ই অনেক খুশি লাগছে।'

'হ্যাঁ,' বলল রোজমেরি। 'আমরা দুজনই খুশি।'

'তোমার অবস্ট্রিশিয়ান কে?'

'ওর নাম আব্রাহাম সেপারস্তেইন। ভদ্রলোক–'

'চিনি,' বলল হাচ। 'কিংবা নাম শুনেছি। ডোরিসের দুটো বাচ্চার ডেলিভারি করিয়েছিল।' ডোরিস হাচের বড় মেয়ে।

'এ শহরের অন্যতম বিখ্যাত ডাক্তার,' বলল রোজমেরি।

'শেষ কবে ওকে দেখিয়েছ?'

'পরশুদিন। সে কী বলেছে এইমাত্র সেটা বললাম তোমাকে। খুবই সাধারণ ব্যথাটা, দিন দু-একের মধ্যেই হয়তো সেরে যাবে। একথা অবশ্য ব্যথা শুরুর পর থেকেই বলে আসছে সে...'

'কত ওজন হারিয়েছ তুমি?'

'মাত্র তিন পাউন্ড। মনে হচ্ছে–'

'ননসেন্স! অনেক বেশী ওজন হারিয়েছ!'

হাসল রোজমেরি হাসল। 'তোমার কথা আমাদের বাথরুম স্কেলের মতো শোনাচ্ছে,' বলল ও। 'শেষমেষ ওটা বাইরে ফেলে দিয়েছে গী। এত ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। না। মাত্র তিন পাউন্ড ওজন কমেছে আমার। একটু বেশী হতে পারে। তবে প্রথম কয়েক মাস একুট ওজন কমাটা খুবই স্বাভাবিক। পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

'তাই আশা করি,' বলল হাচ। 'দেখে মনে হচ্ছে বুঝি ভ্যাম্পায়ার তোমার রক্ত শুষে নিয়েছে। তোমার ঘাড়ে কোনও ফুটোর দাগটাগ নেই তো?' হাসল রোজমেরি। 'বেশ' হাসিমুখে বলল হাচ। হেলান দিল সে। 'আমরা ধরে নিচ্ছি ডাক্তার সেপারস্তেইন বুঝেশুনে কথা বলছে। খোদাই জানে, তার জানার কথা, অনেক টাকা বিল হাঁকে লোকটা। গী এখন ভালোই কামাচ্ছে নিশ্চয়ই।'

'তা ঠিক,' বলল রোজমেরি। 'তবে আমরা কম রেটই পাচ্ছি। আমাদের পড়শী ক্যস্তেভেতরা ওর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওরাই ওর কাছে পাঠিয়েছে আমাকে। আমার জন্যে স্পেশাল নন-সোসায়েটি রেট ধরেছে সে।'

'তবে কি ডোরিস আর এস্ত্রেল সোসায়েটির লোক?' জানতে চাইল হাচ। 'শুনলে অনেক খুশি হবে ওরা।'

ডোরবেল বেজে উঠল। খুলে দেওয়ার কথা বলল হাচ, কিন্তু বাধা দিল রোজমেরি। 'নড়াচড়া করলে ব্যথাটা কম লাগে,' রুম থেকে বের হওয়ার সময় বলল ও। দরজার দিকে এগোনোর সময় ডেলিভারি বাকি আছে এমন ফরমাশ আছে কিনা মনে করার চেষ্টা করল।

রোমান এসেছে। খানিকটা বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। রোজমেরি হেসে বলল, 'এইমাত্র তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

'আশা করি খারাপ কিছু না,' বলল সে। 'বাইরে থেকে কিছু এনে দিতে হবে? একটু পরেই নিচে যাবে মিনি, ফোনটা মনে হয় বিকল হয়ে গেছে।'

'না, না, কিছুই লাগবে না,' বলল রোজমেরি। 'ধন্যবাদ। সকালেই ফোনে সব ফরমাশ দিয়ে রেখেছি।'

মুহূর্তের জন্যে ভেতরে নজর চালাল সে। তারপর হেসে গী ফিরেছে কিনা জিজ্ঞেস করল।

'না, ছয়টার আগে আসবে না ও,' বলল রোজমেরি। কিন্তু জিজ্ঞাসু হাসি নিয়ে রোমানের ফ্যাকাশে চেহারা অটল দেখে যোগ করল, 'আমাদের এক বন্ধু এসেছে।' জিজ্ঞাসু হাসিটা রয়ে গেলে, রোজমেরি আবার বলল, 'পরিচিত হতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই,' বলল রোমান। 'সেটা যদি নাক গলানো না হয়।'

'অবশ্যই তেমন কিছু হবে না।' তাকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিল রোজমেরি। শাদা-কালো চেক জ্যাকেট পরেছে সে, পরনে নীল শার্ট

BanglaBook.org

আর চওড়া রঙচঙা টাই। রোজমেরির গা ঘেঁষে ঢুকল সে। প্রথমবারের মতো ও লক্ষ করল লোকটার কান—অন্তত বাম কানটা ফুটো।

পিছু পিছু লিভিংরুম আর্চওয়ে পর্যন্ত এলো ও। 'এ এডওয়ার্ড হাচিন্স,' বলল ও, তারপর হাসিমুখে উঠে দাঁড়ানো হাচকে বলল, 'এ হচ্ছে রোমান ক্যাস্তেভেত, তোমাকে একটু আগে যাদের কথা বলছিলাম।' তারপর রোমানের কাছে ব্যাখ্যা করল, 'হাচকে বলছিলাম তুমি আর মিনিই আমাকে ডাক্তার সেপারস্তেইনের কাছে পাঠিয়েছ।'

হাত মেলাল দুজন। শুভেচ্ছা বিনিময় করল। হাচ বলল, 'আমার এক মেয়েও ডাক্তার সেপারস্তেইনের কাছে গিয়েছিল। দুবার।'

'অসাধারণ মেধাবী লোক,' বলল রোমান। 'মাত্র গত বসন্তে ওর সাথে আমাদের পরিচয়, কিন্তু এরই মধ্যে অনেক কাছের বন্ধু হয়ে উঠেছে।'

'বসো তোমরা?' বলল রোজমেরি। বসল ওরা। হাচের পাশে বসল রোজমেরি।

রোমান বলল, 'তাহালে রোজমেরি তোমাকে সুখবরটা বলেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল হাচ।

'ও যাতে যথেষ্ট বিশ্রাম পায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে,' বলল রোমান। 'তাছাড়া কোনও রকম দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ থেকেও ওকে দূরে রাখতে হবে।'

রোজমেরি বলল, 'সেটা তো তাহলে হবে স্বর্গ।'

'ওর অবস্থা দেখে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম বটে,' পাইপ বের করে টোব্যাকো পাউচ থেকে তামাক বের করে ঠাসার সময় বলল হাচ। রোজমিরের দিক তাকাল।

'তাই?' বলল রোমান।

'কিন্তু ডাক্তার সেপারস্তেইনের হেফাযতে আছে শুনে অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছি।'

'মাত্র দুই কি তিন পাউন্ড ওজন হারিয়েছে ও,' বলল রোমান। 'তাই না রোজমেরি?'

'ঠিক,' রোজমেরি বলল।

'প্রেগন্যান্সির প্রথম মাসগুলোয় এটা খুবই স্বাভাবিক,' বলল রোমান। 'পরে হয়তো অনেক বেশী ওজন বেড়ে উঠবে ওর।'

'তাই শুনেছি,' পাইপ ভরতে ভরতে বলল হাচ।

BanglaBook.org

রোজমেরি বলল, 'মিসেস ক্যাস্তেভেত রোজ আমাকে কাঁচা ডিম, দুধ আর নিজের চাষ করা ভেষজ দিয়ে ভিটামিন শরবত করে দিচ্ছে।'

'সব ডাক্তার সেপারস্তেইনের পরামর্শ মোতাবেকই হচ্ছে,' বলল রোমান। 'বাণিজ্যিকভাবে বানানো ভিটামিনে সে সন্দিহান।'

'আচ্ছা?' পাউচ পকেটে রাখার সময় বলল হাচ। 'কল্পনাযোগ্য সব রকম নিরাপত্তার অধীনে বানানো এমন কিছুর প্রতি এরচেয়ে কম সন্দিহান হওয়ার মতো আর কিছুর কথা আমার মাথায় আসছে না।' একসাথে দুটো দেশলাই জ্বেলে পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল সে। শাদা সুবাসিত ধোঁয়া ছাড়ল। ওর কাছে একটা অ্যাশট্রে রাখল রোজেমেরি।

'সেটা ঠিক,' বলল রোমান, 'কমার্শিয়াল পিল মাসের পর মাস গুদামে বা ওষুধের দোকানে পড়ে থেকে ক্ষমতার অনেকটাই হারিয়ে ফেলতে পারে।'

'সেটা অবশ্য ভাবিনি,' বলল হাচ। 'তা হতে পারে অবশ্য।'

রোজমেরি বলল, 'সবকিছু এমন স্বাভাবিক আর প্রাকৃতিক পাওয়ায় আমার ভালো লাগছে। আমি নিশ্চিত শত শত বছর আগে যখন কেউ ভিটামিন পিলের নামও শোনেনি তখন থেকেই সন্তান সম্ভবা মায়েরা টানিস রুটের শরবত খেয়ে এসেছে।'

'টানিস রুট?' জিজ্ঞেস করল হাচ।

'শরবতের একটা ভেষজের নাম,' বলল রোজমেরি। 'নাকি এটাই একমাত্র ভেষজ?' রোমানের দিকে তাকাল ও। 'শেকড় কি ভেষজ হতে পারে?' কিন্তু হাচকে জরিপ করছিল রোমান, জবাব দিল না সে।

'টানিস?' বলল হাচ। 'এ নাম কখনও শুনিনি। তুমি নিশ্চিত "আনিসে" বা "ওরিস রুটের" কথা বোঝাওনি?'

রোমান বলল, 'টানিস।'

'এই যে,' বলে ওর দিকে মাদুলিটা বাড়িয়ে দিল রোজমেরি। 'এটা সৌভাগ্যেরও প্রতীক। তাত্ত্বিকভাবে। সাবধান। গন্ধটার সাথে অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগে।' হাচের কাছে নেওয়ার জন্যে মাদুলিটা সামনে বাড়িয়ে ঝুঁকল ও।

গন্ধ শুঁকে নাকমুখ কুঁচকে সরে গেল হাচ। 'আমারও তাই মনে হয়,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে কোনও ধরনের ফাঙ্গাস বা মোল্ড।' রোমানের দিকে তাকাল ও। 'এর আর কোনও নাম আছে ওটার?' জানতে চাইল।

BanglaBook.org

'থাকলেও আমার জানা নেই,' বলল রোমান।

'এনসাইক্লোকিপডিয়ায় খোঁজ করব আমি,' বলল হাচ। 'টানিস। সুন্দর হোল্ডার বা চার্ম বা যাই হোক। পেয়েছ কোথায়?'

চট করে রোমানের দিকে হাসিমুখে তাকাল রোজমেরি, বলল, 'ক্যাস্তেভেতরাই দিয়েছে এটা।' মাদুলিটা আবার টপে ঢুকিয়ে রাখল।

রোমানের উদ্দেশে হাচ বলল, 'দেখা যাচ্ছে বাবামায়ের চেয়েও রোজমেরির ভালো যত্ন নিচ্ছ তোমরা স্বামী-স্ত্রী।'

রোমান বলল, 'ওকে আমরা খুবই পছন্দ করি, গীকেও।' চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'কিছু মনে না করলে এখন যেতে হচ্ছে আমাকে,' বলল সে। 'আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছে।'

'নিশ্চয়ই,' দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল হাচ। 'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আবার দেখা হবে, নিশ্চিত বলতে পারি,' বলল রোমান। 'তুমি আর কষ্ট করো না,রোজেমেরি।'

'এটা কোনও কষ্ট না,' রোমানের সাথে সামনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল ও। তার ডান কানটাও ফুটো, দেখতে পেল রোজমেরি; ঘাড়ে দূরে উড়ে যাওয়া পাখির ঝাঁকের মতো অসংখ্য ছোট ছোট ক্ষতচিহ্ন। 'আসার জন্যে আবার ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি।

'বলতে হবে না,' বলল রোমান। 'তোমাদের মিস্টার হাচিন্সকে আমার ভালো লেগেছে, দারুণ বুদ্ধি রাখে ভদ্রলোক।'

দরজা খুলে রোজমেরি বলল, 'আসলেও তাই।'

'ওর সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি,' বলল রোমান। হেসে হাত নেড়ে হল বরাবর আগে বাড়ল।

পাল্টা হাত নেড়ে রোজমেরি বলল, 'বাই।'

বুক শেল্ফের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল হাচ। 'এ ঘরটা অসাধারণ,' বলল সে। 'দারুণ কাজ করেছে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি। 'আমার পেলভিস আক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত করা এসব। রোমানের কানজোড়া ফুটো, এইমাত্র দেখলাম।'

'ফুটো কান আর তীক্ষ্ণ চোখ,' বলল হাচ। 'সোনালি অতীতে পরিণত হওয়ার আগে কী করত সে?'

'কী করেনি। দুনিয়ার হেন জায়গা নেই যেখানে যায়নি। সব জায়গায়।'

BanglaBook.org

'বাজে কথা, কেউই তেমন করেনি। বেল বাজিয়েছিল কেন?–যদি নাক গলানো না হয়।'

'বাইরে থেকে কিছু আনতে হবে কিনা জানতে। হাউস ফোনটা বিকল হয়ে গেছে। দারুণ পড়শী ওরা। আমি চাইলে ধোয়াপাকলার কাজও করে দেবে।'

'মহিলার কী অবস্থা?'

রোজমেরি বলল ওকে। 'ওদের অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে গী,' বলল ও। 'মনে হয় ওর কাছে বাবামায়ের মতো হয়ে গেছে ওরা।'

'আর তোমার?'

'ঠিক বলতে পারব না। অনেক সময় এত কৃতজ্ঞ বোধ করি যে চুমু খেতে ইচ্ছে করে, আবার অনেক সময় কেন যেন মনে হয় ওরা যেন একটু বেশীই বন্ধুসুলভ আর সহযোগি হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার আপত্তি করার কি উপায়? পাওয়ার ফেইলুরের কথা মনে আছে তোমার?'

'ভোলার জো আছে? একটা এলিভেটরে ছিলাম আমি।'

'না।'

'হ্যাঁ, সত্যি। পাঁচ ঘণ্টার নিকষ অন্ধকার, সাথে তিনজন মহিলা আর এক জন বার্চার নামে এক লোক, বোমা পড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ছিল সে।'

'কী মারাত্মক।'

'কী যেন বলছিলে?'

'এখানে ছিলাম আমরা। গী আর আমি। বাতি চলে যাবার দুই মিনিটের মধ্যে একমুঠো মোম হাতে দরজায় এসে হাজির।' ম্যান্টেলের দিকে তাকাল ও। 'এখন বলো এমন পড়শীর কেমন করে দোষ ধরবে?'

'কোনও জো নেই,' বলল হাচ। উঠে ম্যান্টেলের দিকে তাকাল সে। 'ওগুলো?' জানতে চাইল। একটা পলিশ করা পাথরের বাটি আর তামার মাইক্রোস্কোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া পিউটার মোমদানী; ভেতরে জমাট বাঁধা গলন্ত মোম লাগা তিন ইঞ্চি লম্বা কালো মোমবাতি।

'শেষগুলো,' বলল রোজমেরি। 'একমাস চালানোর মতো মোমবাতি নিয়ে এসেছিল সে। কী ব্যাপার?'

'সবগুলোই কালো?' জানতে চাইল হাচ।

'হ্যাঁ, বলল রোজমেরি। 'কেন?'

BanglaBook.org

'এমনি কৌতূহল।'

ওর দিকে হেসে ম্যান্টেলের দিক থেকে ফিরল হাচ। 'কফি খাওয়াবে না? মিসেস ক্যাস্তেভেত সম্পর্কে আরও কিছু শোনাও আমাকে। ওই ভেষজ পায় কোথায় সে? উইন্ডো বক্সে?'

দশ মিনিট পরে ওরা যখন কিচেন টেবিলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আলাপ করছে, সামনের দরজার তালা খুলে গী ঢুকল। 'আরে, কী অবাক কাণ্ড,' বলল সে। এগিয়ে এসে ওঠার আগেই হাচের হাত ধরল শক্ত করে। 'আছ কেমন, হাচ? তোমাকে দেখে খুশি হলাম!' অন্য হাতে রোজমেরির মাথা ধরে সামনে ঝুঁকে ওর গালে, ঠোঁটে চুমু খেল। 'কেমন আছ, হানি?' এখনও মেকাপ তোলেনি সে। চেহারা কমলা হয়ে আছে, চোখে কালো পাঁপড়ি লাগানো; বিরাট দেখাচ্ছে।

'অবাক কাণ্ড, তুমি,' বলল রোজমেরি। 'হয়েছে কী?'

'নতুন করে লেখার জন্যে মাঝখানে শুটিং বন্ধ করে দিয়েছে ওরা, বেকুবের দল। সকালে ফের শুরু হবে। যে যেখানে আছো, নড়বে না। কোটটা রেখে এখুনি আসছি।'

ক্লোজিটের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'কফি খাবে?' চিৎকার করে জানতে চাইল রোজমেরি।

'দিলে তো ভালোই হয়!'

উঠে কাপে কফি ঢালল ও। হাচের কাপটাও ভরে দিল। নিজেরটাও। পাইপে টান দিল হাচ। চিন্তিত চেহারায় সামনে চেয়ে আছে।

হাতে করে পলমলের বেশ কয়েকটা প্যাকেটসহ ফিরে এলো গী। 'লুট,' টেবিলের ওপর ওগুলো ফেলে বলল সে। 'হাচ?'

'না, ধন্যবাদ।'

একটা প্যাকেট খুলে সিগারেটগুলো উপরে এনে একটা তুলে নিল গী। রোজমেরি বসার সময় ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

হাচ বলল, 'মনে হচ্ছে অনেকবার অভিনন্দন জানাতে হবে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল গী-র চেহারা, বলল, 'রোজমেরি বলেছে না? দারুণ ব্যাপার নাকি? আমরা খুবই খুশি। অবশ্যই বাবা হিসাবে জঘন্য হবো ভেবে চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। তবে রোজমেরি দারুণ মা হবে, তাই তাতে কিছু যাবে আসবে না।'

'কবে হওয়ার কথা?' জানতে চাইল হাচ।

BanglaBook.org

রোজমেরি জানাল ওকে। তারপর গী-কে জানাল ডাক্তার সেপারস্তেইন হাচের নাতীদেরও ডেলিভারি করিয়েছে।

হাচ বলল, 'তোমাদের পড়শী রোমান ক্যাস্তেভেতের সাথে আলাপ হলো।'

'তাই নাকি?' বলল গী। 'মজার বুড়ো, তাই না? অবশ্য অটিস স্কিনার আর মদিয়েস্কাদের বেশ মজার গল্প জানা আছে তার। থিয়েটার-পাগলা মানুষ।'

রোজমেরি বলল, 'তার কানজোড়ায় ফুটো কখনও লক্ষ করেছ?'

'ঠাট্টা করছ,' বলল গী।

'না, না, নিজের চোখে দেখেছি আমি।'

গী-র দ্রুত বেড়ে ওঠা পেশা আর হাচের গ্রিস আর তুরস্ক সফর নিয়ে কথা বলতে বলতে কফি খেল ওরা।

'আজকাল তোমার সাথে তেমন একটা দেখাসাক্ষাৎ না হওয়াটা ঠিক হচ্ছে না,' বলল গী। হাচ ক্ষমা চেয়ে উঠে দাঁড়ালে আবার বলল, 'আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম, আর রোজমেরির এই অবস্থায় আমরাও আসলে কোথাও যাইনি।'

'হয়তো শিগগিরই ডিনার খেতে পারব আমরা,' বলল হাচ। সায় দিয়ে কোট আনতে গেল গী।

রোজমেরি বলল, 'টানিস রুটের ব্যাপারটা দেখতে ভুলো না।'

'ভুলব না,' বলল হাচ। 'ডাক্তার সেপারস্তেইনকে ওর স্কেল পরখ করে দেখতে বলো। আমার এখনও ধারণা তিন পাউন্ডের চেয়ে ঢের বেশী ওজন কমেছে তোমার।'

'বাজে কথা বলো না, ' বলল রোজমেরি। 'ডাক্তারের স্কেলে কোনও দোষ নেই।'

একটা কোট খুলতে কুলতে গী বলল, 'এটা আমার নয়, তোমারই হবে।'

'ঠিক বলেছ,' বলে কোটের হাতায় হাত ঢোকাল সে। 'নাম কী রাখবে ভেবেছ কিছু?' রোজমেরিকে জিজ্ঞেস করল সে। 'নাকি বেশী আগে হয়ে যায়?'

'ছেলে হলে অ্যান্ড্রু বা ডাগলাস,' বলল ও। 'মেয়ে হলে মেলিন্দা বা সারাহ।'

BanglaBook.org

'সারাহ?' বলল গী। 'সুজানের কী হলো?' হাচকে টুপিটা এগিয়ে দিল সে

গাল বাড়িয়ে দিল রোজমেরি, চুমু খেল হাচ।

'আশা করি শিগগিরই ব্যথাটা চলে যাবে,' বলল সে।

'যাবে,' বলল রোজমেরি। 'ভেব না।'

গী বলল, 'এটা একেবারেই মামুলি ব্যাপার।'

পকেট হাতড়াল হাচ। ' এখানে আরেকটা এমন আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে। বাদামী ফারের কিনারাঅলা একটা গ্লাভ দেখাল ওকে, তারপর পকেট হাতড়াল আবার।

মেঝেয় নজর চালাল রোজমেরি, ক্লোজিটের কাছে গিয়ে ওটার মেঝেতে খুঁজল গী, তারপর তাকেও খোঁজ করল। 'দেখছি না, হাচ,' বলল সে।

'বিশ্রী ব্যাপার,' বলল হাচ। 'হয়তো সিটি সেন্টারে ফেলে এসেছি। ওখানে একবার থামব। ডিনারটা যেন সত্যিই করা যায়, দেখো, ঠিকাছে?'

'অবশ্যই,' বলল গী। রোজমেরি বলল, 'আগামী সপ্তায়।'

হলওয়ের প্রথম বাঁক পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিল ওরা, তারপর ভেতরে পিছিয়ে এলো । দরজা আটকে দিল।

'দারুণ অবাক হয়েছি,' বলল গী। 'অনেকক্ষণ হয় এসেছে?'

'বেশী না,' বলল রোজমেরি। 'বল তো কী বলেছে ও।'

'কী?'

'আমাকে নাকি ভয়ঙ্কর লাগছে।'

'সেই আদি হাচ,' বলল গী। 'যেখানেই যাবে ফুর্তি বিলোবে।' জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকাল রোজমেরি। 'বেশ, ও আসলে পেশাদার ক্রিপে-হ্যাংগার, হানি,' বলল সে। 'মনে নেই, এখানে আসার আগে কীভাবে আমাদের মন ফেরানোর চেষ্টা করেছিল?'

'মোটেই পেশাদার ক্রিপে-হ্যাংগার না ও,' টেবিল পরিষ্কার করবে বলে কিচেনের দিকে যাবার সময় বলল রোজমেরি।

দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল গী। 'তবে এটা ঠিক সেরা অ্যামেচার,' বলল সে।

কয়েক মিনিট পরে গায়ে কোট চাপিয়ে পত্রিকা আনতে বের হয়ে গেল ।

সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে দশটায় ফোন বেজে উঠল। বিছানায় শুয়ে পড়ছিল

BanglaBook.org

রোজমেরি, ডেনে বসে টেলিভিশন দেখছিল গী। ফোন ধরল সে, খানিক বাদে বেডরুমে নিয়ে এলো ওটা 'হাচ তোমার সাথে কথা বলতে চায়,' বিছানার উপর ফোন রেখে বলল সে। প্লাগ লাগানোর জন্যে সামনে ঝুঁকল। 'বললাম তুমি বিশ্রাম নিচ্ছ, কিন্তু বলল দেরি করা যাবে না।'

রিসিভার তুলে নিল রোজমেরি। 'হাচ?' বলল ও।

'হ্যালো, রোজমেরি,' বলল হাচ। 'আচ্ছা, বলো তো, তুমি কি বাইরে টাইরে যাও, নাকি সারাদিন ঘরেই থাকো?'

'মানে, বাইরে ঠিক যাওয়া হচ্ছে না আমার,' গী-র দিকে চোখ রেখে বলল ও। 'কিন্তু কেন বলো তো?' ওর দিকে তাকাল গী, শুনছে, ভুরু কুঁচকে আছে তার।

'একটা বিষয়ে তোমর সাথে কথা বলতে চাই,' বলল হাচ। 'কাল সকাল এগারটায় সিগ্রাম বিল্ডিংয়ের সামনে আসতে পারবে?'

'হ্যাঁ, তুমি বললে নিশ্চয়ই পারব,' বলল রোজমেরি। 'কী ব্যাপার? এখন বলা যায় না?'

'না বললেই ভালো,' বলল হাচ। 'খুব জরুরি কিছু না, সুতরাং এটা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। তুমি চাইলে আমরা লেট ব্রাঞ্চ বা আর্লি লাঞ্চ করতে পারি।'

'ভালোই হবে তাহলে।'

'গুড। এগারটার সময় সিগ্রাম বিল্ডিংয়ের সামনে।'

'ঠিক। গ্লাভটা পেয়েছো?'

'না, ওরা পায়নি,' বলল হাচ। 'অবশ্য এমনিতেও নতুন একজোড়া কেনার সময় হয়ে গিয়েছিল। গুড নাইট, রোজমেরি। স্লিপ ওয়েল।'

'তুমিও। গুড নাইট।'

ফোন রেখে দিল ও।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল গী।

'সকালে আমার সাথে দেখা করতে চাইছে। আমার সাথে নাকি কী একটা ব্যাপারে আলাপ করতে চায়।'

'কোন ব্যাপারে সেটা বলেনি?'

'কিছুই না।'

মাথা নাড়ল গী। হাসছে। 'মনে হয় ছেলেভোলানো অ্যাডভেঞ্চার গল্পগুলো ওর মাথা খেয়ে নিচ্ছে,' বলল সে। 'কোথায় দেখা করছ?'

BanglaBook.org

'এগারটায় সিগ্রাম বিল্ডিংয়ের সামনে।'

ফোনের প্লাগ খুলে ওটাসহ ডেনের দিকে চলে গেল গী। কিন্তু চট করে ফের ফিরে এলো আবার। 'তুমি প্রেগন্যান্ট, আর আমি পয়সাঅলা,' নাইট টেবিলের উপর ফোন রেখে প্লাগ লাগিয়ে বলল সে। 'আমি বাইরে যাচ্ছি, একটা কোন আইসক্রিম নিয়ে আসছি। খাবে নাকি?'

'ঠিকাছে,' বলল রোজমেরি।

'ভ্যানিলা?'

'ঠিকাছে।'

'যত জলদি পারি আসছি।'

বের হয়ে গেল সে। বালিশে হেলান দিল রোজমেরি। সামনে তাকিয়ে থাকলেও দেখছে না কিছুই, কোলে রাখা বইটার কথা ভুলে গেছে। হাচ কি নিয়ে কথা বলতে চায়? তেমন জরুরি কিছু না, বলেছে সে। কিন্তু সেটা অবশ্যই গুরুত্বহীন কিছুও না, তাহলে এভাবে তলব করত না। জোয়ান সম্পর্কে কিছু? কিংবা ওর সাথে একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকা অন্য মেয়েদের কোনও ব্যাপার?

দূরে ক্যাস্তেভেতদের দরজার বেলটা একবার বেজে ওঠার আওয়াজ পেল ও। গী হতে পারে, ওদের ক্রিম বা সকালের পত্রিকা লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতে গেছে। খুবই ভালো মানুষ।

ওর দেহের ভেতরে প্রবল হয়ে উঠল ব্যাথাটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তিন

পরদিন সকালে হাউস ফোনে মিনিকে এগারটায় শরবত নিয়ে আসতে বলল রোজমেরি, বাইরে যাচ্ছে ও, বারটা বা একটার আগে ফিরবে না।

'বেশ ভালো, মা,' বলল মিনি। 'ভেব না তুমি। সময় ধরে খেতে হবে এমন কোনও কথা নেই, এক সময় খেলেই হলো। তুমি যাও। দিনটা খুবই সুন্দর। টাটকা হাওয়া তোমার উপকারে আসবে। ফিরে এসে বেল বাজিও, তখন শরবত নিয়ে আসব।'

দিনটা আসলেই সুন্দরঃ রোদেলা, ঠাণ্ডা, পরিষ্কার, সতেজকারী। ধীর পায়ে হেঁটে চলল রোজমেরি। হাসতে প্রস্তুত, যেন শরীরের ভেতর ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছে না। মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যালভেশন আর্মি সান্তা ক্লজরা, ঘণ্টা বাজাচ্ছে। বড়দিনের সাজে জানালা সাজিয়েছে দোকাটপাট। পার্ক অ্যাভিনিউতে সেন্টার লাইন ট্রি রয়েছে।

পৌনে এগারটায় সিগ্রাম বিল্ডিংয়ের সামনে পৌঁছুল ও। আগেভাগে এসে পড়ায় হাচের চিহ্ন চোখে পড়ল না। বিল্ডিং ফোরকোর্টের পাশের নিচু দেয়ালে কিছুক্ষণ বসে রইল ও। মুখের রোদের আলো মেখে ব্যস্ত পদশব্দ আর টুকরোটাকরা আলাপ শুনতে ভালো লাগছে। গাড়ি আর ট্রাক চলে যাচ্ছে। মাথার উপর একটা হেলিকপ্টার চক্কর মারছে। ওর কোটের নিচের পোশাকটা–প্রথমবারের মতো সন্তোষজনকভাবে–ওর পেটের উপর চেপে বসেছেঃ লাঞ্চের পর হয়তো ব্লুমিংডালে গিয়ে ম্যাটারনিটি ড্রেস কিনবে। এভাবে হাচ ওকে ঘরের বাইরে আনায় খুশিই হয়েছে ও (কিন্তু কি নিয়ে কথা বলাতে চেয়েছে ও?); যত তীক্ষ্ণ ব্যথাই হোক, এতদিন এভাবে ঘরে বসে থাকার পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না। এখন থেকে এর সাথে যুদ্ধ করবে; হাওয়া আর সূর্যের আলোর সাহায্যে লড়বে, কাজ দিয়ে যুঝবে। মিনি, গী আর রোমানের তোষামুদে যত্নের কাছে হার মানবে না। ব্যথা চলে যাবে, ভাবল ও, চিহ্নও থাকবে না। কিন্তু ওর ইতিবাচক ভাবনা সত্ত্বেও ব্যথা রয়েই গেল।

BanglaBook.org

এগারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে বিল্ডিংয়ের গ্লাসডোরের দিকে এগিয়ে গেল ও। লোকজনের ভীড়ের কিনারে দাঁড়াল। হাচ সম্ভবত ভেতর থেকে আসবে, ভাবল, হয়তো আগে ঠিক করা অ্যাপয়েনমেন্ট সেরে আসছে, নইলে অন্য কোথাও ব্যবস্থা না করে এখানে কেন আসতে বলবে ওকে? যথাসাধ্য ভালোভাবে বেরিয়ে আসা চেহারাগুলো পরখ করে চলল ও। একজনকে দেখে হাচের মতো লাগলেও পরক্ষণেই বুঝল ভুল হয়েছে। তারপর গী-র সাথে পরিচয়ের আগে ডেট করত এমন একজনকে দেখল। এবারও ভুল করল। দেখতেই থাকল ও। একটু পর পর বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করছে। তবে উদ্বিগ্ন নয়, কারণ জানে, দেখতে না পেলেও হাচ ওকে ঠিকই দেখবে।

এগারটা পাঁচেও এলো না সে, দশেও না। পনের মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর ভেতর ঢুকে বিল্ডিংয়ের ডিরেক্টরিতে চোখ বোলাল। ওর মুখে শোনা কারও নাম চোখে পড়লে সেখানে ফোন করে খোঁজ করা যাবে। কিন্তু ডিরেক্টরিটা বিশাল, অসংখ্য নামে ঠাসা; ভালো করে পড়ার উপায় নেই। ওটার জটিল কলামগুলোয় চোখ বোলাল ও, কিন্তু পরিচিত কিছুই নজরে পড়ল না। তাই আবার বের হয়ে এলো ।

নিচু দেয়ালের কাছে এসে ফের আগের মতো বসল। এখন দালানের সামনের দিকে নজর রাখার পাশাপাশি মাঝে মাঝে সাইডওঅক থেকে উঠে যাওয়া সিঁড়ির দিকেও তাকাচ্ছে। কিন্তু হাচের কোনও চিহ্ন নেই, ওকে কোনওদিন দেরি করতে দেখা যায়নি।

এগারটা চল্লিশে আবার বিল্ডিংয়ে ফিরে এলো রোজমেরি। এক মেইনটেন্যান্স ম্যান বেসমেন্টে পাঠাল ওকে। শাদা ইন্সটিটিউশনাল করিডরের শেষ মাথায় কালো আধুনিক চেয়ার, একটা বিমূর্ত ম্যুরাল আর স্টেইনলেস স্টিলের ফোনবুদঅলা একটা আরামদায়ক লাউঞ্জ রয়েছে এখানে। বুদে একট নিগ্রো মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই বের হয়ে এলো সে, ওর দিকে ফিরে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দিল। ভেতরে ঢুকে অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বারে ফোন করল রোজমেরি। পাঁচ বার রিং হওয়ার পর সার্ভিস সাড়া দিল। না, রোজমেরির জন্যে কোনও বার্তা নেই, তবে রুডি হর্নের কাছ থেকে গী-র জন্যে একটা বার্তা আছে। তবে মিস্টার হাচিন্স নয়। আরেকটা কয়েন ছিল ওর কাছে, স্লটে ফেলে হাচিন্সকে ফোন করল। ওর সার্ভিসের হয়তো জানা থাকবে ও কোথায় আছে, ওর জন্যে কোনও মেসেজ

BanglaBook.org

রেখে গেছে কিনা। প্রথম রিংয়েই এক মহিলা অ-পেশাদার 'হ্যাঁ?' বলে সাড়া দিল।

'এডওয়ার্ড হাচিন্সের অ্যাপার্টমেন্ট?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

'হ্যাঁ। কে বলছ?' গলা শুনে মনে হচ্ছে খুব অল্প বয়সী না আবার চল্লিশের কোঠায়ও পৌঁছেনি মহিলা।

রোজমেরি বলল, 'আমি রোজমেরি উডহাউস। মিস্টার হাচিন্সের সাথে এগারটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার। কিন্তু এখনও পৌঁছেনি ও। বলতে পারো, সে আসবে কিনা?'

একটু নীরবতা, তারপর আরও নৈঃশব্দ্য। 'হ্যালো?' বলল রোজমেরি।

'তোমার কথা বলেছে হাচ, রোজমেরি,' বলল মহিলা। 'আমার নাম গ্রেস কার্ডিফ। ওর বন্ধু। গতরাতে, কিংবা ঠিক করে বললে ভোরের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও।'

ধক করে উঠল রোজমেরির বুক। 'অসুস্থ হয়ে পড়েছে?' জানতে চাইল ওল।

'হ্যাঁ, গভীর কোমায় আছে এখন। এখনও কারণ বের করতে পারেনি ডাক্তাররা। সেইন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালে আছে ও।'

'হায় খোদা,' বলল রোজমেরি, 'কাল রাত সাড়ে দশটার দিকেও তো কথা বললাম ওর সাথে, গলা শুনে তো ভালোই মনে হয়েছিল।'

'এরপর পরই কথা বলেছি আমি,' বলল গ্রেস কার্ডিফ। 'আমার কাছেও সুস্থই মনে হয়েছে। কিন্তু ওর ঝাড়ুদার মহিলা সকালে শোবার ঘরের মেঝেতে অচেতন অবস্থায় পেয়েছে ওকে।'

'কারণটা বলতে পারছে না ওরা?'

'এখনও না। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি জানা কঠিনও। আশা করছি শিগগিরই জানতে পারবে। তখন ওর চিকিৎসা করতে পারবে। এই মুহূর্তে একেবারেই সাড়া শব্দ নেই।'

'কী ভয়ঙ্কর,' বলল রোজমেরি। 'আগে তো কখনও এমন হয়নি ওর?'

'কখনও না,' বলল গ্রেস কার্ডিফ। 'এখন হাসপাতালে যাচ্ছি, তোমার কোনও নাম্বার থাকলে আমাকে দিতে পারো, খবর থাকলে জানাব।'

'ও, ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি। অ্যাপার্টমেন্ট নাম্বার দিল ওকে। ওর সাহায্য করার মতো কিছু আছে কিনা জানতে চাইল।

BanglaBook.org

‘তেমন কিছু না আসলে,’ বলল গ্রেস কার্ডিফ। ‘মাত্র ওর মেয়েদের খবর দিলাম, এছাড়া আর কিছু করার ছিল না। অন্তত যতক্ষণ ওর জ্ঞান ফিরছে। কিছু থাকলে তোমাকে জানাব।’

সিগ্রাম বিল্ডিং থেকে বের হয়ে ফোরকোর্ট ধরে আগে বাড়ল ও, সিঁড়ি বেয়ে নেমে ফিফটি থার্ড অ্যাভিনিউর মাঝখানে চলে এলো। পার্ক অ্যাভিনিউ পার হয়ে ধীর পায়ে ম্যাডিসনের দিকে এগোল। মনে মনে হাচ বেঁচে উঠবে নাকি মরে যাবে, ভাবছে। আবার এমন কাউকে পাবে কিনা (একদম স্বার্থপর ভাবনা) যার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায়। গ্রেস কার্ডিফের কথাও ভাবল ও। বয়স্কা এবং আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। হাচের সাথে তার মধ্যবয়সের কোনও রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? মনে মনে সেরকমই আশা করল ও। হয়তো মৃত্যুর এই কড়া নাড়া–কড়া নাড়াই হবে; মৃত্যু নয়–ওদের সম্পর্কটাকে বিয়ের দিকে ঠেলে দেবে। শেষ পর্যন্ত শাপে বর প্রমাণিত হবে। হয়তো। হয়তো।

ম্যাডিসন পার হলো ও। ম্যাডিসন আর ফিফথ অ্যাভিনিউর মাঝামাঝি কোথাও হঠাৎ আবিষ্কার করল একটা জানালার দিকে তাকিয়ে আছে ও, ওখানে ছোট একটা ক্রিচে মেরি আর শিশু জেসাস, জোসেফ ও তিন ম্যাজাই, রাখাল ও আস্তাবলের পশুপাখির পোর্সেলিন মূর্তি স্পটলাইটে সাজানো হয়েছে। কমনীয় দৃশ্য দেখে মৃদু হাসল ও। অর্থ আর আবেগে ভরা এই ছবি ওর সংশয়ী মনে টিকে গেছে। তারপরই জানালার কাঁচে নেটিভিটির ঝুলন্ত পর্দায় যেন নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল ও। হাসছে, কঙ্কালের মতো গর্তে বসে গেছে ওর গাল, চোখে কালি পড়েছে। গতকাল হাচকে সতর্ক করে তুলেছিল এটা। এবার ওকে সতর্ক করে তুলল।

‘বেশ, একেই বলে কাকতালের লম্বা হাত!’ রোজমেরি ঘুরে দাঁড়াতেই শাদা মক-লেদার কোট, লাল টুপি আর গলায় চেইনে ঝোলানো চশমাসহ হাজির হলো মিনি। ‘আপনমনে বলছিলাম, “রোজমেরি যতক্ষণ বাইরে আছে আমারও বাইরে যাওয়া উচিত, ক্রিসমাস শপিংয়ের বাকি কাজটুক সেরে ফেলি।” আর অমনি তুমি হাজির, আমিও। মনে হচ্ছে আমরা দুজন একই রকম, একই জায়গায় যাই, একই কাজ করি! আরে, কী ব্যাপার? তোমাকে মনমরা লাগছে যেন।’

‘এইমাত্র একটা খারাপ খবর শুনে এলাম,’ বলল রোজমেরি। ‘আমার এক বন্ধু খুবই অসুস্থ হয়ে এখন হাসপাতালে।’

BanglaBook.org

‘বলো কি,’ বলল মিনি। ‘কে?’

‘ওর নাম এডওয়ার্ড হাচিন্স,’ বলল রোজমেরি।

‘কাল বিকেলে রোমানের সাথে পরিচয় হলো যার? আরে, ওর প্রশংসায় তো ঘণ্টা পার করে-দিয়েছে ও! খুবই করুণ! কী হয়েছে তার?’

বলল রোজমেরি।

‘হায় খোদা,’ বলল মিনি। ‘আশা করি বেচারা লিলি গার্ডেনিয়ার মতো হবে না! ডাক্তাররা কিছুই বলতে পারছে না? যাহোক, অন্তত স্বীকার গেছে, সাধারণত ওরা অজানা ব্যাপারগুলোকে একগাদা ভারি ভারি লাতিন শব্দে আড়াল করে। আমার মতামত চাইলে বলব, মাহাকাশচারীদের পেছনে গচ্চা দেওয়া টাকাগুলো চিকিৎসার গবেষণার পেছনে খরচ করলে অনেক বেশী ভালো থাকতে পারতাম আমরা। তুমি ঠিক আছো তো, রোজমেরি?’

‘ব্যথাটা আরও খারাপের দিকে বাঁক নিয়েছে,’ বলল রোজমেরি।

‘আহা, বেচারা। আমার কি মনে হয় জানো? এখন আমাদের ঘরে ফেরা দরকার। তুমি কি বলো?’

‘না, না, তুমি তোমার বড়দিনের কেনাকাটা শেষ করো।’

‘আরে রাখ,’ বলল মিনি, ‘এখনও দুই সপ্তাহ সময় আছে। কান চেপে ধরো।’ হাত মুখের কাছে চোঙের মতো করে ফু দিয়ে একটা গোল্ড-চেইনের ব্রেসলেটের হুইসলে তীক্ষ্ণ বাঁশি বাজাল সে। একটা ট্যাক্সি এগিয়ে এলো ওদের দিকে। ‘সার্ভিসের জন্যে কেমন ওটা?’ জিজ্ঞেস করল সে। ‘বিরাট একটা চেকার ওয়ানও বটে।’

একটু বাদেই আবার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলো রোজেমেরি। নীল-সবুজ বোতল থেকে তেতো শরবতটা খেল। সন্তোষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মিনি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

চার

মাংস তেমন একটা খেত না ও; এখন বলতে গেলে কাঁচা-সেদ্ধ করে খেতে হচ্ছে, স্রেফ রেফ্রিজারেটরের শীতলতা তাড়াতে ও রস বন্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সময়টুকুই চুলোয় রাখা হচ্ছে।

ছুটি শুরু হওয়ার আগের কটি সপ্তাহ আর খোদ ছুটির সময়টুকু রীতিমতো হতাশাজনক হয়ে উঠল। অসহনীয় হয়ে উঠল ব্যথাটা। অনেক সময় এতই প্রবল হয়ে উঠছে যে রোজমেরির প্রতিহত করার কোনও কেন্দ্রকে পর্যন্ত অবশ করে দিচ্ছে, ফলে ডাক্তার সেপারস্তেইনের কাছে, এমনকি নিজের ভাবনায়ও ব্যথার কথা বলা থেকে বিরত থাকছে। প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। এতদিন পর্যন্ত ব্যথাটা ওর ভেতরে ছিল, এখন নিজেই ব্যথার ভেতরে ঢুকে পড়েছে যেন। ব্যথাই এখন ওর চারপাশের পরিবেশ, সময়, গোটা জগৎ। অসাড়, ক্লান্ত রোজেমেরি আরও বেশী হারে ঘুমাতে শুরু করল, খেতে লাগল বেশী বেশী, অনেক বেশী পরিমাণ কাঁচা মাংস।

যা করতেই হতো তাই লাগল ও: রান্না করছে, ধোয়ামোছা করছে, পরিবারের কাছে ক্রিসমাস কার্ড পাঠাচ্ছে–ফোন করার মতো মানসিক অবস্থা নেই ওরা–এলিভেটর ম্যান, ডোরম্যান, পোর্টার আর নিকুলাসকে দেওয়ার জন্যে খামে নতুন টাকা ভরে রাখছে। খবর কাগজ পড়ে ছাত্রদের ড্রাফ্‌ট কার্ড পোড়ানো, শহর-ব্যাপী পরিবহন ধর্মঘটের সংবাদে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। এইসব খবর যেন কল্পনার কোনও জগতের, কিছুই বাস্তব নয়, কেবল ওর ব্যথা ছাড়া। মিনি আর রোমানের জন্যে বড়দিনের উপহার কিনেছে গী। নিজেদের জন্যে কোনও কিছু না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মিনি আর রোমান কোস্টার দিয়েছে ওদের।

বেশ কয়েক বার সিনেমায় গেলেও বেশীর ভাগ দিন সন্ধ্যায় ঘরেই থাকছে কিংবা হলের ওপাশে মিনি আর রোমানের অ্যাপার্টমেন্টে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ওখানে ফাউন্টেন, গিলমোর আর উইস নামে দম্পতি এবং মিসেস সাবাতানি নামে এক মহিলার সাথে পরিচয় হয়েছে। সব সময় একটা বেড়াল নিয়ে আসে সে। আর অবসরপ্রাপ্ত দাঁতের ডাক্তার শ্যান্ড, রোজেমেরির মাদুলির চেইনটা তারই তৈরি। এরা সবাইই বয়স্ক লোকজন, অবস্থা সুবিধার নয় দেখে রোজমেরির সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করে, উৎকণ্ঠা দেখায়। লরা-লুইজিও থাকে ওখানে। অনেক সময় ডাক্তার সেপারস্তেইন যোগ দেয়। রোমান বেশ প্রাণবন্ত মেজবান। মদ ঢেলে দেয়, নতুন নতুন আলাপের প্রসঙ্গ তোলে। নিউ ইয়ার্স ইভে টোস্টের প্রস্তাব করল, 'প্রথম বছর ১৯৬৬ সালের উদ্দেশে।' রোজমেরিকে ধন্দে ফেলে দিল কথাটা। যদিও অন্যরা বুঝে মেনে নিয়েছে বলে মনে হলো। মনে হলো সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক প্রসঙ্গটা ধরতে পারেনি ও–তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। সাধারণত তাড়াতাড়িই ফিরে আসে ওরা দুজন। ওকে বিছানায় শুইয়ে ফিরে যায় গী। মহিলাদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় ও, ওকে ঘিরে থাকে ওরা, ওর কৌতুকে হাসে।

আগের মতোই গভীর আর বিস্ময়কর কোমায় রয়ে গেছে হাচ। প্রত্যেক সপ্তায় ফোন করে গ্রেস কার্ডিফ। 'না, কোনও পরিবর্তন নেই, একটুও না,' বলে সে। 'এখনও কিছু বলতে পারছে না ওরা। আগামীকাল সকালেও জেগে উঠতে পারে, কিংবা আরও গভীর কোমায় চলে যেতে পারে, তাহলে আর ফিরে আসবে না।'

দু'বার সেইন্ট ভিনসেন্ট হসপিটালে গেল রোজমেরি, হাচের খাটের পাশে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে চেয়ে রইল ওর দিকে। শ্বাসপ্রশ্বাস বোঝা যায় কি যায় না। জানুয়ারির প্রথম দিকে দ্বিতীয় দফায় ওর মেয়ে ডোরিস ছিল ওখানে। জানালার পাশে বসে সেলাইয়ের কাজ করছিল। হাচের অ্যাপার্টমেন্টে বছরখানেক আগে ওর সাথে পরিচয় হয়েছিল রোজমেরির। ছোটখাট আমুদে মহিলা, সুইডিশ বংশোদ্ভূত এক গাইনোকোলজিস্টকে বিয়ে করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ওকে দেখে পরচুলা পরা ছোটখাট হাচের মতো লাগে।

রোজমেরিকে চিনতে পারেনি ডরিস। রোজমেরি নতুন করে নিজের পরিচয় দেওয়ার পর বিব্রতভাবে ক্ষমা চাইল সে।

'কোনওই দরকার নেই,' হেসে বলল রোজমেরি। 'আমার বিশ্রী চেহারার কথা জানা আছে।'

'উঁহু, তোমার কোনও পরিবর্তন হয়নি,' বলল ডরিস। 'আমি আসলে কারও চেহারা মনে রাখতে পারি না। সত্যি বলতে কি নিজের ছেলেমেয়েদের চেহারাও ভুলে যাই।'

সুই সুতো নামিয়ে রাখল সে। ওর পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল রোজমেরি। হাচের শারীরিক অবস্থা আলোচনা করল ওরা। এক নার্সকে ওর বাহুতে লাগানো ঝুলন্ত বোতল বদলে দিতে দেখল

নার্স যাবার পর রোজমেরি বলল, 'আমাদের অবসট্রিশিয়ান কিন্তু একই।' এরপর রোজমেরির প্রেগন্যান্সি আর ডাক্তার সেপারস্তেইনের দক্ষতা আর নামডাক নিয়ে আলোচনা করল ওরা। ডাক্তার রোজমেরিকে হর সপ্তাহে দেখছে শুনে অবাক হলো ডোরিস। 'আমাকে তো মাসে মাত্র একবার দেখত,' বলল সে। 'অবশ্য, সেটা সময়ের শেষনাগাদ পর্যন্ত। এরপর দুই সপ্তাহে একবার। এবং পরে, শেষ মাসে সপ্তাহে একবার। আমার তো মনে হয় এটাই যথেষ্ট।'

বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না রোজমেরি। সহসা আবার ডোরিসকে কেমন যেন বিব্রত দেখাল। 'তবে আমার ধারণা প্রত্যেকটা প্রেগন্যান্সিই একটা নতুন ব্যাপার,' কুশলী হওয়ার ঘাটতি পূরণ করার ভঙিতে হেসে বলল সে।

'আমাকেও একথাই বলেছে সে,' বলল রোজমেরি।

সেদিন সন্ধ্যায় গী-কে ডক্টার সেপারস্তেইন যে ডোরিসকে মাসে একবার দেখত, সেকথা জানাল ও। 'আমার মনে হয় কোনও সমস্যা আছে,' বলল ও। 'সেটা গোড়া থেকেই জানে সে।'

'বোকার মতো কথা বলো না,' বলল গী। 'তেমন কিছু হলে বলত। আমাকে তো অবশ্যই বলত।'

'বলেছে? তোমাকে কিছু বলেছে?'

'অবশ্যই না, রো। খোদার কসম।'

'তাহলে প্রতি সপ্তাহে আমাকে ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে কেন?'

'হয়তো এখন এভাবেই কাজ করে সে। কিংবা হয়তো তোমাকে ভালো করে দেখছে, কারণ তুমি মিনি আর রোমানের বন্ধু।'

'না।'

'বেশ, আমি জানি না, ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো,' বলল গী। 'হয়তো ওর চেয়ে তোমাকে দেখে বেশী ভালো লাগে ওর।'

BanglaBook.org

দুদিন পরে ডাক্তার সেপারস্তেইনকে জিজ্ঞেস করল ও। 'রোজমেরি, রোজমেরি,' ওকে বলল ডাক্তার, 'তোমার বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে কী বলেছিলাম? বলিনি, প্রত্যেকটা প্রেগন্যান্সিই আলাদা?'

'হ্যাঁ, কিন্তু–'

'আর চিকিৎসাও ভিন্ন হতে হবে। আমার কাছে আসার আগে ডোরিস অ্যালবার্টের দুবার ডেলিভারি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ওর কোনও সমস্যাও ছিল না। নতুনদের মতো নিবিড় মনোযোগের দরকার ছিল না ওর।'

'নতুনদের তুমি কি সব সময়ই সপ্তাহে একবার করে দেখ?'

'চেষ্টা করি,' বলল ডাক্তার। 'অনেক সময় পারি না। তোমার কোনও সমস্যা নেই, রোজমেরি। শিগরিরই ব্যথা দূর হয়ে যাবে।'

'কাঁচা মাংস খাচ্ছি এখন, স্রেফ একটু গরম করে,' বলল ও।

'অস্বাভাবিক আর কিছু?'

'না,' একটু থমকে গিয়ে বলল ও, এটাই কি যথেষ্ট না?

'যা ইচ্ছে খেতে পারো,' বলল ডাক্তার। 'বলেছি তো, অদ্ভুত সব ইচ্ছে হবে তোমার। কাগজ খায় এমন মহিলাও দেখেছি। কোনও চিন্তা করো না। আমি রোগিদের কাছে কিছু লুকোই না, তাতে জীবন অনেক জটিল হয়ে যায়। তোমাকে সত্যি কথাই বলছি। ঠিকাছে?'

মাথা দোলাল ও।

'আমার হয়ে মিনি আর রোমনাকে শুভেচ্ছা দিও,' বলল সে। 'গীকেও।'

দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল... দ্বিতীয় দফা পড়তে শুরু করল ও। এদিকে গী যাতে মহড়ায় পরতে পারে সেজন্যে লাল-কমলা ডোরা কাটা মাফলার বোনার কাজে হাত দিল। ট্রানজিট স্ট্রাইক শুরু হলেও ওদের তেমন একটা সমস্যা হচ্ছে না, কারণ বেশীর ভাগ সময়ই বাড়িতেই থাকছে ওরা। বিকেলে বে-উইন্ডোর জানালা দিয়ে মানুষের ধীর গতির ধারা দেখে ওরা। 'হাঁটো, চাষার দল!' বলে গী। 'হেঁটেই ঘরে যাও, জলদি!'

ডাক্তার সেপারস্তেইনকে কাঁচা মাংস খাওয়ার কথা জানানোর পরপরই একদিন ভোর সোয়া চারটায় রান্নাঘরে কাঁচা রক্ত ঝরা মুরগীর কলজে খাচ্ছে, আবিষ্কার করল রোজমেরি। টোস্টারের গায়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল ও, ওর চলমান ছায়া নজর কেড়ে নিল। নিজের হাতের দিকে তাকাতেই হাতে ধরা রক্ত ঝরা কলজের অবশিষ্টাংশের দিকে চোখ গেল।

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত বাদেই কলজেটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিল। হাত ধুয়ে চলমান পানিতে বমি করে বের করে দিল সবটুকু।

বমি শেষ করে খানিকটা পানি খেল ও। হাত-মুখ ধুলো, স্প্রে অ্যাটাচমেন্ট দিয়ে সিংকের ভেতরটা পরিষ্কার করে ফেলল। কল বন্ধ করে হাতমুখ মুছে কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ভাবছে। এবার ড্রয়ার থেকে মেমো প্যাড আর পেন্সিল বের করে টেবিলের কাছে এসে লিখতে শুরু করল।

সাতটা বাজার আগে আগে পাজামা পরে হাজির হলো গী।

টেবিলের উপর *লাইফ কুকবুক* রেখে একটা রেসিপি নকল করছিল ও।

'কী করছ?' ওকে জিজ্ঞেস করল গী।

ওর দিকে তাকাল রোজমেরি। 'মেনু ঠিক করছি,' বলল। 'পার্টির জন্যে। বাইশে জানুয়ারি আরেকটা পার্টি করব আমরা। আগামী শনিবারের এক সপ্তাহ পরে।' টেবিলে রাখা বেশ কয়েকটা চিরকুটের দিকে তাকাল ও। তারপর একটা তুলে নিল। 'এলিসি ডান্সটান আর ওর স্বামীকে দাওয়াত করছি,' বলল ও। 'জোয়ান আর ওর ডেটকে। জেনি আর টাইগার। অ্যালেন আর ওর প্রেমিকা। লিয়ন আর ক্লডিয়া, চেন আর ওয়েন্ডেলদের, ডি বার্টিলন আর ওর প্রেমিকাকে। তোমার আপত্তি না থাকলে। মাইক ও পেদ্রো, বব ও থিয়া গুডম্যান। ক্যাপদেরও,' ক্যাপদের ফ্ল্যাটের দিকে ইশারা করল ও। 'আর ডোরিস ও অ্যাস্কেল অ্যালেন, মানে হাচের মেয়ে, যদি আসে।'

'জানি,' বলল গী।

কাগজটা নামিয়ে রাখল ও। 'মিনি আর রোমানকে দাওয়াত করছি না,' বলল ও। 'লরা-লুইজিকেও না। ফাউন্টেন, গিলমোর আর উইৎসদেরও না। ডাক্তার সেপারস্তেইনও বাদ। এটা খুবই স্পেশাল পার্টি। দাওয়াত পেতে হলে ষাট বছরের নিচে বয়স হতে হবে তোমার।'

'ওফ!,' বলল গী। 'একটু আগে মনে হচ্ছিল বুঝি চান্সই মিলবে না।'

'আরে, তুমি চান্স পেয়ে গেছ,' বলল রোজমেরি। 'তুমি তো বারটেন্ডার।'

'বেশ,' বলল গী। 'একে কি দারুণ বুদ্ধি মনে হচ্ছে তোমার?'

'আমার তো মনে হয় গত কয়েক মাসে এত ভালো বুদ্ধি আমার মাথায় আসেনি।'

BanglaBook.org

'তার আগে ডাক্তার সেপারস্তেইনকে একবার দেখিয়ে নেওয়া দরকা ছিল না?'

'কেন? আমি কেবল একটা পার্টি দিচ্ছি। ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতা কাটতে বা অন্নপূর্ণা বাইতে যাচ্ছি না।

সিঙ্কের কাছে গিয়ে কল খুলল দিল গী একটা গ্লাস ধরল ওটা নিচে 'আমি তখন রিহার্সালে থাকব, জানো তুমি,' বলল সে 'সতে তারিখে শুরু হবে আমাদের

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না,' বলল রোজমেরি 'স্রেফ ঘরে ফিরে এসে ফুর্তি করবে।'

'আর বার দেখব.' কল বন্ধ করে গ্লাসটা একটু উঁচু করে পানি খেল গী।

'একজন বারটেন্ডার যোগাড় করে নেব আমরা,' বলল রোজমেরি। 'জোয়ান আর ডিকের একজন আছে তোমার ঘুমের সময় হলে সব কটাকে ভাগিয়ে দেব।'

ঘুরে ওর দিকে তাকাল গী।

'ওদের সাথে দেখা করতে চাই আমি,' বলল রোজমেরি। 'মিনি আর রোমান না। মিনি আর রোমানকে দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত।'

ওর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল গী মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে তারপর আবার ওর দিকে তাকাল। 'তোমার ব্যথার কী অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল সে।

শুষ্ক হাসি দিল ও। 'শোননি তুমি?' বলল, 'দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাবে। ডাক্তার সেপারস্তেইন তাই বলেছে আমাকে।'

অ্যালেনরা ছাড়া সবাই এলো হাচের খারাপ অবস্থার কারণে আসতে পারেনি ওরা চেনরাও চার্লি চ্যাপলিনের ছবি তুলতে লন্ডনে যাচ্ছে, তাই আসতে পারেনি বারটেন্ডার পাওয়া গেল না, তবে রোজমেরিকে তার পরিচিত আরেকজনের কাছে নিয়ে গেল সে। ফিকালা বাদামী রঙের মখমল হোস্টেস ড্রেস ক্লিনারের দোকানে দিল রোজমেরি, চুল ঠিক করতে অ্যাপয়েনমেন্ট করল; তারপর মদ আর লিকার আইকিউব ও চুপে নামে চিলিয়ান সী-ফুড ক্যাসারলের বিভিন্ন উপকরণেরও ফরমাশ দিল।

পার্টির আগের বৃহস্পতিবার সকালে শরবত নিয়ে এলো মিনি। রোজমেরি তখন ক্রাবমিট আর চিংড়ির লেজ আলগা করছিল। 'খুব

ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে,' রান্নাঘরের দিকে নজর বুলিয়ে বলল মিনি। 'ব্যাপার কী?'

দরজার মুখে ঠাণ্ডা ডোরা কাটা গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে ওকে জানাল রোজমেরি। 'ফ্রিজে রেখে শনিবার দিন সন্ধ্যায় ফের গলাব,' বলল ও। 'কয়েকজন মেহমান আসবে।'

'বাহ, লোকজেনকে দাওয়াত করার মতো ভালো বোধ করছ তাহলে?' জানতে চাইল মিনি।

'হ্যাঁ, করছি,' বলল রোজমেরি। 'এরা আমার পুরেনো বন্ধু, অনেক দিন দেখা হয় না। আমি যে প্রেগন্যান্ট, তাই জানে না ওরা।'

'চাইলে খুশি মনেই তোমাকে সাহায্য করব,' বলল মিনি। 'খাবার পরিবেশনে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'ধন্যবাদ, তোমার অনেক দয়া,' বলল রোজমেরি। 'কিন্তু আমি একাই সামাল দিতে পারব। বুফে করছি। করার মতো তেমন কিছু নেই।'

'কোট নিতে সাহায্য করতে পারি।'

'সত্যিই লাগবে না, মিনি। এমনিতেও আমার জন্যে অনেক করছ। সত্যি।'

মিনি বলল, 'ঠিকাছে, তবে মত পাল্টালে জানিয়ো। খাও। এখুনি শরবতটা খেয়ে নাও।'

গ্লাসের দিকে তাকাল রোজমেরি। 'না খেলেই ভালো,' বলে মিনির দিকে তাকাল ও। '*এখনই না।* একটু পরে খেয়ে গ্লাসটা তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।'

মিনি বলল, 'ফেলে রাখা যাবে না।'

'বেশীক্ষণ লাগবে না,' বলল রোজমেরি। 'তুমি যাও। পরে গ্লাসটা দিয়ে আসব।'

'আমি অপেক্ষা করছি, যাতে তোমাকে হাঁটতে না হয়।'

'তেমন কিছুই করবে না তুমি,' বলল রোজমেরি। 'রান্নার সময় কেউ দেখলে খুবই নার্ভাস লাগে আমার। পরে বাইরে যাব আমি, তোমাদের ফ্ল্যাটের পাশ দিয়েই যেতে হবে।'

'বাইরে যাচ্ছ?'

'কেনাকাটা আছে। এবার ভাগো। তুমি সত্যিই আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছ।'

BanglaBook.org

পিছিয়ে গেল মিনি। 'বেশী দেরি করো না,' বলল সে। 'ভিটামিন নষ্ট হয়ে যাবে।'

দরজা আটকে দিল রোজমেরি। রান্নাঘরে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ও। গ্লাসটা হাতে ধরে রেখেছে। তারপর সিঙ্কের কাছে এসে ফিকে সবুজ শরবতটুকু ক্ষীণ ধারায় ঢেলে দিল।

নিজের উপর খুশি হয়ে গুনগুন করতে করতে 'চুপে' শেষ করল ও। ডেকে ফ্রিজ কম্পার্টমেন্টে রাখার পর দুধ, ক্রিম ডিম, চিনি আর শেরি দিয়ে নিজ হাতে শরবত বানাল । একটা কাভারড জারে শেক করার পর বেশ স্বাদু হয়েছে বলেই মনে হলো। 'দাঁড়াও, ডেভিড বা আমান্ডা,' বলল ও। শরবতটা খেতে দারুণ লাগল ওর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

সাড়ে নটার খানিক পর একবার মনে হলো বুঝি কেউই আর আসছে না। আগুনে আরেকটা কয়লা ফেলল গী। টংটা রেক করে রুমালে হাত মুছল ও। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যথা নিয়েই মাত্র সাজানো চুল, বাদামী ভেলভেট আর বেডরুম ডোরের পাশে দাঁড়ানো বারটেন্ডারের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রোজমেরি। লেবুর খোসা, ন্যাপকিন আর বোতল দিয়ে করার মতো একটা কাজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে সে। রেনাতো নামের বেশ স্বচ্ছল চেহারার ইতালিয়। দেখে মনে হবে বুঝি কেবল অবসর কাটানোর জন্যেই বারটেন্ড করে সে, এরচেয়ে বেশী বোর বোধ করলেই বিদায় নেবে।

ঠিক তখনই এলো ওয়েন্ডেলরা—ডেট ও ক্যারল—এর এক মিনিট পর স্বামী হিউসহ এলিসি ডান্সট্যান; ওর স্বামী একটু খোঁড়াচ্ছে। এরপর গী-র এজেন্ট অ্যালান স্টোন, সাথে অসাধারণ সুন্দরী এক কৃষ্ণাঙ্গী মডেল রেইন মরগী আর জেনি ও টাইগার, লো ও ক্লডিয়া কমফোর্ট এবং ক্লডিয়ার ভাই স্কট।

কোটগুলো খাটের উপর রাখল গী। চট করে ড্রিঙ্ক মেশাল রেনাতো, এখন ওকে আর ততটা বোর লাগছে না। একে একে সবার দিকে ইশারা করে পরিচয় করিয়ে দিল রোজমেরি। 'জেনি, টাইগার, রেইন, অ্যালেন, এলিসি, হিউ, ক্যারল, টেড ক্লডিয়া আর লু এবং স্কট।'

বব আর থিয়া গুডম্যান আরেক জোড়াকে নিয়ে এসেছে। পেগি আর স্ট্যান কীলার। 'অবশ্যই ঠিক আছে,' বলল রোজমেরি। 'বোকার মতো কথা বলো না, লোক যত বেশী হবে মজাও তত বেশী!' বিনা কোটে এলো ক্যাপরা। 'কী একটা যাত্রা!' বলল মিস্টার ক্যাপ (বার্নার্ড হবে)। 'বাস, তারপর তিনটা ট্রেইন, তারপর আবার ফেরি! পাঁচ ঘণ্টা আগে বেরিয়েছি আমরা!'

BanglaBook.org

'একটু ঘুরে দেখি?' বলল ক্লডিয়া 'বাকিটুকু এত সুন্দর হলে নিজের গলা কেটে ফেলব

উজ্জ্বল লাল গোলাপের তোড়া নিয়ে এসেছে মাইক আর পেদ্রো রোজমেরির গালে চিবুক ছুঁইয়ে বিড়বিড় করে পেদ্রো বলল, 'তোমাকে যেন ঠিক মতো খাওয়ায় ও, বেবি, দেখে আয়োডিনের বোতলের মতো লাগছে তোমাকে।'

রোজমেরি বলল, 'ফিলিস, বার্নার্ড, পেগি, স্ট্যান, থিয়া, লু, স্কট, ক্যারল...

গোলাপগুলো রান্নাঘরে নিয়ে এলো ও ড্রিঙ্ক হাতে ভেতরে এলো এলিসি। অভ্যাস বদলানোর জন্যে সিগারেট খাওয়ার ভান করল। 'তুমি অনেক ভাগ্যবান,' বলল সে। 'এমন অসাধারণ অ্যাপার্টমেন্ট আর চোখে পড়েনি। রান্নাঘরটা দেখেছ? তুমি ঠিক আছো তো, রোজ? তোমাকে একটু কাহিল দেখাচ্ছে।'

'কমিয়ে বলায় ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি 'ঠিক নেই আমি, তবে ঠিক হয়ে যাব। প্রেগন্যান্ট তো।'

'তাই নাকি! বলো কি! কবে থেকে?'

'আটাশে জুন গত শুক্রবার পাঁচ মাসে পড়েছি

'দারুণ!' বলল এলিসি 'সি.সি. হিলকে কেমন লাগে? ওয়েস্টার্ন ওঅর্ল্ডের স্বপ্নপুরুষ না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওকে দেখাচ্ছি না আমি,' বলল রোজমেরি 'সেপারস্তেইন নামে এক বয়স্ক ডাক্তার দেখছে আমাকে

'কেন? হিলের চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো নয় সে!'

'বেশ, ভালোই নামডাক আছে তার, তাছাড়া সে আমাদের বন্ধুদের বন্ধু

ভেতরে উঁকি দিল গী।

এলিসি বলল, 'ওয়েল, কংগ্র্যাচুলেশন্স, ড্যাড

'থ্যাংকস,' বলল গী 'এখানে আমাদের কিছু করার নেই রো, তোমার জন্যে ডিপ নিয়ে আসব?'

'ও, হ্যাঁ, আনো গোলাপগুলো দেখেছ! মাইক আর পেদ্রো এনেছে

টেবিলের উপর থেকে ক্র্যাকারের ট্রে আর ফিকে গোলাপি ডিপের একটা বাউল তুলে নিল গী 'অন্যটা নেবে তুমি?' এলিসিকে বলল ও

BanglaBook.org

'নিশ্চয়ই,' বলে দ্বিতীয় গামলাটা নিয়ে ওকে অনুসরণ করল এলিসি।

'এক মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি,' চিৎকার করে বলল রোজমেরি।

পের্শিয়া হেইন্স নামে এক অভিনেত্রীকে নিয়ে এসেছে ডী বার্টিলন। ফোন করে জোয়ান জানাল বন্ধুকে নিয়ে অন্য একটা পার্টিতে আটকা পড়ে গেছে সে, আধা ঘণ্টার ভেতর এসে পড়বে ওরা।

টাইগার বলল, 'তুমি তো মহাখচ্চর সব কথা গোপন করে রেখেছ!' রোজমেরিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল সে।

'কে প্রেগন্যান্ট?' জানতে চাইল কেউ একজন, অন্য একজন জবাব দিল, 'রোজমেরি।'

গোলাপের একটা ফুলদানি ম্যান্টেলের উপর রাখল ও। 'কংগ্র্যাচুলেশনস!' বলল রেইন মরগী। 'বুঝতে পারছি, তুমি প্রেগন্যান্ট।' অন্য ফুলদানিটা রাখল ড্রেসিং টেবিলের উপর। ফিরে আসার পর রেনাতো একটা স্কচ বানিয়ে ওকে দিল। 'প্রথমদিকে কড়া করে বানাই আমি,' বলল সে। 'যাতে সবাই খুশি থাকে। তারপর হালকা বানিয়ে বাঁচাই।'

মাথার উপর দিয়ে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল মাইক। হেসে মুখ দিয়ে ধন্যবাদের ভঙ্গি করল রোজমেরি।

'ট্রেঞ্চ সিস্টাররা এখানেই থাকত,' বলল কে যেন।

বার্নার্ড ক্যাপ বলল, 'আদ্রিয়ান মারকাতো আর কিথ কেনেডিরাও।'

'পার্ল এমসরাও,' বলল ফিলিস ক্যাপ।

'ট্রেন্ট সিস্টারস?' প্রশ্ন করল জিমি।

'ট্রেঞ্চ,' ফিলিস বলল, 'নিজেদের বাচ্চা খেয়ে ফেলেছিল ওরা।'

'ওটা কিন্তু কথার কথা না,' প্রেদ্রো বলল,'সত্যি সত্যি!'

ব্যথা আরও প্রবল হয়ে ওকে ঘিরে ধরায় চোখ বুজে দম আটকে রাখল রোজমেরি। শরবতের কারণে হয়তো। ওটা নামিয়ে রাখল।

'তুমি ঠিক আছো?' ক্লডিয়া জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ঠিক আছি,' বলে হাসল ও। 'এক মুহূর্তের জন্যে ঝিম ধরে গিয়েছিল।'

টাইগার, পোর্শিয়া হাইন্স আর ডীর সাথে কথা বলছিল গী। 'এখনই বলার জো নেই,' বলল সে। 'মাত্র ছয় দিন হলো রিহার্সাল শুরু করেছি অবশ্য, পড়তে যেমন লাগে নাটকটা তারচেয়ে অনেক ভালো।

BanglaBook.org

'এরচেয়ে খারাপ হতে পারে না,' বলল টাইগার। আচ্ছা সেই লোকটার কী হলো? এখনও অন্ধ?'

'জানি না,' বলল গী।

পোর্শিয়া বলল, 'ডোনাল্ড বমগার্ত? ওকে চেন, টাইগার। এই ছেলেটার সাথেই থাকে জো পাইপার।'

'আচ্ছা, তাই?' টাইগার বলল। 'আমার পরিচিত, জানতাম না।'

'দারুণ একটা নাটক লিখছে সে,' বলল পোর্শিয়া। 'অন্তত প্রথম দুটো দৃশ্য তো অসাধারণ। সত্যিই জ্বলন্ত রোষ। ঠিক সফল হওয়ার আগে অসবর্নের মতো।'

রোজমেরি বলল, 'সে কি এখনও অন্ধ?'

'ও হ্যাঁ,' বলল পোর্শিয়া। 'বলতে গেলে আশা ছেড়ে দিয়েছে সবাই। সামাল দিতে গিয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে ও। তবে তার ভেতর থেকেই বের হয়ে আসছে দারুণ নাটকটা। ও বলে, জো লিখে।'

জোয়ান এলো। ওর প্রেমিকের বয়স পঞ্চাশের বেশী। রোজমেরির হাত ধরে একপাশে নিয়ে গেল ওকে। ত্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'তোমার ব্যাপারটা কী? জিজ্ঞেস করল সে। 'কী সমস্যা?'

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল রোজমেরি। 'আমি প্রেগন্যান্ট, ব্যস।'

টাইগারের সাথে রান্নাঘারে সালাদ বানাচ্ছিল ও, এমন সময় জোয়ান আর এলিসি এসে পেছনে দরজা আটকে দিল।

এলিসি বলল, 'তোমার ডাক্তারের নাম যেন কী?'

'সেপারস্তেইন,' বলল রোজমেরি।

জো বলল, 'তোমার অবস্থা দেখে সে সন্তুষ্ট?'

মাথা দোলাল রোজমেরি।

'ক্লডিয়া বলল খানিক আগে নাকি ঝিম ধরে গিয়েছিলে।'

'ব্যথা আছে আমার,' বলল ও। 'তবে শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে। এটা অস্বাভাবিক কিছু না।'

টাইগার জানতে চাইল, 'কেমন ব্যথা?'

'ব্যথা আরকি। অনেক বেশী। ব্যস। কোমর চওড়া হচ্ছে আর আমার হাড়গুলো একটু আড়ষ্ট, তাই।'

এলিসি বলল, 'রোজি, আমারও এমন দুবার হয়েছে। মাত্র কয়েকদিনের জন্যে হয় এটা, ঠিক চার্লি হর্সের মতো গোটা এলাকা জুড়ে।'

BanglaBook.org

‘অবশ্য, সবাই ভিন্ন,’ বলল রোজমেরি, দুটো কাঠের চামচে সালাদ তুলছে। তারপর আবার গামলায় রাখছে। ‘প্রত্যেকটা প্রেগন্যান্সিই আলাদা।’

‘এতটা নয়,’ বলল জোয়ান। ‘তোমাকে দেখে মিস কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প ১৯৬৬-র মতো লাগছে। ডাক্তার ব্যাটা বুঝেশুনে কাজ করছে তো?’

নীরবে পরাস্ত ভঙ্গিতে কাঁদতে শুরু করল রোজমেরি। সালাদে পড়ে রইল চামচগুলো। ওর গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

‘হায় খোদা,’ সাহায্যের আশায় টাইগারের দিকে ফিরে বলল জোয়ান। রোজমেরির কাঁধে হাত রেখে টাইগার বলল ‘শশশ, কেঁদো না, রোজমেরি, শশশ।’

‘এটাই ভালো,’ বলল এলিসি। ‘এটাই সবচেয়ে ভালো। কাঁদতে দাও ওকে। সারাক্ষণ কী বলব, নিজের ভেতর বন্দি ছিল ও।’

কাঁদতে লাগল রোজমেরি, কালো জলের রেখা নামছে গাল বেয়ে। ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল এলিসি। ওর হাত থেকে চামচগুলো নিয়ে নিল টাইগার। টেবিলের দূর প্রান্তের দিকে ঠেলে দিল সালাদের গামলা।

দরজা খুলতে শুরু করতেই দৌড়ে গেল জোয়ান, আটকে দিল পাল্লাটা। গী এসেছে। ‘আরে, আমাকে ঢুকতে দাও,’ বলল সে।

‘সরি,’ জোয়ান বলল, ‘এটা কেবল মেয়েদের ব্যাপার।’

‘রোজমেরির সাথে কথা বলতে দাও।’

‘পারছি না, ব্যস্ত আছে ও।

‘দেখ,’ বলল গী। ‘গ্লাস ধুতে হবে আমাকে।’

‘বাথরুম ব্যবহার করো গে যাও,’ চেঁচিয়ে বলল টাইগার। ক্লিক করে পাল্লা আটকে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

‘ধেৎ, দরজা খোল,’ বাইরে থেকে বলল গী।

মাথা নিচু করে কেঁদেই চলল রোজমেরি, কাঁধজোড়া কাঁপছে। কোলের উপর আড়ষ্টভাবে ফেলে রেখেছে হাতদুটো। ওর সামনে উবু হয়ে বসে একটা টাওয়েলে খানিক পর পর চোখ মুছে দিচ্ছে টাইগার। ওর চুল ঠিক করে দিয়ে কাঁধজোড়া স্থির করার প্রয়াস পাচ্ছে।

আস্তে আস্তে অশ্রুর ধারা কমে এলো।

‘অনেক ব্যথা,’ ওদের দিকে তাকিয়ে বলল ও। ‘বাচ্চাটা মারা যাবে বলে ভয় হচ্ছে।’

BanglaBook.org

'তোমার জন্যে কিছু করছে সে?' জিজ্ঞেস করল এলিসে। 'কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা?'

'কিছু না, কিচ্ছু না।'

টাইগার বলল, 'শুরু হলো কীভাবে?'

কাঁদল রোজমেরি।

এলিসি জানতে চাইল, 'ব্যথাটা কখন শুরু হয়েছে, রোজি?'

'থ্যাংকস গিভিংয়ের আগে,' বলল ও, 'নভেম্বরে।'

এলিসি বলল, 'নভেম্বরে?'

দরজা থেকে জোয়ান বলল, 'কী?'

টাইগার আবার বলল, 'সেই নভেম্বর থেকে ব্যথায় ভুগছ আর সে কিছুই করেনি?'

'বলেছে ঠিক হয়ে যাবে।'

জোয়ান বলল, 'তোমাকে দেখার জন্যে আর কোনও ডাক্তার আনিয়েছে?'

মাথা নাড়ল রোজমেরি। 'খুবই ভালো ডাক্তার সে,' এলিসি ওর গাল মুছে দেওয়ার সময় বলল ও। 'নাম ডাক আছে, ওপেন এন্ডে বসে।'

টাইগার বলল, 'শুনে মনে হচ্ছে স্যাডিস্টিক পাগল, রোজমেরি।'

এলিসি বলল, 'এই ধরনের ব্যথার মানে, কোথাও সমস্যা আছে। তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে থাকলে আমি দুঃখিত, রোজি, কিন্তু তুমি বরং ডাক্তার হিলকে একবার দেখাও। এছাড়াও অন্য কাউকেও দেখাতে পারো।'

'ব্যাটা পাগল,' বলল টাইগার।

এলিসি বলল, 'তোমাকে এমন কষ্টে রেখে ঠিক করেনি সে।'

'আমি অ্যাবরশন করাব না,' বলল রোজমেরি।

দরজা থেকে সামনে ঝুঁকে জোয়ান ফিসফিস করে বলল, 'কেউ অ্যাবরশন করানোর কথা বলছেও না! স্রেফ অন্য একজন ডাক্তারকে দেখাও, ব্যস।'

এলিসির কাছ থেকে টাওয়েল নিয়ে পালা করে দুচোখের উপর চেপে ধরল রোজমেরি। 'বলেছিল এমনটা হবে,' টাওয়েলে লেপ্টে যাওয়া মাশকারার দিকে তাকিয়ে বলল ও। 'বলেছিল আমার বন্ধুরা নিজেদের প্রেগন্যান্সি স্বাভাবিক আর আমারটাকে অস্বাভাবিক ভাববে।'

'কী বলতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল টাইগার।

BanglaBook.org

ওর দিকে তাকাল রোজমেরি। 'বন্ধুদের কথায় কান দিতে নিষেধ করেছিল সে,' বলল ও।

টাইগার বলল, 'কিন্তু তোমাকে শুনতে হবে! ডাক্তার হয়ে এ কেমন অদ্ভুত পরামর্শ দিল সে?'

এলিসি বলল, 'আমরা শুধু আরেকজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে বলছি। রোগির মনে শান্তি এলে নাম করা কোনও ডাক্তার এতে আপত্তি করবে বলে তো মনে হয় না।'

'সোমবার সকালে সবার আগে এই কাজটাই করবে তুমি,' বলল জোয়ান।

'তাই করব,' বলল রোজমেরি।

'কথা দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল এলিসে।

মাথা দোলাল রোজমেরি। 'কথা দিচ্ছি। এলিসি, টাইগার আর জোয়ানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 'এখন বেশ ভালো লাগছে,' বলল। 'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু তোমাকে দেখতে কিন্তু ভয়ঙ্কর লাগছে,' পার্স খুলতে খুলতে বলল টাইগার। 'চোখ ঠিক করে নাও। সবকিছু ঠিক করো।' রোজমেরির সামনে টেবিলের উপর ছোটবড় কম্প্যাক্ট আর দুটো লম্বা আর একটা খাট টিউব রাখল সে।

'আমার পোশাকের কী অবস্থা,' বলল রোজমেরি।

'ভেজা কাপড়,' বলল এলিসি, তোয়ালে নিয়ে সিঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'গার্লিক ব্রেড!' চেঁচিয়ে বলল রোজমেরি।

'ঢোকাবে না বের করবে?' জানতে চাইল জোয়ান।

'ঢোকাব,' রেফ্রিজারেটরের উপর দুটো ফয়েল মোড়ানো রুটির দিকে মাসকারা ব্রাশ নেড়ে বলল রোজমেরি। সালাদ মাখতে শুরু করল টাইগার, রোজমেরির গাউনের কোলের অংশটুকু মুছে দিল এলিসি। 'এরপর কাঁদার সময় দয়া করে মখমলের কাপড় পরো না,' বলল সে।

ভেতরে এসে ওদের দিকে তাকাল গী।

টাইগার বলল, 'আমরা সৌন্দর্যের গোপন কথা নিয়ে আলোচনা করছি। তোমার লাগবে?'

'তুমি ঠিক আছো?' রোজমেরিকে জিজ্ঞেস করল ও।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' হেসে বলল রোজমেরি।

'সালাদের ড্রেসিং পড়েছে সামান্য,' বলল এলিসি।

'চুপে' আর সালাদ, দুটোই স্বাদু হয়েছে। (ফিসফিস করে রোজমেরিকে এলিসি বলল, 'চোখের পানিই ওটাকে ভিন্ন স্বাদ দিয়েছে।')

মদের তারিফ করে দর্শনীয়ভাবে বোতল খুলে পরিবেশন করল রেনাতো।

ডেনে হাঁটুর উপর প্লেট নিয়ে বসেছিল ক্লডিয়ার ভাই স্কট, সে বলল, 'ওর নাম আল্‌তাইযার। এখন আটলান্টায় আছে বোধ হয়। তার কথা হচ্ছে আমাদের এই সময়ে একজন নির্দিষ্ট ঈশ্বরের প্রয়াণ নাকি ঐতিহাসিক ঘটনা। ঈশ্বর আক্ষরিক অর্থেই মারা গেছেন।' ক্যাপ দম্পতি, রেইন মর্গান আর গুডম্যান শুনতে শুনতে খাচ্ছে।

লিভিংরুমের একটা জানালার কাছে ছিল জিমি, সে বলল, 'আরে, তুষারপাত শুরু হয়েছে!'

স্যাম কীলার পরপর অনেকগুলো আদিরসাত্মক পোলিশ চুটকি শোনাল। ওদের সাথে চড়া গলায় হাসল রোজমেরি। 'লাল পানির ব্যাপারে সামলে,' কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে বলল গী। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে গ্লাসটা দেখাল ও। হাসতে হাসতেই বলল, 'এটা স্রেফ আদার রস!'

জোয়ানের পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রেমিক ওর চেয়ারের পাশে মেঝেতে বসেছে, আন্তরিকতার সাথে কথা বলছে ওর সাথে, পা আর গোড়ালী ডলে দিচ্ছে। পেদ্রোর সাথে কথা বলছে এলিসি। মাথা দোলাচ্ছে সে। কামরার অন্যপাশে মাইক আর অ্যালেনকে কথা বলতে দেখছে। হাত দেখতে শুরু করল ক্লডিয়া।

ওদের হাতে স্কচের পরিমাণ কমে এলেও বাকি সবকিছু ঠিকভাবেই চলছে।

কফি পরিবেশন করল ও, অ্যাশট্রে পরিষ্কার করে গ্লাস ভরে দিল। টাইগার ও ক্যারল ওয়েন্ডেল সাহায্য করল ওকে।

পরে হিউ ডান্সটনের সাথে বে-উইন্ডোর পাশে বসে কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে অবিরাম ঝরে চলা তুষারের দিকে তাকিয়ে রইল ও। মাঝে মাঝে কোনও আউটরাইডার ডায়মন্ড পেনে আঘাত করে পিছলে গলে নেমে যাচ্ছে।

'বছরের পর বছর শহর ছেড়ে চলে যাবার কসম খেয়েছি,' বলল হিউ ডান্সটন, 'এই অপরাধ আর শোরগোল থেকে দূরে চলে যেতে চেয়েছি।

BanglaBook.org

কিন্তু প্রতি বছরই তুষারপাত হচ্ছে বা নিউ ইয়র্কে বোগার্ত উৎসব হচ্ছে; আর আমিও থেকে যাচ্ছি।'

হেসে তুষারপাত দেখতে লাগল রোজমেরি। 'এই জন্যেই অ্যাপার্টমন্টেটা চেয়েছিলাম,' বলল ও, 'এখানে বসে তুষারপাত দেখব আর ঘরে আগুন জ্বলবে।'

ওর দিকে তাকিয়ে হিউ বলল, 'আমি নিশ্চিত তুমি ডিকেন্স পড়েছ।'

'অবশ্যই পড়েছি,' বলল ও। 'ডিকেন্স না পড়ে কেউ থাকতে পারে না।'

ওর খোঁজে হাজির হলো গী। 'বব আর থিয়া চলে যাচ্ছে,' বলল সে।

রাত দুটো নাগাদ সবাই বিদায় নিল। নোংরা গ্লাস আর এঁটো থালাবাসন নিয়ে লিভিংরুমে একা হয়ে গেল ওরা। অ্যশট্রের ছাই উপচে পড়ার অবস্থা হয়েছে। ('ভুলে যেয়ো না,' ফিসফিস করে বলে গেছে এলিসি। তেমন একটা সম্ভাবনা নেই।)

'এবার কাজে হাত দিতে হবে,' বলল গী।

'গী।'

'কী?'

'সকালে ডাক্তার হিলের কাছে যাচ্ছি আমি।'

ওর দিকে তাকিয়ে কিছু বলল না গী।

'ওকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে চাই,' বলল রোজমেরি। 'ডাক্তার সেপারস্তেইন হয় মিথ্যা বলছে বা কে জানে হয়তো তার মাথা কাজ করছে না। এই ধরনের ব্যথা কোনও সমস্যার আলামত।'

'রোজমেরি,' বলল গী।

'মিনির শরবতও আর খাচ্ছি না আমি,' বলল ও। আর সবার মতো ভিটামিন পিল খেতে চাই । আজ তিন দিন ওটা আর খাচ্ছি না। ওকে এখানে বিদায় করে ফেলে দিচ্ছি।'

'তাই নাকি?'

'তার বদলে নিজেই শরবত বানিয়ে নিয়েছি,' বলল ও।

সমস্ত বিস্ময় আর ক্রোধ এক করে কাঁধের উপর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে কিচেনের দিকে পেছন ফিরে চিৎকার করে উঠল গী, 'কুত্তীগুলো তোমাকে তবে এই সবক দিয়ে গেছে? এটাই আজ ওদের পরামর্শ ছিল? ডাক্তার বদলানো?'

BanglaBook.org

‘ওরা আমার বন্ধু,’ বলল রোজমেরি। ‘ওদর কুত্তী বলে গাল দেবে না।’

‘খুব ভালো কুত্তীও না, নিজের চরকায় তেল দেওয়া উচিত ওদের ।’

‘ওরা শুধু অন্য একজনের মতামত নিতে বলেছে।’

নিউ ইয়র্কের সেরা ডাক্তারের চিকিৎসা পাচ্ছ তুমি, রোজমেরি। ডাক্তার হিল কেমন জিনিস জানো? কেউ না, বুঝেছ?’

‘ডাক্তার সেপারস্তেইন কত বড় ডাক্তার শুনতে শুনতে কান পচে গেছে,’ বলেই কাঁদতে শুরু করল রোজমেরি। ‘সেই থ্যাংকগিভিং ডে-র আগে থেকেই ব্যথায় মরে যাচ্ছি, আর সে কেবল বলছে শিগগির সেরে যাবে।’

‘ডাক্তার বদলানো যাবে না,’ বলল গী। ‘ডাক্তার সেপারস্তেইন আর হিল, দুজনকে টাকা দিতে হবে আমাদের। প্রশ্নই আসে না।’

‘বদলানোর কথা বলিনি,’ বলল রোজমেরি। ‘স্রেফ ডাক্তার হিলকে দেখিয়ে ওর পরামর্শ নিতে চাইছি।’

‘সেটা করতে দেব না,’ চিৎকার করে বলল গী। ‘সেপারস্তেইনের প্রতি সঙ্গত আচরণ হবে না সেটা।’

‘সঙ্গত হবে না মানে? আমার বেলায় সঙ্গত হওয়ার কী হবে?’

‘তুমি ভিন্ন মত চাও, ঠিকাছে, সেপারস্তেইনকেই বলো, তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দাও। অন্তত সেরা লোকটার প্রতি এটুকু ভদ্রতা দেখাও।’

‘আমি ডাক্তার হিলকে দেখাতে চাই,’ বলল রোজমেরি। ‘তুমি টাকা দিতে না চাইলে আমি দেব–’ মাঝ পথে থেমে গেল ও, থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। একটা পেশিও নড়ছে না। ওর মুখের উপর দিয়ে কোণাকুণিভাবে অশ্রুর একটা ধারা নেমে এলো ।

‘রো?’ বলে উঠল গী। উদ্বিগ্ন চেহারায় এক পা সামনে এগোল।

‘ব্যথাটা চলে গেছে,’ বলল রোজমেরি।

‘চলে গেছে?’ জানতে চাইল গী।

‘এখনই,’ ওর দিকে তাকিয়ে কোনওমতে হাসি ফুটিয়ে তুলল ও। ‘নিমেষে চলে গেছে।’ চোখ বুজে লম্বা করে দম নিল ও। যেন যুগ যুগ এত গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার অনুমতি ছিল না ওর। সেই থ্যাংকসগিভিং ডে-র আগে থেকে।

ও চোখ খোলার পরও গী উদ্বিগ্ন চেহারায় তাকিয়ে ছিল ওর দিকে।

‘তোমার বানানো শরবতে কী ছিল?’ জানতে চাইল সে।

BanglaBook.org

অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে ওর। বাচ্চাটাকে ও মেরে ফেলেছে। শেরি বা পচা ডিম দিয়ে। কিংবা দুটোর মিশেলে। বাচ্চাটা মরে ব্যথা দূর করে দিয়েছে। বাচ্চাটাই ছিল ব্যথা। নিজের ঔদ্ধত্যের কারণে তাকে মেরে ফেলেছে ও।

'ডিম,' বলল ও, 'দুধ, চিনি আর ক্রিম।' চোখ পিটপিট করে গাল মুছল ও। গী-র দিকে তাকাল। 'শেরি,' বলে ননটক্সিক বোঝাতে চাইল।

'শেরি কতখানি ছিল?' জানতে চাইল গী।

ওর শরীরের ভেতর একটা কিছু নড়ে উঠল।

'অনেকখানি?'

আবার, যেখানে এর আগে কিছু নড়েনি। তরঙ্গায়িত কিঞ্চিত চাপ। হেসে ফেলল ও।

'খোদার দোহাই, রোজমেরি, কতটা?'

'বেঁচে আছে,' বলে আবার হেসে উঠল ও। 'নড়ছে। ঠিক আছে। মরে যায়নি। নড়ছে।' বাদামী-মখমল পেটের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে হাত রেখে চাপ দিল। এখন দুটো জিনিস নড়ছে। দুটো হাত বা পা, এখানে একটা, ওখানে একটা।

গী-র দিকে না তাকিয়েই ওর দিকে হাত বাড়াল ও। তুড়ি বাজিয়ে হাত বাড়াতে বলল ওকে। কাছে এসে হাত এগিয়ে দিল গী। হাতটা নিজের পেটের এক পাশে রাখল ও। অনুগতের মতো আবার নড়াচড়া দেখা দিল। 'টের পাচ্ছ?' ওর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রোজমেরি। 'এই যে আবার, টের পাচ্ছ?'

চট করে হাতটা সারিয়ে নিল গী, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার চেহারা। 'হ্যাঁ,' বলল, 'পেয়েছি।'

'ভয়ের কিছু নেই,' হেসে বলল রোজমেরি। 'কামড়াবে না।'

'দারুণ,' বলল গী।

'তাই?' আবার পেটে হাত রাখল রোজমেরি। 'ঠিক আছে, পা ছুঁড়ছে। এখানেই আছে।'

'আমি খানিকটা আবর্জনা সাফ করে দিচ্ছি,' বলল গী। অ্যাশট্রে, দুটো গ্লাস তুলে নিল।

'ঠিকাছে, ডেভি-আমান্ডা,' বলল রোজমেরি, 'তোমাদের আলামত বোঝানো গেছে, এবার দয়া করে শান্ত হয়ে মাকে সব পরিষ্কার করতে

BanglaBook.org

দাও।' সশব্দে হেসে উঠল ও। 'খোদা,' বলল আবার, 'কী চঞ্চল! তার মানে ছেলে, ঠিক না?'

'শান্ত হও,' আবার বলল ও। 'এখনও পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে, সুতরাং শক্তি রাখ।'

তারপর ফের হেসে বলল, 'তোমার বাবা গী-র সাথে কথা বলো। ওকে বলো এক অধৈর্য না হতে।'

দুহাতে পেট ধরে হেসে চলল ও, আবার কাঁদছেও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ছয়

এতদিন পর্যন্ত অবস্থা যতটা খারাপ ছিল এখন ঠিক ততটাই ভালো হয়ে উঠেছে। ব্যথা চলে যাবার সাথে সাথে এসেছে ঘুম, দীর্ঘ, স্বপ্নহীন দশ ঘণ্টার টানা ঘুম। আর ঘুমের সাথে এসেছে ক্ষিধে, কাঁচা নয়, রান্না মাংস, ডিম, সজি, পনির, ফল আর দুধের ক্ষিধে। কয়েকদিনের মধ্যেই রোজমেরির কঙ্কালসার চেহারা কোণগুলো হারাল, হারিয়ে গেল জমে ওঠা মাংসের আড়ালে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অন্তসত্তা মেয়েদের যেমন দেখানোর কথা ঠিক তেমনই চেহারা হলো ওর: স্থূল, স্বাস্থ্যবতী, গর্বিত এবং অন্য যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর।

হাতে তুলে দেওয়ামাত্রই মিনির শরবত খাচ্ছে, শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত। আরেকটু হলেই বাচ্চাটাকে মেরে ফেলত, এমন একটা অপরাধবোধে তাড়িত হচ্ছে ও। শরবতের সাথে মারযিপানের মতো দানাদার একটা জিনিসের কেকও আসছে। এটা নিমেষে খেয়ে নিচ্ছে ও–ক্যান্ডির মতো স্বাদের কারণে যতটা ঠিক ততটাই আবার বিশ্বের ব্যতিক্রমী সম্ভাব্য মা হওয়ার ইচ্ছা থেকে।

ডাক্তার সেপারস্তেইন ব্যথা কমানোর বেলায় ব্যর্থ ছিল হয়তো, কিন্তু এখন আর তা নয়; খোদা তার মঙ্গল করুন। সে কেবল বলল, 'সময় মতোই গেছে ব্যথাটা। তারপর রোজমেরির এখন সত্যিকার অর্থেই বাচ্চার অস্তিত্ব প্রকাশ করা তোলা পেটে স্টেথেস্কোপ চেপে ধরে চলমান বাচ্চার অস্তিত্ব শুনল। শতশত অন্তসত্তা মেয়েকে দেখে অভিজ্ঞ একজন লোকের পক্ষে বেখাপ্পা উত্তেজনার ছাপ পড়ল চেহারায়। এমনি প্রথম দফা উত্তেজনাই, ভাবল রোজমেরি, বোধহয় বাস করা অবসট্রিশিয়ানের সাথে মোটামুটি ভালো কারও তফাৎ তুলে ধরে।

ম্যাটারনিটি পোশাক কিনল ও: একটা টু পিস ড্রেস, শাদা পলকা ডটঅলা বিজ স্যুট। ওদের নিজস্ব পার্টির দুই সপ্তাহ পরে লো ও ক্লডিয়া

BanglaBook.org

কমফোর্টের দেওয়া এক পার্টিতে গেল ওরা। রোজমেরির হাত ধরে ক্লডিয়া বলল, 'তোমার পরিবর্তন বিশ্বাসই হচ্ছে না! এখন একশো ভাগ সুস্থ লাগছে তোমাকে, রোজমেরি! হাজার ভাগ!'

হলের অন্যপাশ থেকে মিসেস গোউল্ড বলে উঠল, 'কি জানো, কয়েক সপ্তাহ আগেও তোমাকে নিয়ে বেশ চিন্তায় ছিলাম আমরা। কি যে বেহাল আর মনমরা লাগছিল তোমাকে। কিন্তু এখন একদম অন্য রকম দেখাচ্ছে। আসলেই। এই তো গতকাল সন্ধ্যায়ই তোমার পরিবর্তনের কথা বলছিল আর্থার।'

'এখন অনেক ভালো লাগছে আমার,' বলল রোজমেরি। 'কিছু কিছু প্রেগন্যান্সি বাজেভাবে শুরু হয়ে পরে ঠিক হয়ে যায়। আবার কোনও কোনওটা হয় উল্টো। বাজেটুকু আগে শুরু হয়ে পার হয়ে আসতে পেরে আমি খুশি।'

এখন অবশ্য ছোটখাট ব্যথা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠছে ও, তবে আগের ব্যথার তুলনায় সেটা কিছু নাঃ মেরুদণ্ডের পেশি আর ফুলে ওঠা বুকের চারপাশের ব্যথা–কিন্তু ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ডাক্তার সেপারস্তেইনের ছুঁড়ে ফেলা পেপারব্যাকে এসব ব্যথার কথা উল্লেখ ছিল। এগুলো স্বাভাবিক ব্যথা, বরং ওর সুস্থতার অনুভূতিই জোরাল করে তুলল। তবে এখনও লবণে বমিভাব আসে, তবে লবণে কী এসে যায়?

দু-দুবার পরিচালক বদল আর তিনবার নাম বদলের পর অবশেষে মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ফিলাদেলফিয়ায় শুরু হলো গী-র নাটকের অভিনয়। রোজমেরিকে ট্রাই-আউট শো-তে যাবার অনুমতি দেয়নি ডাক্তার সেপারস্তেইন, তাই উদ্বোধনের দিন বিকেলে মিনি, রোমান আর ও জিমি ও টাইগারের সাথে গাড়ি নিয়ে অ্যান্টিক প্যাকার্ডে চেপে ফিলাদেলফিয়ায় চলে গেল। তেমন একটা আনন্দদায়ক ছিল না যাত্রাটা। কোম্পানি নিউ ইয়র্ক ছাড়ার আগে উন্মুক্ত মঞ্চে নাটকের অভিনয় দেখেছিল রোজমেরি, জিমি ও টাইগার। ওটার সাফল্যের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল ওরা। তবে ওদের সবচেয়ে বড় আশা ছিল অভিনয়ের জোরে সমালোচকদের নজর কাড়বে গী। অনেক অভিনেতারই গুরুত্বহীন নাটকে অভিনয় করে নাম কেনার উদাহরণ টেনে ওর এই আশা আরও বাড়িয়ে দিল।

সেট, পোশাক আর লাইটিং নিয়েও ক্লান্তিকর আর একঘেয়ে ছিল নাটকটা। পরের পার্টিটা ছোট ছোট বিষণ্ন জটলায় ভাগ হয়ে গেছে। মন্ট্রিয়াল থেকে প্লেনে করে আসা গী-র মা ওদের কাছে জোরের সাথে

BanglaBook.org

বলতে লাগল গী-র অভিনয় তুখোর হয়েছে ছোটখাট, সোনালিচুল এবং রূপসী মহিলা রোজমেরি, অ্যালেন স্টোন, জিমি, টাইগার আর খোদ গী এবং মিনি আর রোমানের কাছে নিজের বিশ্বাস তুলে ধরল। প্রশান্ত হাসি দিল মিনি ও রোমান। বাকিরা বসে উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগল। রোজমেরির মনে হলো গী-র অভিনয় অসধারণের চেয়ে বেশী কিছু ছিল। তবে *লুথার* আর *নো বডি লাভস অ্যান অ্যালব্যাট্রসের* অভিনয় দেখেও এমন ভেবেছিল ও। কোনওটাতেই সমালোচকদের নজর কাড়তে পারেনি ও।

মাঝরাতের পর দুটো সমালোচনা পাওয়া গেল। দুটোই নাটক এবং গী-র অভিনয়কে উৎসাব্যঞ্জক প্রশংসা করেছে। একটায় দুটো আস্ত অনুচ্ছেদ বরাদ্দ করা হয়েছে ওকে। পরদিন সকালে বেরুনো তৃতীয় সমালোচনার শিরোনাম ছিল *চোখ ধাঁধানো অভিনয় নতুন কমেডি নাটকের সূচনা করেছে*–তাতে গী-র অভিনয়কে 'কার্যত অজ্ঞাত পরিচয় তরুণ অভিনেতার বিস্ময়কর অভিনয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'নিশ্চিতভাবেই এই তরুণ আরও বড় ও ভালো চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ লাভ করবে।'

নিউ ইয়র্কে ফিরতি যাত্রাটা যাবার চেয়ে ঢের ভালো ছিল।

গী বাইরে থাকার সময়টুকুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখার মতো নানা কাজ বর করল রোজমেরি। অবশেষে শাদা-হলুদ নার্সারি ওঅলপেপার, ক্রিব, ব্যুরো আর ব্যাসিনেটের ফরমাশ দেওয়ার সময় হলো। অনেক দিন ফেলে রাখা চিঠি আছে, পরিবারকে বলার মতো অনেক কথা; আরও ম্যাটারনিটি ক্লোদস কিনতে হবে। জন্ম সংক্রান্ত ঘোষণা আর দুধ খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নাম ঠিক করতে হবে। নাম। অ্যান্ড্রু বা ডাগলাস বা ডেভিড বা জেনি বা হোপ।

এছাড়া সকাল বিকেল ব্যয়ামের ব্যাপার আছে। স্বাভাবিক সন্তান জন্ম দিতে যাচ্ছে ও। এ ব্যাপারে জোরাল অনুভূতি রয়েছে ওর। ডাক্তার সেপারস্তেইন ওদের সাথে পুরোপুরি একমত। একেবারে শেষ মুহূর্তে কেবল ও চাইলেই ওকে অ্যানাস্থেসিয়া দেবে ওকে। মেঝেয় শুয়ে শূন্যে পা তুলে দেয় ও, এভাবে এক থেকে দশ পর্যন্ত গোনে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওর কার্যকরভাবে সহায়ক শরীর থেকে বাচ্চাটা বেরিয়ে আসার সেই বিজয়ের মুহূর্তটূকু কল্পনা করে হালকা শ্বাস আর হঁপানোর চর্চা করে ও।

BanglaBook.org

সন্ধ্যাগুলো মিনি, রোমান ও ক্যাপদের অ্যাপার্টমন্টে বা হিউ আর এলিসি ডান্সটনদের অ্যাপার্টমেন্টে কাটাচ্ছে ও। ('এখনও নার্স রাখোনি?' জানতে চেয়েছে এলিসি। 'আরও আগেই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল ও।' তবে পরদিন ডাক্তার সেপারস্তেইনের সাথে দেখা করতে গেলে একজন ভালো নার্সের ব্যবস্থা করার কথা জানাল সে, ডেলিভারির পরেও যতদিন চাইবে ততদিন থাকবে। কথাটা কি আগে বলেনি? মিসেস ফ্রিযটপ্যাট্রিক, সবার সেরা।)

শো-এর পর দুই বা তিন রাত পর পর ফোন করে গী। রোজমেরিকে বিভিন্ন পরিবর্তন আর *ভ্যারাইটি*-তে ওর তারিফের কথা বলেছে ওকে; আর মিসেস ফ্রিযটপ্যাট্রিক, ওঅলপেপার, লরা-লুইজির বোনা শেপড অল রঙ বুটিস-এর কথা বলেছে ও।

পনেরটা শো-র পর বন্ধ হয়ে গেল নাটক। ঘরে ফিরে এলো গী। কিন্তু দুদিন পরেই আবার *ওয়ার্নার ব্রাদার্সের* স্ক্রিন টেস্টে অংশ নিতে ক্যালিফোর্নিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেল। এরপর স্থায়ীভাবে বাড়ি ফিরল ও। সঙ্গে নিয়ে এলো দুটো বিরাট আগামী পর্বের প্রস্তাব আর তেরটি আধা ঘণ্টার *গ্রিনউইচ ভিলেজ*-এর অভিনয়ের প্রস্তাব। *ওয়ার্নার ব্রাদার্সের* একটা প্রস্তাব অ্যালেন সেটা ফিরিয়ে দিল।

বাচ্চাটা শয়তানের মতো লাথি হাঁকাচ্ছে। ওকে থামতে বলছে রোজমেরি, নইলে পাল্টা লাথি দেবে ও।

ওর বোন মার্গারেটের স্বামী ফোন করে আট পাউন্ড ওজনের একটা ছেলে কেভিন মাইকেলের জন্মের খবর জানাল। এরপর খুবই ভালো একটা ঘোষণা এলো—দারুণ ফর্শা একটা বাচ্চা মেগাফোনে ওর নাম, জন্ম তারিখ, ওজন আর উচ্চতা ঘোষণা করল (গী বলল, 'কী, রক্তের গ্রুপ নেই?') রোজমেরি ঠিক করেছে শুধু বাচ্চার নাম আর তারিখ এনগ্রেভ করা ঘোষণা দেবে। নামটা হবে অ্যান্ড্রু, বা জন বা জেনিফার বা সুগী। অবশ্যই বুকের দুধ খাবে, বোতলের দুধ না।

টেলিভিশন সেটটা লিভিং রুমে নিয়ে এসেছে ওরা, ডেনের বাদবাকি ফার্নিচারগুলো কাজে লাগবে এমন সব বন্ধুবান্ধবকে দিয়ে দিয়েছে। ওয়ালপেপার এলো, একেবারে নিখুঁত। সাঁটা হলো। ক্রিব, ব্যুরো আর ব্যাসিনেটটা এলো। এলো ওঅটার প্রুফ প্যান্ট, শার্ট। এত ছোট যে ওগুলোর একটা হাতে নিয়ে না হেসে পারল না ও।

BanglaBook.org

'অ্যান্ড্রু, জন উডহাইস,' বলল ও, 'থামো! এখনও পুরো দুটো মাস বাকি আছে!'

বিয়ের তৃতীয় বার্ষিকী আর গী-র তেত্রিশ তম জন্মদিন পালন করল ওরা। ডান্সটন, চেন, জিমি, আর টাইগারদের জন্যে আরেকটা পার্টির আয়োজন করল। *মরগান* দেখল; দেখল *মার্নের* প্রিভিউ।

ক্রমশঃ বিশাল হয়ে উঠল রোজমেরি। ওর বুকজোড়া ফুলে ওঠা পেট ছাড়িয়ে গেছে। নাভী অদৃশ্য হওয়ায় পেটটা এখন একেবারে সমান হয়ে গেছে। ভেতরে বাচ্চার নড়াচড়ার সাথে সাথে দুলে ওঠে। সকাল সন্ধ্যায় ব্যয়াম চালিয়ে যাচ্ছে ও। পা উঁচু করছে, গোড়ালীর উপর ভর দিয়ে বসে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যয়াম করছে।

মে মাসের শেষ নাগাদ, নয় মাসে পড়ার পর হাসপাতালে লাগতে পারে এমন সব জিনিসে ছোটখাট একটা স্যুটকেস বোঝাই করে নিল ও: নাইটগাউন, নার্সিং ব্রেসিয়ার, একটা নতুন কুইল্টেড হাউসকোট, ইত্যাদি; তারপর শোবার ঘরের দরজার কাছে তৈরি রাখল ওটা।

তেসরা জুন শুক্রবার সেইন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালের বেডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল হাচ। তার মেয়ে জামাই অ্যাক্সেল অ্যালেন শনিবার সকালে রোজমেরিকে ফোন করে খবরটা জানাল। মঙ্গলবার সকাল এগারটায় ওয়েস্ট সিক্সটি ফোর্থ স্ট্রিটের এথিকাল কালচার সেন্টারে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে, জানাল সে।

কাঁদল রোজমেরি, অংশত হাচ মারা গেছে বলে আবার কিছুটা গত কয়েক মাস মানুষটাকে পুরোপুরি ভুলে ছিল বলে। এখন মনে হচ্ছে যেন নিজের হাতে মানুষটার মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছে ও। বার দুই গ্রেস কারডিফ ফোন করল, রোজমেরিও একবার ডরিস অ্যালেনের সাথে কথা বলেছে, কিন্তু হাচকে দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কোমায় অচেতন হয়ে থাকায় দেখতে যাবার কোনও কারণও খুঁজে পায়নি। তাছাড়া নিজের স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার পর অসুস্থ কারও কাছাকাছি যেতে কেমন যেন বিতৃষ্ণা বোধ করেছে। যেন কাছাকছি হলেই বাচ্চা আর ও প্রভাবিত হবে।

খবরটা শোনার পর চকের মতো শাদা হয়ে গেল গী-র চেহারা। বেশ কয়েক ঘণ্টা গুম হয়ে রইল সে। ওর প্রতিক্রিয়ার গভীরতা দেখে অবাক হলো রোজমেরি।

BanglaBook.org

একাই স্মরণ সভায় গেল ও, অভিনয়ে ব্যস্ত থাকায় যেতে পারল না গী। জোয়ান ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় বাদ পড়ল। আনুমানিক জনা পঞ্চাশেক লোক উপস্থিত ছিল; সুন্দর করে প্যানেল বসানো অডিটোরিয়ামে হলো অনুষ্ঠান। এগারটার পরপরই শুরু হয়ে খুবই অল্প সময় চলল। অ্যালেক্স অ্যালেন বক্তব্য রাখল, তারপর আরেকজন লোক, দৃশ্যত অনেক বছর ধরেই হাচের সাথে জানাশোনা ছিল তার। শেষে আর সবার সাথে অডিটোরিয়ামের সামনের দিকে এগোল রোজমেরি, অ্যালেনরা ও হাচের অন্য মেয়ে এডনা ও তার স্বামীকে সহানুভূতি জানিয়ে কিছু কথা বলল। এক মহিলা ওর বাহু স্পর্শ করে বলল, 'মাফ করবে, তুমি রোজমেরি না?' বেশ ফ্যাশন দুরস্ত পোশাক মহিলার পরনে, পঞ্চাশের গোড়ার দিকে হবে তার বয়স। মাথায় ধূসর চুল। ব্যতিক্রমী ফর্শা গায়ের রঙ। 'আমি গ্রেস কার্ডিফ।'

ফোন করে খবর জানানোয় মহিলার হাত ধরে শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ দিল রোজমেরি।

'গতকাল সন্ধ্যায় এটা পোস্ট করতে যাচ্ছিলাম,' বইয়ের মতো বাদামী কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে বলল গ্রেস কার্ডিফ। 'তারপরই মনে হলো সকালে হয়তো তোমার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে।' প্যাকেটটা রোজমেরির হাতে তুলে দিল সে। ওটার নিজের নাম ছাপা রয়েছে দেখল রোজমেরি। গ্রেস কার্ডিফের ফিরতি ঠিকানাও রয়েছে।

'কী এটা?' জানতে চাইল ও।

'হাচ তোমাকে যে বইটা দিতে চেয়েছিল, বইটার ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিল ও।'

বুঝতে পারল না রোজমেরি।

'শেষের কয়েকটা মিনিট সচেতন হয়ে উঠেছিল ও,' বলল গ্রেস কার্ডিফ। 'আমি ছিলাম না তখন। এক নার্সকে ডেকে ওর ডেস্কে রাখা এই বইটা আমি যেন তোমাকে দিই, সেটা বলতে বলেছে। স্পষ্টতই অসুস্থ হয়ে পড়ার রাতে এটাই পড়ছিল। খুবই নাছোড়বান্দা ছিল ও। দুই তিনবার নার্সকে বলেছে, তাকে শপথ করিয়েছে যাতে ভুলে না যায়। তোমাকে না বলে পারছি না, বইয়ের নামটা কিন্তু একটা অ্যানাগ্রাম।'

'বইয়ের নাম?'

'দৃশ্যত। ঘোরের ভেতর ছিল ও। তো নিশ্চিত হওয়া কঠিন। যেন জোর করে কোমা থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করতে গিয়েই মারা গেছে ও।

প্রথমে ভেবেছিল কোমায় যাবার পরদিন জেগে উঠেছে, তোমার সাথে এগারটায় দেখা করার বলছিল।'

'হ্যাঁ, দেখা করার কথা ছিল আমাদের,' বলল রোজমেরি।

'তারপর যেন বুঝে গিয়েছিল আসল ব্যাপার কী হয়েছে, তখনই নার্সকে বলতে শুরু করে আমি যেন বইটা তোমাকে পৌঁছে দিই। বেশ কয়েকবার কথাটা বলেছে ও, তারপর সব শেষ।' হাসল গ্রেস কার্ডিফ যেন মজাদার কোনও কথা বলছে। 'উইচক্র্যাফট সম্পর্কে ইংরেজি বই এটা,' আবার বলল সে

প্যাকেটটার দিকে সন্দিহান চোখে তাকাল রোজমেরি। 'এটা আমাকে কেন পড়তে বলবে বুঝতে পারছি না,' বলল ও

'তবে ও বুঝতে পেরেছে। তো বুঝতেই পারছ। এটা আবার একটা অ্যানাগ্রামও। প্রিয় হাচ। ওর মুখে সবকিছুই বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চারের মতো শোনায়, তাই না?'

এক সাথে হাঁটতে হাঁটতে অডিটোরিয়াম থেকে বের হয়ে এলো ওরা, সাইডওঅকে পা রাখল।

'আপটাউনে যাচ্ছি আমি, তোমাকে কোথাও নামিয়ে দিতে পারব?' জানতে চাইল গ্রেস কার্ডিফ।

'না, ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি। 'আমি উল্টোদিকে যাব।'

মোড়ে পৌঁছুল ওরা। অনুষ্ঠানে আসা অন্য লোকজন ট্যাক্সি ডাকাডাকি করছে। এক ট্যাক্সি থামল। ওটাকে যারা ডেকেছে তারা রোজমেরিকে সাধল ওটা। প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করল ও, তখন গ্রেস কার্ডিফকে আমন্ত্রণ জানাল, সেও রাজি হলো না। 'বাচ্চার তারিখ কবে পড়েছে?'

'আটাশে জুন,' বলল রোজমেরি। লোকগুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যাবে উঠে পড়ল ও। ছোট ট্যাক্সি হওয়ায় ভেতের ঢোকাটা সহজ হলো না।

'গুড লাক!' দরজা বন্ধ করার সময় বলল গ্রেস কার্ডিফ।

'ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি। 'বইটার জন্যেও ধন্যবাদ।' ড্রাইভারের উদ্দেশে এবার বলল, 'ব্যামফোর্ডে, প্লিজ।' ক্যাবটা বিদায় নেওয়ার সময় খোলা জানালা দিয়ে গ্রেস কার্ডিফের দিকে তাকিয়ে হাসল ও।

BanglaBook.org

সাত

ক্যাবে বসেই প্যাকেটা খোলার কথা ভাবল ও। কিন্তু ড্রাইভারের নিজের হাতে জোড়াতালি দেওয়া ক্যাব। বাড়তি অ্যাশট্রে, আয়না আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আবেদন জানিয়ে হাতে লেখা বাণী রয়েছে। এছাড়া দড়ি আর কাগজগুলো বেশী ঝামেলা হয়ে দাঁড়াবে। তো আগে বাড়ি ফিরে এলো ও, জুতো, পোশাক, গার্ডার, ইত্যাদি খুলে পায়ে স্লিপার আর একটা নতুন পেপারমিন্ট স্ট্রাইপড স্মক পরে নিল।

ডোর বেল বেজে উঠল। সেলোফোনে মোড়ানো বই হাতেই দরজা খুলতে এগিয়ে গেল ও। শরবত নিয়ে এসেছে মিনি, সাথে ছোট শাদা কেক। 'তোমার আসার আওয়াজ পেয়েছি,' বলল সে। 'বেশী সময় লাগেনি নিশ্চয়ই।'

'সুন্দর হয়েছে,' বলল রোজমেরি। গ্লাসটা নিল। 'ওর মেয়ে-জামাই আর অন্য একজন মানুষ হিসাবে ও কেমন ছিল সে সম্পর্কে দুচার কথা বলেছে, কেন ওকে সবাই পছন্দ করত, কেন ওর কথা সবার মনে পড়বে, ব্যস।' ফিকে সবুজ শরবতের খানিকটা খেল ও।

'শুনে মনে হচ্ছে এটাই ঠিক হয়েছে,' বলল মিনি। 'চিঠি পেয়ে গেছ তাহলে?'

'না, একজন এটা দিয়েছে,' বলল রোজমেরি। আবার শরবতে চুমুক দিল। কে বা কেন, এসব কথায় না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাচের সব কথা ফিরে এলো ওর মনে।

'দাও, আমি ধরছি ওটা,' বলে প্যাকেটা নিল মিনি।

'ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি, যাতে শাদা কেকটা খেতে পারে।

কেক আর শরবাত খেল রোজমেরি।

'বই নাকি?' প্যাকেটটার ওজন আন্দাজ করে জানতে চাইল মিনি।

'হুম, ডাকে পাঠানোর কথা ভেবেছিল প্রথমে, তারপর আমার সাথে দেখা হওয়ার কথা ছিল বলে আর পাঠায়নি।'

BanglaBook.org

ফিরতি ঠিকানাটা পড়ল মিনি। 'আরে এ বড়ি তো আমি চিনি,' বলল সে 'গিলমোররা এখনকার বাড়িতে ওঠার আগে ওখানেই ছিল।'

'তাই?'

'বেশ কয়েকবার ওখানে গেছি। *গ্রেস* আমার পছন্দের নামগুলোর একটা। তোমার বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' বলল রোজমেরি, ব্যাখ্যা করার চেয়ে সহজ হলো, তেমন একটা ইতর বিশেষ হলো না।

কেক আর শরবত শেষ করে মিনি হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিল। 'ধন্যবাদ,' হেসে বলল।

'আচ্ছা শোনো,' বলল মিনি। 'একটু পরেই ক্লিনারে যাচ্ছে রোমান, তোমার কিছু আনতে হবে?'

'না, লাগবে না, ধন্যবাদ। পরে দেখা হবে?'

'নিশ্চয়ই। একটু ঘুমিয়ে নাও। কী ঘুমাবে না?'

'হ্যাঁ, ঘুমাতেই যাচ্ছি। বাই।'

দরজা আটকে রান্নাঘরে চলে এলো ও। একটা ছুরি দিয়ে প্যাকেটটার রশি কেটে বাদামী কাগজটা আলগা করল। ভেতরের বইটার নাম, জে.আর.হান্সরেতের *অল অভ দেম উইচেস* । একটা ব্ল্যাক বুক, নতুন নয়, সোনালি হরফগুলো মুছে গেছে। ফ্লাইলিফে হাচের স্বাক্ষর, তার নিচে টরকুয়েহ, ১৯৩৪। ইনসাইড কাভারের নিচের দিকে ছোট নীল স্টিকার সাঁটা, তাতে লেখা: *জে. ওয়াগহর্ন অ্যান্ড সান্স, বুকসেলার*।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বই হাতে লিভিং রুমে চলে এলো রোজমেরি। মাঝে মাঝে ভিক্টোরিয় চেহারার সম্মানিত মহিলাদের ছবি দেখা যাচ্ছে, টেক্সটের বেশ কয়েক জায়গায় আন্ডারলাইন করেছে হাচ। মার্জিনেও বেশ কিছু চেক মার্ক রয়েছে, ওদের বন্ধুত্বের হিগিন্স-এলিয়া পর্ব থেকে চিনতে পারল ও। আন্ডারলাইন করা একটা বাক্যবন্ধ এরকম: *"ফাঙ্গাসটিকে ওরা বলে ডেভিলস পেপার"*–একটা উইন্ডো-বেতে বসে সূচিপত্রে নজর বোলাল ও। আদ্রিয়ান মারকাতো নামটা লাফ দিয়ে উঠে এলো চোখের সামনে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম এটা।

অন্যান্য অধ্যায় অন্য লোকদের নিয়ে আলোচনা করেছে–ওদের প্রত্যেকে–বইয়ের শিরোনাম থেকে ধারণা করতে হয়, উইচ। জাইলস দে

BanglaBook.org

রইস, জেন ওয়েনহ্যাম, অ্যালিয়েস্টার ক্রাউলি, টমাস ওয়েইর শেষ অধ্যায়েন নাম: *উইচপ্র্যাকটিসেস, উইচক্র্যাফট অ্যান্ড স্যাটানিজম।*

চার নম্বর চ্যাপ্টার খুলে আনুমানিক চব্বিশ পাতাজোড়া লেখায় চোখ বোলাল রোজমেরি। ১৮৯৬ সালে গ্লাসগোতে জন্ম মারকাতোর। এর পরপরই নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসা হয় তাকে (আন্ডারলাইন করা); তারপর ১৯২২ সালে কর্ফ আইল্যান্ডে সে মারা যায়। ১৮৯৬ সালের গোলমালের বিবরণ রয়েছে এখানে, তখন শয়তানকে আহ্বান করার পর ব্র্যামফোর্ডের বাইরে (হাচের কথা অনুযায়ী লবিতে নয়) এক মবের আক্রমণের শিকার হয়। ১৮৯৮ সালে স্টকহোমে একই ধরনের ঘটনার কথাও আছে। ১৮৯৯ সালে প্যারিসে। সম্মোহনী চোখের অধিকারী কালো দাড়িঅলা লোক ছিল সে। দাঁড়ানো অবস্থায় আঁকা এক পোর্ট্রেটে কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকল রোজমেরির। উল্টোদিকে লোকটার অপেক্ষাকৃত কম আনুষ্ঠানিক ছবি রয়েছে। প্যারিসের এক কাফের টেবিলে বসা, সাথে তার স্ত্রী হেসিয়া ও ছেলে স্টিভেন (আন্ডারলাইন করা)।

এইজন্যেই কি বইটা ওর হাতে পৌঁছাতে চেয়েছে হাচ, যাতে আদ্রিয়ান মারকাতোর সম্পর্কে বিস্তারিত পড়তে পারে? কিন্তু কেন? অনেক আগেই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেনি ও? আবার সেগুলো বাজে কথা স্বীকার করে মাফ চায়নি? বইটার বাকি পাতাগুলো উল্টে গেল ও, মাঝে মাঝে থেমে আন্ডারলাইন করা লাইনগুলো পড়ল।

'নাছোড় সত্য রয়ে যাচ্ছে,' লিখেছে এক জায়গায়, *'যে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, নিশ্চিতভাবেই তারা করে।'* এর কয়েক পাতা পরে, *'তাজা রক্তের শক্তির উপর সর্বজনীন বিশ্বাস,'* আর *'মোমবাতিতে ঘেরাও হয়ে, বলা বাহুল্য সেগুলোও কালো।'* বিদ্যুৎ বিভ্রাটের রাতে কালো মোমবাতি নিয়ে এসেছিল মিনি ও রোমান। বইটা ওদের উইচ বোঝাচ্ছে? ভেষজ আর টানিস মাদুলি নিয়ে মিনি, তীক্ষ্ণভেদী চোখ নিয়ে রোমান? কিন্তু ওরা উইচ নয়। তাই না? আসলেই না।

হাচের সতর্কবাণীর বাকি অংশের কথা মনে পড়ে গেল এবার। বাইটার নাম একটা অ্যানাগ্রাম। *অল অভ দেম উইচেস।* অক্ষরগুলোকে মাথার ভেতর নেড়েচেড়ে নতুন করে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ একটা কিছু তৈরির চেষ্টা করল ও। পারল না। এত হরফ নিয়ে তাল রাখা মুশকিল। কাগজ-পেন্সিল লাগবে। তারচেয়ে ভালো, একটা স্ক্র্যাবল সেট।

BanglaBook.org

শোবার ঘরে পেল ওটা। ফের বে-উইন্ডোতে বসে বন্ধ বোর্ডটা হাঁটুর উপর রেখে *অল অভ দেম উইচেস* লেখার জন্যে হরফ বের করে পাশে রাখল। পেটের ভেতরে বাচ্চাটা ফের নড়াচড়া শুরু করেছে। তুমি শিগগিরই আসতে যাচ্ছে, স্ক্র্যাবল প্লেয়ার, হাসতে হাসতে ভাবল ও। আবার লাথি হাকাল ওটা। 'আরে, রসো,' বলল ও।

বোর্ডে *অল অভ দেম উইচেস* কথাটা সাজিয়ে নিয়ে হরফগুলো উল্টাপাল্টা করে মিশিয়ে ফেলল ও। ওগুলো দিয়ে আর কী শব্দ তৈরি সম্ভব করা যায় বোঝার প্রয়াস পেল। প্রথমে পেল *কামস উইদ দ্য ফল* ; চ্যাপ্টা কাঠের টুকরোগুলো আরও নাড়াচাড়া করে পাওয়া গেল *হাউ ইজ হেল ফ্যাক্ট মেট;* কিন্তু এগুলোর কোনও অর্থ করতে পারল না। তেমনি *হু শ্যাল মিট ইট*, বা *উই দ্যাট চুজ উলি* ও *ইফ আই শ্যাল কাম*-এরও কোনও মানে খাড়া করতে পারল না। কোনওটাই আসলে সত্যিকারের অ্যানাগ্রাম নয়। কারণ সবগুলো হরফ কাজে লাগছে না। এটা বোকামি। একটা বইয়ের নামের ভেতর কীকরে ওর জন্যে গোপন বার্তা লুকিয়ে থাকতে পারে? হাচ ঘোরের ভেতর ছিল, বলেনি গ্রেস কার্ডিফ? সময় নষ্ট। *এলফ শট লেইম উইচ*। *টেল মি হুইচ ফ্যাটসো*।

অবশ্য লেখকের নামটই অ্যানাগ্রাম হতে পারে, বইয়ের নয়। হয়তো জে.আর. হ্যান্সলেত ছদ্মনাম, ঠিক করে ভাবলে আসল নাম বলে মনে হয় না।

নতুন কয়েকটা হরফ তুলে নিল ও।

বাচ্চাটা লাথি মারল।

জে.আর. হ্যান্সলেত হচ্ছে জান শ্রেডট বা জে.এইচ. স্নার্টল।

এখন সত্যি মনে হচ্ছে।

বেচারা হাচ।

বোর্ডটা তুলে কাত করে ধরল। বাক্সে গড়িয়ে পড়ল হরফগুলো।

বাক্সের ওপাশে বে-উইন্ডোয় পড়ে থাকা বইয়ের আদ্রিয়ান মারকাতো, তার স্ত্রী ও ছেলের ছবিঅলা পাতাটা খোলা। সম্ভবত 'স্টিভেন' নামটার উপর দাগ দেওয়ার সময় খোলা অবস্থায় জোরে চাপ দিয়েছিল হাচ।

বাচ্চাটা নীরব, নড়ছে না।

বোর্ডটা ফের হাঁটুর উপর রেখে বাক্স থেকে স্টিভেন মারকাতো হরফগুলো তুলে নিল ও। নামটা সাজিয়ে এক মুহূর্ত চেয়ে রইল ওটার

BanglaBook.org

দিকে। তারপর ফের সাজাতে শুরু করল হরফগুলো। কোনও রকম ভুল নড়াচড়া বা বাজে বিন্যাসের দিকে না গিয়ে রোমান ক্যাস্তেভেত নামটা বানিয়ে ফেলল ও।

তারপর আবার স্টিভেন মারকাতো।

ফের রোমান ক্যাস্তেভেত।

কিঞ্চিৎ নড়ল বাচ্চাটা।

অ্যাড্রিয়ান মারকাতো ও *উইচ প্র্যাকটিসেস* নামের অধ্যায় দুটো পড়ল। তারপর রান্নাঘরে এসে খানিকটা টুনা সালাদ, লেটুস আর টম্যাটো সালাদ খাওয়ার ফাঁকে এইমাত্র পড়া তথ্যগুলো বোঝার প্রয়াস পেল।

মাত্র *উইচক্র্যাফট অ্যান্ড স্যাটানিজম* অধ্যায় পড়া শুরু করেছে, এমন সময় বাইরের দরজা খুলে গেল, চাপ পড়ল চেইনের উপর। কে এসেছে দেখতে এগিয়ে যেতেই দেখল গী।

'চেইনের কী হলো?' ওকে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়ার পর জানতে চাইল গী।

কিছু বলল না ও। দরজা আটকে ফের চেইন লাগিয়ে দিল।

'ব্যাপার কী?' ওর হাতে একতোড়া ডেইজি আর এক বাক্স ব্রনযিনি।

'ভেতরে চলো, তারপর বলছি,' গী ওর হাতে ডেইজির তোড়া তুলে চুমু খাওয়ার সময় বলল রোজমেরি।

'তুমি ঠিক আছো তো?' জানতে চাইল গী।

'হ্যাঁ,' বলল রোজমেরি। রান্নাঘরে চলে এলো ও।

'অনুষ্ঠান কেমন হলো?'

'খুবই ভালো। একেবারে সংক্ষিপ্ত।'

'*নিউ ইয়র্কারের* সেই শার্টটা পেয়েছি,' শোবার ঘরে যাবার পথে বলল গী। 'আরে,' চিৎকার করে উঠল সে। 'দেখ, *অন আ ক্লিয়ার* ডে আর *স্কাইস্ক্র্যাপার*, দুটোই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!'

ডেইজি ফুলগুলো একটা নীল পীচারে রেখে ওটা লিভিংরুমে নিয়ে এলো রোজমেরি। গী এসে শার্টটা দেখাল ওকে। তারিফ করল রোজমেরি।

তারপর বলল, 'রোমান আসলে কে জানো?'

ওর দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল গী, ভুরু কোঁচকাল। 'কী বলতে চাইছ, হানি?' জানতে চাইল ও। 'রোমনে তো রোমানই।'

BanglaBook.org

'আসলে আদ্রিয়ান মারকাতোর ছেলে সে,' বলল রোজমেরি। 'যে লোকটা শয়তানকে ডেকে আনার কথা বলে নিচে মবের হামলায় পড়েছিল। রোমান তার ছেলে স্টিভেন। "রোমান ক্যাস্তেভেত" আসলে "স্টিভেন মারকাতো" নতুন করে সাজানো নাম–অ্যানাগ্রাম।'

গী বলল, 'কে বলেছে?'

'হাচ,' বলল রোজমেরি, *অল অব দেম উইচেস* আর হাচের বার্তা ব্যাখ্যা করল। বইটা দেখাল। শার্টটা একপাশে সরিয়ে রেখে ওটা নিয়ে শিরোনাম পৃষ্ঠার দিকে তাকাল গী, সূচিপত্র দেখল। ধীরে ধীরে বুড়ো আঙুলে পাতা ওল্টাতে শুরু করল।

'এই যে সে, তের বছর বয়সে,' বলল রোজমেরি। 'দেখেছ?'

'এটা কোনও রকম কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে,' বলল গী।

'এখানে থাকাটাও একটা কাকতাল? ঠিক যেখানে স্টিভেন মারকাতো বড় হয়েছে?' বলল রোজমেরি। 'স্টিভেন মারকতোর জন্ম ১৮৮৬ সালের আগস্টে, সে হিসাবে এখন তার বয়স উনআশি। রোমানেরও তাই। এটা মোটেই কাকতাল নয়।'

'না, তাই তো মনে হচ্ছে,' আরও পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল গী। 'আমার ধারণা, সে-ই স্টিভেন মারকাতো। বুড়ো মিয়া। অমন পাগলাটে বাবা থাকায় নাম পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে।'

কথাটাকে গী-র অনিশ্চিত ভাব ধরে নিল রোজমেরি। বলল, 'তোমার ধারণা বাপের মতো নয় সে?'

'কী বলতে চাইছ?' বলে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল গী। 'উইচ? শয়তান উপাসক?'

মাথা দোলাল রোজমেরি।

'রো,' বলল গী। 'ঠাট্টা করছ? সত্যি বলছ?' শব্দ করে হেসে উঠল সে, বইটা ফিরিয়ে দিল ওকে। 'দূর, রো, কী যে বলো,' বলল সে।

'এটা একটা ধর্ম,' বলল রোজমেরি। 'আদিকালের ধর্ম, পরে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।'

'ঠিকাছে,' বলল গী। 'তাই বলে আজকের যুগে?'

'এজন্যে ওর বাবা শহীদ হয়েছে,' বলল রোজমেরি। 'ওর কাছে তেমনই মনে হওয়ার কথা। আদ্রিয়ান মারকাতো কোথায় মারা গেছে, জানো? কর্ফুর একটা আস্তাবলে। সেটা যেখানেই হোক। কারণ ওকে

BanglaBook.org

হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সত্যি। ওর জন্যে *হোটেলে কোনও কামরা খালি ছিল না*, তাই আস্তাবলে মারা যায় ওর সাথেই ছিল সে। রোমান। তোমার ধারণা এতকিছুর পর ব্যাপারটা সে ভুলে গেছে?'

'হানি, এটা ১৯৬৬ সাল,' বলল গী।

'এই বইটা বের হয়েছে ১৯৩৩ সালে,' বলল রোজমেরি। 'ইউরোপে তখন কোভেন ছিল–দলটাকে এনামেই ডাকা হতোঃ দ্য কংগ্রেগেশন; ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আর্জেন্তিনায় কনভেনস। মাত্র তিরিশ বছরেরই ওরা সবাই মরে ভূত হয়ে গেছে ভাবছ? এখানেও ওদের একটা কোভেন আছে–মিনি ও রোমান, লুইজি-লরা, ফাউন্টেন, গিলমোর আর উইসদের নিয়ে। বাঁশি আর গানের পর্টিগুলো আসলে সাব্বাথ বা এসবেতস বা যে নামেই ডাক না কেন!'

'হনি,' বলল গী। 'উত্তেজিত হয়ো না। দাঁড়াও।'

'ওদের কাজকারবারগুলো একবার পড়ে দেখ, গী,' বলল রোজমেরি। বইটা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল; তর্জনী দিয়ে একটা পৃষ্ঠার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আচার অনুষ্ঠানে রক্ত ব্যবহার করে ওরা, কারণ রক্তই শক্তি। বাচ্চার রক্তেরই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতা। ব্যাপ্টাইজ করা হয়নি এমন শিশু। কেবল রক্ত না, মাংসও কাজে লাগায় ওরা!'

'খোদার দোহাই, রোজমেরি!'

'আমাদের সাথে এত খাতির কেন জমিয়েছে ওরা?' জানতে চাইল রোজমেরি।

'কারণ ওরা বন্ধুবৎসল! তোমার ধারণা, ওরা ম্যানিয়াক?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! ম্যানিয়াক, নিজেদের ম্যাজিক পাওয়ার আছে মনে করে, ওদের ধারণা গল্পের বইয়ের আসল উইচ ওরা–সব ধরনের পাগলাটে আচার পালন করে, কারণ ওরা অসুস্থ, পাগল!'

'হানি।'

'মিনির নিয়ে আসা কালো মোমবাতিগুলো ব্ল্যাক মাসের ছিল! তাতেই ধরে ফেলে হাচ। ওদের লিভিংরুমের মাঝখানটা একেবারে খালি, যাতে প্রচুর জায়গা মেলে।'

'হানি,' বলল গী। 'ওরা বয়স্ক মানুষ, একদল বয়স্ক বন্ধুবান্ধব আছে। ডাক্তার শ্যান্ড রেকর্ডার বাজায়। যেকোনও মুদি দোকানেই কালো মোমবাতি কিনতে পারবে তুমি। লাল, বা সবুজ বা নীলও। ওদের লিভিং রুম পরিষ্কার

BanglaBook.org

হওয়ার কারণ ডেকোরেটর হিসাবে মিনি জঘন্য। রোমানের বাবা পাগলা টাইপের ছিল, ঠিকাছে; তাই বলে রোমানকেও পাগল ঠাউরানোর কোনও কারণ নেই।'

'ওদের আর এখানে আসতে দিচ্ছি না,' বলল রোজমেরি। 'ওদের বা লরা-লুইজি বা কাউকেই না। আমার বাচ্চার পঞ্চাশ ফুটের মধ্যেও আসতে পারবে না ওরা।'

'নাম বদলানোতেই বোঝা যায় রোমান ওর বাবার মতো নয়,' বলল গী। 'তাহলে ওই নাম নিয়ে গর্ব করত সে, সেটাই বহাল রাখত।'

'বহালই তো রেখেছে,' বলল রোজমেরি। 'একটু ঘুরিয়ে নিয়েছে, আর কিছু না। এভাবে যেকোনও হোটেলে ঢুকতে পারবে সে।' গী-র কাছ থেকে সরে জানালার কাছে চলে এলো ও, স্ক্র্যাবলটা এখানেই রয়েছে। 'ওকে আর এখানে ঢুকতে দেব না,' বলল ও। 'বাচ্চাটা একটু বড় হলেই সাবলেট দিয় এখান থেকে চলে যেতে চাই। ওদের ধারে কাছে দেখতে চাই না। ঠিকই বলেছে হাচ। এখানে আসা মোটেই ঠিক হয়নি।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। বইটা দুহাতে চেপে ধরে আছে, কাঁপছে।

এক মুহূর্ত ওকে দেখল গী। 'ডাক্তার সেপারস্তেইনের ব্যাপারে কী বলবে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'সেও কোভেন?'

ওর দিকে ফিরল রোজমেরি।

'হাজার হোক,' বলল গী। 'ম্যানিয়াক ডাক্তারও তো আছে, তাই না? তার আসল উদ্দেশ্য সম্ভবত ঝাড়ুতে চেপে কলে যাওয়া।'

আবার জানালার দিকে ফিরল ও, চেহারা গম্ভীর। 'না, তাকে ওদের দলের মনে হয় না,' বলল ও। 'অনেক বুদ্ধিমান।'

'তাছাড়া, লোকটা ইহুদি,' বলল গী। হেসে উঠল। 'বেশ, তোমার ম্যাকার্থি-টাইপ কেলেঙ্কারী অভিযান থেকে একজনকে অন্তত বাদ রাখায় খুশি হলাম। এবার উইচহান্টিংয়ের কথা বলো। ওয়াও! সঙ্গ দোষে সর্বনাশ।'

'ওদের সত্যি সত্যি উইচ বলছি না,' বলল রোজমেরি। 'জানি ওদের আসল ক্ষমতা নেই। তবে তুমি বিশ্বাস না করলেও ওরা বিশ্বাস করার মতো মানুষ, ঠিক যেভাবে আমার পরিবার ঈশ্বর ওদের প্রার্থনা শোনেন বলে বিশ্বাস করে, ওয়েফারকে জেসাসের আসল শরীর মনে করে। মিনি ও

BanglaBook.org

রোমান ওদের ধর্মে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে, মানে। আমি জানি সেটা। তাই আমার বাচ্চার বেলায় কোনও ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি না।'

'কিছুতেই সাবলেট দিয়ে এখান থেকে যাচ্ছি না,' বলল গী।

'হ্যাঁ, যাচ্ছি,' ওর দিকে ফিরে বলল রোজমেরি।

নতুন শার্টটা তুলে নিল গী। 'পরে এনিয়ে ভাব যাবে,' বলল সে।

'তোমাকে মিথ্যা বলেছে সে,' বলল রোজমেরি। 'ওর বাবা প্রডিউসার ছিল না। থিয়েটারের সাথে কোনও সম্পর্কও ছিল না তার।'

'ঠিকাছে, সে বুলিথ্রোয়ার,' বলল গী। 'কেই বা নয়?' শোবার ঘরে চলে গেল সে।

স্ক্র্যাবল সেটের পাশে বসল রোজমেরি। ওটা বন্ধ করেই আবার বই খুলে শেষ অধ্যায় *উইচক্র্যাফট অ্যান্ড স্যাটানিজম* ফের পড়তে শুরু করল।

শার্ট ছাড়াই ফিরে এলো গী। 'ওটা আর পড়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না,' বলল সে।

রোজমেরি বলল, 'এই শেষ চ্যাপ্টারটা পড়তে চাচ্ছি শুধু।'

'আজ আর না, হানি,' কাছে এসে বলল গী। 'এমনিতেই অনেক কষ্ট করেছ। বাচ্চার জন্যে ভালো হচ্ছে না।' হাত বাড়িয়ে রোজমেরির বইটা এগিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা করল সে।

'আমি ক্লান্ত নই,' বলল রোজমেরি।

'তুমি কাঁপছ,' বলল গী। 'পাক্কা পাঁচ মিনিট ধরে কাঁপছ তুমি। ওটা আমাকে দাও। আগামী কাল আবার পড়ো।'

'গী।'

'না,' বলল গী। 'সত্যি বলছি। ওটা দাও।'

রোজমেরি বলল, 'ওহ,' গী-র হাতে তুলে দিল বইটা। বুকশেল্ফের দিকে এগিয়ে গেল সে। উঁচু হয়ে যতদূর সম্ভব বইটা পৌঁছানো যায় এমন একটা তাকে। দুটো কিনসি রিপোর্টের উপর রেখে দিল।

'কাল আবার পড়ো,' বলল সে। 'শোকসভা আর নানা ঝামেলায় অনেক উত্তেজনা গেছে তোমার ওপর দিয়ে আজ।'

BanglaBook.org

আট

অবাক হয়ে গেল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'ফ্যান্টাস্টিক,' বলল সে। 'সত্যিই ফ্যান্টাস্টিক। কী যেন নাম বললে, ম্যাচাদো?'

'মারকাতো,' বলল রোজমেরি।

'ফ্যান্টাস্টিক,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'আমার অবশ্য ধারণা নেই। ওর বাবার কফি আমদানি করার কথা বলেছিল, এটুকু মনে আছে। হ্যাঁ, বীজ গুঁড়ো করার না না উপায় নিয়ে বেশ কয়েকবার কথা বলেছিল সে।'

'গী-কে বলেছিল ওর বাবা প্রডিউসার ছিল।'

মাথা নাড়ল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'সত্যি কথা বলতে লজ্জা পায়, এত বিস্ময়ের কিছু নেই,' বলল সে। 'তুমি সেটা জানতে পেরে দুঃখ পেয়েছ, এখানেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে আমার জোরাল বিশ্বাস রোমানের ওর বাবার মতো বিচিত্র বিশ্বাস নেই। তবে এত নিকট পড়শীর বেলায় এমন হতে দেখে তোমার বিপর্যস্ত অবস্থাটুকু বুঝতে পারি।'

'ওর বা মিনির সাথে আর সম্পর্ক রাখতে চাই না,' বলল রোজমেরি। 'হয়তো কাজটা অন্যায় হচ্ছে, কিন্তু বাচ্চার নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে যেখানে, আমি কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নই।'

'অবশ্যই,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'যেকোনও মাইন্ড-কথাই বলবে।'

সামনে ঝুঁকে এলো রোজমেরি। 'আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে শরবত বা কেকে ক্ষতিকর কিছু মিশিয়ে দিচ্ছে মিনি?'

হেসে ফেলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'দুঃখিত, ডিয়ার,' বলল সে। 'ইচ্ছে করে হাসিনি, তবে সত্যি, মহিলা এত ভালো আর বাচ্চার সুস্থতার ব্যাপারে এত উদ্বিগ্ন, তোমাকে ক্ষতিকর কিছু খাওয়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। অনেক আগেই তাহলে লক্ষণ ধরা পড়ত আমার চোখে। তোমার বা বাচ্চার শরীরে।'

BanglaBook.org

'হাউস ফোনে আমার শরীর খারাপের কথা বলেছি তাকে। ওর কাছ থেকে আর কিছু খাব না।'

'তার দরকারও হবে না,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'তোমাকে কিছু পিল দিচ্ছি, শেষের এই সময়ে সেটা প্রয়োজনের চেয়ে যথেষ্ট হবে। এক দিক দিয়ে মিনি-রোমান সমস্যার ফয়সালাও হবে।'

'কী বলতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

'অল্পদিনের মধ্যেই ওরা চলে যেতে চাইছে,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'রোমানের শরীর ভালো নেই, জানোই তো। আসলে তোমাকে বলছি, খুব বেশী দিন বাঁচবে না, বড়জোর আর এক বা দুই মাস আয়ু আছে ওর। প্রিয় কয়েকটা শহর দেখতে চাইছে। সত্যি বলতে কি তোমার বাচ্চা হওয়ার আগে বিদায়ের কথা বললে তুমি মন খারাপ করতে পারো ভেবে ভয় পাচ্ছিল ওরা। গত পরশু রাতেই আমার কাছে কথাটা পেড়েছে ওরা। ব্যাপারটা তুমি কীভাবে নিতে পারো জানতে চাইছিল। আসল কারণ বলে তোমাকে দুঃখ দিতে চায় না।'

'রোমানের অসুস্থতার কথা শুনে খারাপ লাগল,' বলল রোজমেরি।

'তবে চলে যাবার সম্ভাবনায় খুশি,' হেসে বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'সবকিছু ভেবে দেখলে একদম ঠিক প্রতিক্রিয়া,' বলল সে। 'ধরো আমরা একটা কাজ করতে পারি, রোজমেরি, ওদের বলব, তোমাকে কথাটা বলার পর তুমি মোটেই দুঃখ পাওনি। ওরা চলে যাবার আগ পর্যন্ত–আগামী রোববারের কথা বলেছে ওরা, সম্ভবত–সবকিছু আগের মতোই চলুক, রোমানকে ওর আসল পরিচয় জেনে ফেলার কথাটা জানানোর দরকার নেই। আমি নিশ্চিত তাতে বিব্রত হবে সে, দুঃখ পাবে। মাত্র চার পাঁচ দিনের জন্যে ওকে এমন দুঃখ দেওয়া লজ্জার ব্যাপার হবে।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে রোজমেরি বলল, 'ঠিক জানো, ওরা রোববারে চলে যাচ্ছে?'

'যেতে চায় বলেই জানি,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন।

একটু ভাবল রোজমেরি। 'ঠিকাছে,' বলল ও। 'আগের মতোই চালিয়ে যাব আমি, তবে রোববার পর্যন্ত।'

'তোমার সমস্যা না হলে,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'কাল সকালে পিলগুলো পাঠিয়ে দেব, মিনিকে কেক আর শরবত রেখে যেতে দিয়ে পরে ওগুলো ফেলে পিল খেয়ে নেবে।'

BanglaBook.org

‘সেটাই ভালো হবে,’ বলল রোজমেরি। ‘তাতে বরং অনেক ভালো লাগবে আমার।’

‘এখন এটাই আসল,’ বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। ‘তোমাকে ভালো রাখা

হাসল রোজমেরি। ‘ছেলে হলে,’ বলল ও, ‘ওর নাম হয়তো আব্রাহাম সেপারস্তেইন উডহাউস রেখে দিতে পারি।’

‘খোদা না করুন,’ বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন।

খবরটা শুনে রোজমেরির মতোই খুশি হলো গী। ‘রোমানের সময় শেষ শুনে খারাপ লাগছে,’ বলল সে। ‘তবে তোমার খাতিরে ওদের চলে যাবার কথা শুনে খুশি হয়েছি। এখন অনেক ভালো বোধ করবে তুমি, আমি নিশ্চিত।’

‘তা তো বটেই,’ বলল রোজমেরি। ‘এরই মধ্যে ভালো বোধ করতে শুরু করেছি।’

স্পষ্টতই রোজমেরির কথিত অনুভূতির কথা জানাতে বেশী সময় নেয়নি ডাক্তার সেপারস্তেইন, কারণ সেদিন সন্ধ্যায়ই ওদের কাছে কথাটা পাড়ল মিনি আর রোমানঃ ইউরোপে যাচ্ছে ওরা। রোববার সাকল এগারটায়,’ বলল রোমান। ‘সোজা প্যারিসে যাব প্রথমে, সপ্তাহখানেক ওখানে থেকে এরপর যাব যুরিখ, ভেনিস ও দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর শহর যুগোস্লাভিয়ার দুব্রোভনিকে।’

‘হিংসায় গা জ্বলে যাচেছ,’ বলল গী।

রোজমেরিকে রোমান বলল, ‘আশা করি ব্যাপারটা তেমাদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হয়নি, তাই না, মাই ডিয়ার?’ কোটরে বসা চোখে ষড়যন্ত্রের একটা আভা গেল তার।

‘ডাক্তার সেপারস্তেইন তোমাদের পরিকল্পনার কথা বলেছে আমাদের,’ বলল রোজমেরি।

মিনি বলল, ‘বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত থাকতে পারলে খুশি হতাম।’

‘সেটা বোকামি হতো,’ বলল রোজমেরি। ‘যা গরম পড়েছে এখানে।’

‘আমরা সব ধরনের ছবি পাঠাবো তোমাদের,’ বলল গী।

‘কিন্তু রোমানকে ঘোরার নেশায় পেয়ে বসলে আর ঠেকানো যায় না,’ বলল মিনি।

‘ঠিক, ঠিক,’ বলল রোমান। ‘সারাজীবন ঘুরে বেড়ানোর পর এক শহরে এক বছরের বেশী আটকা পড়ে থাকাটা আমার কাছে অসম্ভব মনে

BanglaBook.org

হয়। অথচ জাপান ও ফিলিপাইন্স থেকে এসেছি চৌদ্দ মাস হয়ে গেছে।'

ওদের দুব্রোভনিকের বিশেষ সৌন্দর্য আর মাদ্রিদ আর আইল অভ স্কাই-এর গল্প করল সে। ওকে জরিপ করতে করতে রোজমেরি ভাবল, লোকটা আসলে কী, আন্তরিক বুড়ো বাকোয়াজ নাকি পাগলের সন্তান।

পরদিন শরবত আর কেক রেখে যাওয়া নিয়ে কোনও ঝামেলা করল না মিনি। নানা জিনিস কেনার এক লম্বা লিস্ট নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল সে। ক্লিনার থেকে পোশাক আর টুথপেস্ট ও ড্রামামাইন এনে দিতে বলল রোজমেরি। শরবত আর কেক ফেলে ডাক্তার সেপারস্তেইনের দেওয়া বড় সাইজের ক্যাপসুল গিলে নিজেকে কেমন যেন হাস্যকর ঠেকল ওর।

শনিবার সকালে মিনি বলল, 'রোমানের বাবার আসল পরিচয় তো তোমার জানা, তাই না?'

অবাক হয়ে মাথা দোলাল রোজমেরি।

'হঠাৎ আমাদের সাথে তোমার ঠাণ্ডা হাবভাব দেখেই বুঝতে পেরেছি,' বলল মিনি। 'আরে, ক্ষমা চাইতে হবে না, মাই ডিয়ার। তোমরাই প্রথম বা শেষ নও। তোমাকে দোষ দিতে পারছি না। ওহ, বুড়ো পাগলাটা আগেই না মরলে আমিই খুন করতাম! আসলে বেচারা রোমানের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই নয় ও! এজন্যেই এত ঘুরতে পছন্দ করে। লোকে ওর আসল পরিচয় জানার আগেই সরে পড়তে চায়। তুমি যে জান সেটা জানতে দিয়ো না ওকে, কেমন? গী আর তোমাকে এত ভালোবাসে, মনই ভেঙে যাবে শেষে। ওকে নিয়ে এমনভাবে বিদায় হতে চাই, যাতে মনে দুঃখ না পায়, কারণ খুব বেশী এমন যাত্রার সুযোগ মিলবে না। আমার আইসবক্সের পচনশীল জিনিসগুলো একটু রেখো? গীকে পরে একবার পাঠিয়ো, ওকে সব বুঝিয়ে দেব।'

শনিবার রাতে বার তলায় টেনিস বলের গন্ধঅলা অ্যাপার্টমেন্টে শুভযাত্রা কামনা করে একটা পার্টি দিল লরা-লুইজি। ওয়েস আর গিলমোরেরা এলো। বেড়াল ফ্ল্যাশসহ এলো মিসেস সাবাতিনি ও ডাক্তার শ্যান্ড (গী কীভাবে জানল যে এই শ্যান্ডই রেকর্ডার বাজিয়েছিল? ভাবল রোজমেরি, রেকর্ডারই ছিল সেটা, বাঁশি বা ক্লারিনেট নয়? জিজ্ঞেস করতে হবে)। মিসেস সাবাতিনিকে অবাক করে নিজেদের ভ্রমণসূচি ঘোষণা করল রোমান, ওরা রোম আর ফ্লোরেন্স পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে শুনে বিশ্বাসই করতে পারছিল না

BanglaBook.org

সে। বাড়িতে বানানো কেক আর হালকা অ্যালকোহল মেশানো ফ্রুট পাঞ্চ পরিবেশন করল লরা-লুইজি। টর্নেডো আর নাগরিক অধিকারে বাঁক নিল আলোচনা। এতক্ষণ লোকগুলোকে দেখছিল রোজমেরি, শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। অনেকটা ওমাহার ওর খালা-ফুপুদের মতোই, এরা উইচ হতে পারে এই বিশ্বাসটা ধরে রাখা কঠিন মনে হতে লাগল। গী-র কাছে মার্টিন লুথার কিংয়ের কাহিনী শুনছিল ছোটখাট মিস্টার উইস; অমন নাজুক বুড়ো একটা মানুষ কি স্বপ্নেও নিজেকে জাদুটোনার কাজ করার কথা বা মাদুলি নির্মাতা হিসাবে ভাবতে পারবে? লরা-লুইজি ও হেলেন ওয়েসের মতো নিরীহ বয়স্কা মহিলারা ভুয়া ধর্মীয় অর্গিতে ন্যাংটো নাচতে পারে (অথচ ওদের কি ওভাবেই দেখেনি ও, সবাইকে? না, না, ওটা স্বপ্ন ছিল, অনেক দিন আগে দেখা বাজে স্বপ্ন)।

ফোন করে রোমান আর মিনিকে বিদায় জানাল ফাউন্টেনরা, ডাক্তার সেপারস্তেইনও তাই; এছাড়া রোজমেরি আগে নাম শোনেনি এমন আরও দুচারজনও ফোন করল। উপহার নিয়ে এলো লরা-লুইজি, সবাই খুব তারিফ করল সেটার। শুয়োরের চামড়ায় তৈরি ক্যারিং ব্যাগে রাখা ট্রানজিস্টর সেট। ভাঙা গলায় দরাজ ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা ঝেড়ে গ্রহণ করল রোমান। বেচারা জানে, মরতে চলেছে, ভাবল রোজমেরি; লোকটার জন্যে আন্তরিকভাবেই দুঃখ বোধ করল।

রোমানের আপত্তি সত্ত্বেও পরদিন সকালে ওদের সাহায্য করার উপর জোর দিল গী। সাড়ে আটটায় অ্যালার্ম সেট করল ও। যথাসময়ে সেটা বেজে উঠতেই উঠে চিনো আর টি শার্ট পরে মিনিদের ওখানে চলে গেল। পেপারমিন্ট স্ট্রাইপড স্মক পরে ওর সাথে গেল রোজমেরিও। নেওয়ার মতো তেমন কিছু ছিল না: দুটো স্যুটকেস আর একটা হ্যাট বক্স। একটা ক্যামেরা ঝুলিয়েছে মিনি, রেডিও নিয়েছে রোমান। 'একটার বেশী স্যুটকেস যে নেয়,' দরজা বন্ধ করতে গিয়ে বলল সে, 'সে টুরিস্ট, ট্রাভেলার না।'

সাইডওঅকে ডোরম্যান এগিয়ে আসা গাড়িগুলোর উদ্দেশে হুইসল বাজানোর সময় টিকেট, পাসপোর্ট, ট্রাভেলার্স চেক আর ফ্রেঞ্চ কারেন্সি পরখ করে দেখল। রোজমেরির কাঁধে হাত রাখল মিনি, 'যেখানেই থাকি না কেন,' বলল সে, 'সব সময় তেমাদের কথাই মনে পড়বে, ডার্লিং। যতক্ষণ না তোমার ছেলে বা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে আবার ছিপছিপে মেয়েটি হয়ে উঠছ।'

‘ধন্যবাদ,’ বলে মিনির গালে চুমু খেল রোজমেরি। ‘সবকিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।’

‘দেখো, গী যেন আমাদের কাছে প্রচুর ছবি পাঠায়, ঠিকাছে?’ পালটা রোজমেরিকে চুমু খেয়ে বলল মিনি।

‘নিশ্চয়ই,’ বলল রোজমেরি।

গী-র দিকে ফিরল মিনি। রোজমেরির হাত ধরল রোমান। ‘তোমার সৌভাগ্য কামনা করব না,’ বলল সে, ‘কারণ তার দরকার হবে না। অনেক সুখী একটা জীবন পেতে যাচ্ছ তুমি!’

ওকে চুমু খেল রোজমেরি। ‘তোমাদের যাত্রা শুভ হোক,’ বলল ও। ‘নিরাপদে ফিরে এস।’

‘হয়তো,’ হেসে বলল সে। ‘তবে দুব্রোভনিকেও থেকে যেতে পারি, কিংবা কে জানে, পেসকারা বা মালোকায়। পরে ভেবে দেখব।’

‘ফিরে এসো,’ বলল রোজমেরি, উপলব্ধি করল মন থেকেই কথা বলছে ও। আবার ওকে চুমু খেল।

একটা ট্যাক্সি এলো । গী আর ডোরম্যান ধরাধরি করে স্যুটকেসগুলো ড্রাইভারের পাশে রাখল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘোৎ শব্দ করে আগে বাড়ল মিনি, ওর বগলতলা ঘেমে উঠেছে। ওর পাশে কোনওমতে জায়গা করে নিল রোমান। ‘কেনেডি এয়ারপোর্ট,’ বলল সে। ‘টিডব্লুএ বিল্ডিং।’

খোলা জানালা দিয়ে আবার বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চুমু খেল ওরা, তারপর অপসৃয়মান ট্যাক্সির উদ্দেশে হাত নাড়তে লাগল গী আর রোজমেরি। ভেতর থেকে শাদা দস্তানা পরা আর খালি হাত নড়ছে ওদের দিকে।

যতটা ভেবেছিল তেমন খুশি লাগল না রোজমেরির। সেদিন বিকেলে আবার *অল অভ দেম উইচেস* বইটা পড়ার জন্যে খুঁজল ও, ওটাকে হাস্যকর আর বোকামীভরা আবিষ্কার করবে বলে ভেবেছিল। কিন্তু নেই হয়ে গেছে ওটা। *কিনসি রিপোর্টের* উপর বা অন্য কোথাও নেই। গী-কে জিজ্ঞেস করল, সে বলল বৃহস্পতিবার সকালে ওটা গার্বেজে ফেলে দিয়েছে।

‘দুঃখিত, হানি,’ বলল সে। ‘কিন্তু আমি চাইনি তুমি ওসব বাজে জিনিস পড়ে খামোকা মনমরা হয়ে থাকো।’

যুগপত বিস্মিত ও বিরক্ত হলো রোজমেরি। ‘গী,’ বলল ও, ‘হাচ বইটা দিয়েছিল আমাকে। আমার কাছে রেখে গেছে ওটা।’

BanglaBook.org

'আমি ওভাবে ভেবে দেখিনি,' বলল গী। স্রেফ তুমি মন খারাপ করো, চাইনি। দুঃখিত।'

'খুবই বাজে কাজ করেছ।'

'দুথখিত। হাচের কথা মাথায় আসেনি।'

'এমনকি ও বইটা না দিলেও আরেকজনের বই ফেলে দিতে পারো না। আমার যা ইচ্ছে হবে তাই পড়ব আমি।'

'দুঃখিত,' বলল গী।

সারাদিন ব্যাপারটা ভাবিয়ে চলল ওকে। গী-কে কী জিজ্ঞেস করার কথা ভেবেছিল ভুলে গেল। এটাও বিরক্ত করে তুলল ওকে।

সন্ধ্যায় মনে পড়ল ওর। লা স্কেলিয়া নামে অল্প দূরের একটা রেস্তরাঁ থেকে পায়ে হেঁটে ফিরে আসছিল ওরা। 'ডাক্তার শ্যান্ড রেকার্ডার বাজাচ্ছিল সেটা তুমি জানলে কী করে?' জিজ্ঞেস করল ও।

জবাব দিল না গী।

'সেদিন,' বলল রোজমেরি, 'বইটা পড়ার সময় ওটা নিয়ে তর্ক করছিলাম আমরা, তুমি বলেছিলে ডাক্তার শ্যান্ড রেকর্ডার বাজায়। কীভাবে জানলে?'

'ওহ,' বলল গী। 'সেই বলেছে। অনেক আগে। ওকে বলেছিলাম দেয়ালের ওপাশ থেকে আমরা বার দুই বাঁশি বা অমন কিছুর আওয়াজ পেয়েছি। তখনই বলেছিল কাজটা ওর। তোমার কী ধারণা, কীভাবে জেনেছি?'

'ভেবে দেখিনি,' বলল রোজমেরি। 'স্রেফ চিন্তাটা মাথায় এসেছে, ব্যস।'

ঘুমাতে পারল না ও। চিত হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ভুরু কুঁচকে আছে। ওর ভেতরের বাচ্চাটা শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু নিজে ঘুমাতে পারছে না। অস্থির, উদ্বিগ ঠেকছে। কিন্তু কি নিয়ে উদ্বিগ্ন তাও জানে না।

বাচ্চার জন্যেই হবে আরকি, সবকিছু ভালোয় ভালোয় শেষ হবে কিনা। আজকাল ঠিক ব্যয়ামে ফাঁকি দিচ্ছে। আর না, মনে মনে ওয়াদা করল ও।

সত্যিই সোমবার এসে গেছে, তের তারিখ। আর পনের দিন। দুই সপ্তাহ। হয়তো দুই সপ্তাহ বাকি থাকতে সব মেয়েরাই একটু অস্থির, উত্তেজিত থাকে। দিনের পর দিন চিত হয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে ক্লান্ত থাকায়

BanglaBook.org

ঘুমাতে পারে না! এসব চুকে গেলে সবার আগে কোলবালিশ বুকে চেপে উপুর হয়ে টানা চব্বিশ ঘণ্টার একটা ঘুম দেবে ও। বালিশে মুখ দাবিয়ে রাখবে।

মিনি আর রোমানের অ্যাপার্টমেন্টে একটা শব্দ পেল ও। কিন্তু নিশ্চয় উপর বা নিচ তলার কোথাও থেকেই হবে। এয়ারকন্ডিশনিং চলতে থাকলে শব্দ অনেক সময় বিভ্রান্ত করে।

এতক্ষণে প্যারিসে পৌঁছে গেছে ওরা। ভাগ্যবান। কোনও একদিন ওদের সুন্দর বাচ্চাটাকে নিয়ে গী আর ও যাবে।

জেগে উঠে নড়তে শুরু করল বাচ্চাটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নয়

কাটন বল, কটন সোয়াব, ট্যালকম পাউডার আর লোশন কিনল ও, একটা ডায়াপার সার্ভিসকে নিয়োগ দিল; ব্যুরো ড্রয়ার্সে নতুন করে সাজাল বাচ্চার কাপড়চোপড়। অ্যানাউন্সমেন্ট-এর অর্ডার দিল ও–গী পরে ফোনে নাম, তারিখ আর ঠিকানা জানাবে–এক বাক্স ছোট আইভরি এনভেলপে স্ট্যাম্প লাগাল। *সামারহিল* নামে একটা বই পড়ল ও, তাতে আপাত অকাট্য পারমিসিভ বাচ্চা লালন-পালন পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে; সার্দি'স ইস্টে এলিসেন ও জোয়ানের সাথে ওটা নিয়ে আলাপ করল।

এবার খিঁচুনী বোধ করতে শুরু করল ও, একদিন একবার, পরের দিন দুবার; কিন্তু তারপর আর না; এবং এরপর দুবার।

প্যারিস থেকে একটা পোস্টকার্ড এলো, আর্ক দে ত্রায়োম্ফের ছবিঅলা। নিখুঁতভাবে লেখা বার্তা: *তোমাদের দুজনকেই ধন্যবাদ। দারুণ আবহাওয়া, অসাধারণ খাবার। ফ্লাইটটা ছিল দারুণ। ভালোবাসা, মিনি।*

বাচ্চাটা বেশ নিচে নেমে এসছে। জন্ম নিতে প্রস্তুত।

২৪শে জুন শুক্রবার বিকেলের গোড়ার দিকে টিফানি'স স্টেশনারি'র কাউন্টারে গিয়েছিল ও আরও পাঁচিশটা খাম কিনতে, দোমিনিক পোসসোর সাথে দেখা হয়ে গেল ওখানে। গী-র ভোকাল কোচ ছিল সে। ছোটখাট, কৃষ্ণাঙ্গ, পিঠটা সামান্য কুঁজো, কণ্ঠস্বর কর্কশ, অপ্রীতিকর। ওর শরীরের অবস্থা দেখেই হাত ধরে অভিনন্দন জানাল, গী-র সাম্প্রতিক সাফল্যেও অভিনন্দন জানাল। নিজেকেই এর কৃতিত্বের দাবিদার মনে করছে সে গী কোথায় কোথায় কাজ করছে, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের অতিসাম্প্রতিক অফারের কথা জানাল রোজমেরি। খুশি হলো দোমিনিক। এবার, সে বলল, কড়া ট্রেনিংয়ের ফায়দা পাবে গী। কারণটা ব্যাখ্যা করল। গী-কে ফোন করতে বলবে, কথা দিল

BanglaBook.org

রোজমেরি। তারপর ফের শুভেচ্ছা জানিয়ে পা বাড়াল এলিভেটরের দিকে। ওর হাত ধরল রোজমেরি। '*দ্য ফ্যান্টাস্টিকের* টিকেটের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি,' বলল ও। 'দারুণ লেগেছে। সারা জীবন চলতে থাকবে তা। লন্ডনে আগাথা ক্রিস্টির নাটকের মতো।'

'*দ্য ফ্যান্টাস্টিক?*' দোমিনিক বলল

'গী-কে একজোড়া টিকেট দিয়েছিলে না তুমি। অনেক আগের কথা অবশ্য। ফল-এ। এক বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আগেই দেখা ছিল গী-র।'

'গী-কে কোনওদিনই *দ্য ফ্যান্টাস্টিকের টেকেট* দিইনি,' বলল দোমিনিক।

'গত ফল-এ তুমি দাওনি?'

'না, মাই ডিয়ার। কাউকেই *দ্য ফ্যান্টাস্টিকের* টিকেট দিইনি। আমার কাছে থাকলে তো। তোমার ভুল হয়েছে।'

'আমি নিশ্চিত তোমার কাছ থেকেই পেয়েছে বলেছিল ও,' বলল রোজমেরি।

'তাহলে ওর ভুল হয়েছে,' বলল দোমিনিক। 'ওকে ফোন করতে বলো, কেমন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলব।'

অবাক কাণ্ড, ফিফথ অ্যাভিনিউ পার হওয়ার অপেক্ষা করার সময় ভাবল রোজমেরি। গী বলেছিল দোমিনিকই টিকেটগুলো দিয়েছে, সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও। পরিষ্কার মনে আছে দোমিনিককে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখার কথা ভেবেছিল ও। পরে প্রয়োজন নেই বলে মত পাল্টেছে। ভুল হতে পারে না।

ওয়াক, জানাল ট্রাফিক বাতি, রাস্তা পার হলো ও।

কিন্তু গী-র ভুল হতে পারে না। হর রোজ ফ্রি টিকেট পায়নি সে। কে দিয়েছে নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা। ইচ্ছে করেই মিথ্যা বলেছিল? হয়তো কেউই টিকেট দেয়নি, এমনি পেয়ে রেখে দিয়েছিল। না, থিয়েটারে তাহলে একটা অঘটন ঘটে যেত, ওকে তেমন অবস্থায় ঠেলে দেবে না সে।

ফিফটি-সেভেন্থ অ্যাভিনিউ ধরে ধীর পায়ে পশ্চিমে এগিয়ে চলল ও। সামনে ঝুলন্ত বাচ্চার ভার বইছে। সামনের দিকে হেলে থাকায় পিঠ

BanglaBook.org

ব্যথা করছে। গরম পড়েছে, গুমোট একটা ভাব; এখনই বিরানব্বই ডিগ্রিতে উঠে গেছে তাপমাত্রা, আরও বাড়ছে। খুব ধীরে হেঁটে চলল ও।

কোনও কারণে সেরাতে ওকে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পাঠাতে চেয়েছিল ও? নিজেই টিকেট কিনে এনেছিল? ওর ভুমিকা নিয়ে অনুশীলন করতে? তাই যদি হয়ে থাকে, সেজন্যে তো ছলচাতুরির আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না । আগে এক কামরার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে বহুবার ওকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে বাইরে যেতে বলেছে, খুশি মনেই মেনে নিয়েছিল ও। যদিও বেশীরভাগ সময়ই গী লাইন ফীডার আর দর্শকের কাজ করার জন্যে ওকে কাছে রাখতে চেয়েছে।

কোনও মেয়ে? পুরোনো প্রেমিকা? দুই এক ঘণ্টা যার জন্যে যথেষ্ট নয়? ও বাইরে থাকার সময় তার পারফিউমের সুবাস ধুয়ে ফেলেছে? কিন্তু ও ফেরার পরে তো পারফিউম নয়, বরং ট্যানিশ রুটেরই গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল; গন্ধের জন্যে মাদুলিটা ফয়েলে মুড়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল ও। রাতের গোড়ার দিকটা অন্য কারও সাথে কাটাতে পেরে অনেক বেশী উদ্যমী, আমোদিত হয়ে ছিল গী। ও ঘুমিয়ে থাকার সময় ওর সাথে অস্বাভাবিক সহিংসভাবে মিলিত হয়েছে, পরে মনে পড়েছিল ওর। মিনি আর রোমানের বাঁশি আর গান শুনেছে।

না, বাঁশি না। ডাক্তার শ্যান্ডের রেকর্ডার।

গী তবে এভাবেই জেনেছে? সেদিন সন্ধ্যায় ওখানেই ছিল ও? সাবাথে...

থেমে হেনরি বেন্ডির জানালায় উঁকি দিল ও, উইচ, কোভেন, বাচ্চার রক্ত আর গী-র ওখানে থাকার কথা আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কেন যে নির্বোধ দোমিনিকের সাথে দেখা হলো? আজ বাইরে আসাই উচিত হয়নি, এত গরম আর গুমোট আঠাল অবস্থা।

রুডি গ্রেনরিচের মতো বিরাট রাস্পবেরি ক্রিপ ড্রেস দেখা যাচ্ছে। মঙ্গলবারের পর, আবার আগের চেহারায় ফিরে হয়তো দোকানে গিয়ে দামাদামি করে দেখবে। আর একজোড়া লেবু-হলদে হিপ-হাগারস ও একটা রাস্পবেরি ব্লাউজ...

শেষতক অবশ্য আবার হাঁটা শুরু করতে হলো ওকে। হাঁটছে, ভাবছে, নড়াচড়া করছে পেটের ভেতরে বাচ্চাটা।

বইটাতে (গী যেটা ফেলে দিয়েছে) শপথ ও ব্যাপ্টিজম, প্রায়শ্চিত্ত

BanglaBook.org

আর ‘উইচমার্ক’ দেওয়াসহ দীক্ষানুষ্ঠানের কথা ছিল। এমন কি হতে পারে যে গী কোভেনে যোগ দিয়েছিল (টানিস প্রায়শ্চিত্তের গন্ধ ধুয়ে ফেলতেই গোসল)? সে (না, ও তা করতে পারে না) ওদেরই একজন? ওর শরীরের কোথাও সদস্যপদের একটা গোপন চিহ্ন আছে।

ওর কাঁধে মাংসের মতো রঙের একটা ব্যান্ডএইড ছিল। ফিলাদেলফিয়ায় ওর ড্রেসিংরুমেও ছিল সেটা। (‘হতচ্ছাড়া ফোঁড়াটা,’ জিজ্ঞেস করলে জবাব দিয়েছিল সে) আরও বেশ কয়েক মাস আগেও ছিল সেটা (‘আগেরটা না!’ বলেছিল রোজমেরি।) এখনও আছে?

জানা নেই ওর। এখন আর নগ্ন হয়ে ঘুমায় না ও। আগে, বিশেষ করে গরমকালে ঘুমাত। কিন্তু এখন না। অনেক মাস ধরেই। এখন রাতে পায়জামা পরে থাকে। শেষ কবে ওকে নগ্ন দেখেছে ও?

একটা গাড়ি ওর উদ্দেশে হর্ন বাজাল। সিক্সথ অ্যাভিনিউর মোড়ে এসে পড়েছে ও। ‘কসম খোদার, ভদ্রমহিলা,’ পেছন থেকে বলল এক লোক।

কিন্তু কেন, কেন? ও তো গী। কোনও বুড়ো পাগলাটে লোক না যে আত্মমর্যাদার খোঁজ করার মতো আর কিছু পাচ্ছে না! ওর ক্যারিয়ার আছে, প্রতিদিনই ক্রমে ব্যস্ততায় ভরে ওঠা উত্তেজনাকর ক্যারিয়ার! রুমাল, উইচ নাইফ, সেনসার আর আবর্জনার কী দরকার ওর? গিলমোর, মিনি-রোমানদের সাথে কী প্রয়োজন? এমন কী ওরা দিতে পারবে যা অন্য কোথাও পাবে না সে?

প্রশ্নটা করার আগেই উত্তর জানা হয়ে গেল ওর। প্রশ্নটা খাড়া করা ছিল উত্তরটাকে একটা চেহারা দেওয়া।

ডোনাল্ড বমগার্তের অন্ধত্ব।

যদি বিশ্বাস করো।

কিন্তু করে না ও, বিশ্বাস করে না।

কিন্তু ডোনাল্ড বমগার্ত তো রয়েছে, অন্ধ, সেই শনিবারের মাত্র এক বা দুদিন পরেই অন্ধ হয়ে গেছে। বাড়িতে ছিল গী, ফোন বেজে ওঠা মাত্রই লাফিয়ে উঠে ধরছিল। খবরের আশায় ছিল ও।

ডোনাল্ড বমগার্তের অন্ধত্ব।

এ পরই সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে: নাটক, সমালোচনা, নতুন নাটক, সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব...হয়তো গ্রিনউইচ ভিলেজে গী-র ভূমিকাও

BanglaBook.org

হুট করে গী-র উইচদের (হয়তো) কোভেনে (হয়তো) যোগ (হয়তো) দেওয়ার এক বা দুদিনের মধ্যেই অন্ধ না হলে ডোনাল্ড বমগার্তের হাতে যেত।

প্রতিপক্ষের দৃষ্টি বা শ্রবণ শক্তি কেড়ে নেওয়ার মন্ত্র আছে, লেখা ছিল বইটাতে। *অল অভ দেম উইচেস*। (গী না)। গোটা কোভেনের সম্মিলিত শক্তি, অশুভ ইচ্ছার একটা কনসেন্ট্রেটেড ব্যাটারি বেছে নেওয়া শিকারকে অন্ধ, কালা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও শেষ পর্যন্ত হত্যা করতে পারে।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও শেষ পর্যন্ত হত্যা।

'হাচ?' কার্নেগি হলের সামনে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে জোরে বলে উঠল ও। ওর দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল একটা মেয়ে, মায়ের হাত ধরে রেখেছে সে।

সেরাতে বইটা পড়ছিল হাচ, পরের দিন সকালে দেখা করতে ডেকে পাঠিয়েছিল ওকে। রোমানই স্টিভেন মারকাতো জানাতে। দেখা করার কথা গী-র জানা ছিল। বের হয়ে গিয়েছিল–আইসক্রিমের জন্যে–মিনি আর রোমানদের ফ্ল্যাটের বেল টিপেছে। জরুরি মিটিং ডাকা হয়েছিল? সম্মিলিত মানসিক শক্তি...কিন্তু হাচ ওকে কী বলবে ওরা সেটা জানবে কী করে? ও নিজেই তো জানত না, কেবল হাচেরই জানা ছিল।

আচ্ছা, এমন তো হতে পারে যে, 'ট্যানিস রুট' আসলে 'ট্যানিস রুট' ছিল না। হাচ কোনওদিনই এই জিনিসের নাম শোনেনি, তাই না? এমন তো হতে পারে বইতে ওর আন্ডারলাইন করা সেই জিনিস ছিল–ডেভিলস ফাঙাস না কি যেন। রোমানকে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার কথা বলেছিল। সেটাই কি রোমানকে ওর প্রতি সতর্ক করে তোলার জন্যে যথেষ্ট ছিল না? ঠিক তখনই হাচের একটা গ্লাভ নিয়েছিল রোমান, কারণ শিকারের ব্যবহার্য কোনও কিছু না হলে বান মারা যায় না! এবং তারপর পরদিন সকালে দেখা করার কথা গী বলে দেওয়ার পর আর ঝুঁকি নেয়নি ওরা; কাজে নেমে পড়েছে।

কিন্তু না। রোমানের তো হাচের গ্লাভ পাওয়ার কথা না, ও নিজেই তো ওকে ভেতরে ঢুকিয়েছে, বিদায় জানিয়েছে। পুরো সময়টায় ওর সাথে ছিল।

গ্লাভটা নিয়েছিল গী। কখনও যা করে না, মেকাপ নিয়েই

BanglaBook.org

তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরে এসেছে সে, নিজেই গেছে ক্লোজিটের কাছে। নিশ্চয়ই ওকে ফোন কেরছিল রোমান, নিশ্চয়ই বলেছিল, “হাচ লোকটা ‘ট্যানিস রুট’ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। বাড়ি ফিরে ওর একটা কিছু যোগাড় করো, বলা তো যায় না!” কথামতো কাজ করেছে গী—ডোনাল্ড বমগার্তকে অন্ধ করে রাখার জন্যে।

ফিফটি-ফিফথ স্ট্রিটের বাতি জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় থাকার সময় হ্যান্ডব্যাগ আর খামগুলো হাতের নিচে গুঁজে রাখল ও। ঘাড়ের পেছনের চেইনের হুক খুলে চেইন আর টানিস-মাদুলিটা জামার ভেতর থেকে বের করে তারপর একসাথে স্যুইয়ার গ্রেটিংয়ে ফেলে দিল।

‘টানিস রুটে’র জন্যে যথেষ্ট। ডেভিলস ফাঙাস।

এত ভয় লাগছিল ওর যে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করল।

কারণ ওর জানা হয়ে গেছে সাফল্যের বিনিময়ে গী ওদের কী দিতে চলেছে।

বাচ্চা। ওদের রিচুয়ালের জন্যে।

ডোনাল্ড বমগার্ত অন্ধ হওয়ার আগে কখনওই বাচ্চা নিতে আগ্রহী ছিল না ও। বাচ্চাটার নড়াচড়া অনুভব করতে চায়নি, এ প্রসঙ্গে কথা বলতেও রাজি ছিল না; নিজেকে দূরে দূরে ব্যস্ত রাখত, যেন এটা ওর বাচ্চাই নয়।

কারণ ওর জানা ছিল বাচ্চাটা এক সময় ওদের হাতে তুলে দেওয়ামাত্র ওকে নিয়ে কী করা হবে।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে, দারুণ শীতল অ্যাপার্টমেন্টে পাগল হয়ে গেছে বোঝাতে চাইল নিজেকে। বোকা মেয়ে, আর চার দিন পরেই বাচ্চাটা পেয়ে যাচ্ছ। না হয় সাত দিন লাগতে পারে। তবে একটু উত্তেজিত ও ক্ষেপে থাকায় কতগুলো সম্পর্কহীন ঘটনাকে মিলিয়ে পাগলাটে ধারণা খাড়া করে বসে আছ। সত্যিকার উইচ বলে কিছু নেই। জাদুটোনা না। ডাক্তাররা মৃত্যুর কারণ ধরতে না পারলেও হাচের স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। ডোনাল্ড বমগার্তর অন্ধত্বের বেলায়ও তাই। এবার তাহলে বলো, গী কীভাবে বান মারার জন্যে ডোনাল্ড বমগার্তর জিনিস যোগাড় করল? বুঝতে পারছ, বোকা মেয়ে? ঠিক মতো দেখলেই সব ফাঁক ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু টিকেট নিয়ে মিথ্যে বলল কেন ও?

BanglaBook.org

পোশাক খুলে অনেকক্ষণ ঝর্নার পানিতে ভিজল ও। আনাড়ীভাবে ঘুরে চলল। তারপর ঝর্নার মুখের দিকে মাথা উঁচু করল। যুক্তিসঙ্গতভাবে ভাববার চেষ্টা করছে।

মিথ্যা বলার অন্য একটা কারণ থাকতে বাধ্য। হয়তো সারা দিন ডাওনিজের ওখানে ছিল ও। হ্যাঁ, ওখানেই কারও কাছে পেয়েছিল টিকেটগুলো, সেক্ষেত্রে কি দোমিনিকের কাছ থেকে পাওয়ার কথাই বলবে না ও? যাতে ওর এমনি আজেবাজে জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর কথা ও জানতে না পারে? অবশ্যই, তাই করার কথা।

দেখলে, বোকা মেয়ে?

কিন্তু এতগুলো মাস কেন নগ্ন হচ্ছে না ও?

হতচ্ছাড়া মাদুলিটা ফেলে দিয়েছে বলে একদিক দিয়ে অবশ্য খুশি ও। আরও অনেক আগেই কাজটা করা দরকার ছিল। মিনির কাছ থেকে নেওয়ারই দরকার ছিল না ওটা। ওটার বিশ্রী গন্ধের হাত থেকে রক্ষা মেলাটা যে কী খুশির ব্যাপার। গা মুছে অনেক খানি কোলন মাখল ও।

গায়ে হয়তো কোনও রকম র‍্যাশ ওঠায় নগ্ন হচ্ছে না গী। ব্যাপারটা নিয়ে সে বিব্রত। অভিনেতাদের নানা কিসিমের অহঙ্কার থাকে। এটাই মূল কথা।

কিন্তু বইটা কেন ফেলে দিল ও? আর মিনি ও রোমানের ওখানেই বা এত সময় কাটাত কেন? কেন ডোনাল্ড বমগার্তের অন্ধত্বের খবরের আশায় বসে ছিল? আর হাচ গ্লাভ হারানো মাত্রই মেকাপসহই তাড়াহুড়ো করে ফিরে এসেছিল?

চুল আঁচড়ে বাঁধল ও, ব্রেসিয়ার, প্যান্টি পরল। কিচেনে এসে দুই গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ খেল।

জানা নেই ওর।

নার্সারিতে এসে দেয়ালের কাছ থেকে ব্যাসিনেটটা সরিয়ে এনে বাচ্চাকে গোসল দেওয়ার সময় পানি ছিটালে যাতে কোনও ক্ষতি না হতে পারে সেজন্যে শুকনো প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ঢেকে রাখল।

জানা নেই।

পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি সুস্থ হচ্ছে, বলতে পারবে না ও, উইচরা কি কেবলই ক্ষমতার কাঙ্গাল নাকি সত্যিকারের ক্ষমতার পেছনে ছুটছে ওরা, গী প্রেমিক স্বামী নাকি বাচ্চা ও ওর বিশ্বাসঘাতক শত্রু।

BanglaBook.org

প্রায় চারটা বাজে। ঘণ্টাখানেকের ভেতরই ফিরবে ও।

অ্যাক্টরস ইকুইটিতে ফোন করে ডোনাল্ড বমগার্তর টেলিফোন নাম্বার যোগাড় করল ও।

প্রথম বার রিং হতেই দ্রুত অধৈর্য 'ইয়েস?' জবাব পাওয়া গেল।

'ডোনাল্ড বমগার্ত?'

'ঠিক।'

'আমি রোজমেরি উডহাউস,' বলল রোজমেরি। 'গী উডহাউসের স্ত্রী।'

'তাই?'

'আমি মা হতে চলেছি।'

'মাই গড,' বলল বমগার্ত। 'নিশ্চয়ই অনেক খুশি, আজকালকার দিনে বাচ্চাকাচ্চা! শুনেছি তোমরা নাকি এখন দারুণ সুন্দর 'ব্র্যাম'-এ রাজকীয় পরিবেশে থাকছ। ক্রিস্টাল গবলেট থেকে ভিন্টেজ ওয়াইন গিলছ। ইউনির্ফম পরা অসংখ্য লোকজন পাহারা দিয়ে রাখে।'

রোজমেরি বলল, 'তুমি কেমন আছ জানতে ইচ্ছে করছিল, কোনও উন্নতি হলো কিনা।'

হাসল বমগার্ত। 'গী উডহাউসের স্ত্রী, খোদা তোমার মঙ্গল করুন,' বলল সে। 'দারুণ আছি আমি! অসাধারণ! অনেক উন্নতি হয়েছে বটে! আজ মাত্র ছয়টা গ্লাস ভেঙেছি, মোটে তিনটা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়েছি, ঝড়ের বেগে ছুটন্ত ফায়ার এঞ্জিনের সামনে পড়েছি একবার। রোজ সবদিক থেকেই আগের চেয়ে ঢের চৌকষ হয়ে উঠছি।'

রোজমেরি বলল, 'তোমার দুরবস্থার কারণে গী সুযোগ পাওয়ায় আমরা দুজনই খুব দুঃখিত।'

এক মুহূর্ত নীরব রইল ডোনাল্ড বমগার্ত, তারপর বলল, 'আরে, কী এসে যায়। এটাই নিয়ম। কারও উত্থান কারও পতন। এমনিতেও উঠে যেত ও। সত্যি বলতে কি আমাদের *টু আওয়ারস অভ সলিড ক্র্যাপের* অডিশনের পরই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম, কাজটা ওই পেতে যাচ্ছে। টেরিফিক কাজ দেখিয়েছিল ও।'

'কিন্তু ওর ধারণা ছিল কাজটা তুমিই পাচ্ছ,' বলল রোজমেরি। 'ঠিকই বলেছিল ও।'

'সাময়িকভাবে।'

BanglaBook.org

'ও তোমাকে দেখতে যাবার দিন আমি যেতে পারিনি বলে দুঃখিত,' বলল রোজমেরি। 'যেতে বলেছিল ও, কিন্তু যেতে পারিনি।'

'দেখা করতে এসেছিল? মানে আমরা যেদিন ড্রিংক করছিলাম?'

'হ্যাঁ, বলল রোজমেরি। 'সেদিনের কথাই বোঝাচ্ছি।'

'না এসে ভালোই করেছ,' বলল সে। 'ওখানে তো মেয়েদের ঢোকার সুযোগ নেই, তাই না? বেশীর ভাগ লোকেরই সেই, কী বলব, মানসম্মান নেই মনে হয়। আমার অন্তত ছিল না এটা তোমাকে বলতে পারি।'

'হারুপার্টি মদ খাওয়াচ্ছে জেতা পার্টিকে,' বলল রোজমেরি।

'আমাদের কারওই জানা ছিল না যে এক সপ্তাহের ভেতর, তারও কম সময়ে, তাই না।'

'ঠিক,' বলল রোজমেরি। 'মাত্র কয়েকটা দিন পরেই তুমি–'

'অন্ধ হয়ে যাই, ঠিক। দিনটা ছিল বুধ বা বৃহস্পতিবার, কারণ একটা ম্যাটিনিতে ছিলাম আমি–বুধবারই মনে হয়। আর পরের রোববারই ঘটে ঘটনাটা। আরে,' হেসে উঠল সে। 'গী আবার মদে কিছুই মিশিয়ে দেয়নি তো?'

'তা দেয়নি,' বলল রোজমেরি। কণ্ঠস্বর কাঁপছে ওর। 'আচ্ছা,' আবার বলল ও, 'তোমার একটা জিনিস আছে ওর কাছে, মনে আছে?'

'মানে?'

'মনে নেই?'

'নাহ,' বলল সে।

'সেদিন তোমার কিছু খোয়া যায়নি?'

'কই, মনে পড়ছে না তো।'

'শিওর?'

'টাইয়ের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ,' বলল রোজমেরি।

'বেশ, ও আমারটা নিয়েছে, আর আমি ওরটা নিয়েছি। এখন ওটা ফেরত চাইছে নাকি? নিতে পারে। কী পরছি তাতে এখন আর কিছু এসে যায় না।'

'না, ফেরত চাইছে না,' বলল রোজমেরি। 'আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম ধার করেছে ও।'

BanglaBook.org

'না, বদলাবদলি ছিল। তোমার কথায় মনে হচ্ছে গী ওটা চুরি করেছে ভাবছিলে।'

'এবার রাখতে হচ্ছে,' বলল রোজমেরি। 'তোমার কোনও উন্নতি হয়েছে কিনা সেটাই জানতে চাইছিলাম।'

'না,' কোনও উন্নতি নেই তুমি ফোন করায় ভালো লাগছে।'

ফোন রেখে দিল রোজমেরি।

চারটা বেজে নয়।

গার্ডল, ড্রেস আর স্যান্ডেল পায়ে দিল ও। গী-র আন্ডারঅয়ারের ভেতরে রাখা ছোট টাকার বান্ডিলটা বের করে নিজের ব্যাগে ঢোকাল। অ্যাড্রেসবুকটাও নিল। ভিটামিন ক্যাপসুলের শিশিও। একটা খিঁচুনী এসেই চলে গেল। আজ দ্বিতীয়বার। শোবার ঘরের দরজার পাশে রাখা স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে হলওয়ে ধরে অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে চলে এলো।

এলিভেটরের আধাআধি দূরত্বে এসে ঘুরে উল্টো পথ ধরল।

দুজন ডেলিভারি বয়ের সাথে সার্ভিস এলিভেটরে করে নেমে এলো।

ফিফটি-ফিফথ স্ট্রিটে একটা ট্যাক্সি পেল ও।

ডাক্তার সেপারস্তেইনের রিসিপশনিস্ট মিস লার্ক স্যুটকেসের দিকে এক নজর তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই লেবার পেইন শুরু হয়ে যায়নি?'

'না,' বলল রোজমেরি। 'কিন্তু ডাক্তারের সাথে দেখা করতে হবে, খুবই জরুরি।'

ঘড়ি দেখল মিস লার্ক। 'পাঁচটায় বের হয়ে যেতে হবে ওকে,' বলল সে। 'এখন ওখানে মিসেস বায়রন আছে...' ঘাড় ফিরিয়ে এক মহিলার দিকে তাকাল সে, মহিলা কি যেন পড়ছে। তারপর আবার রোজমেরির দিকে ফিরে হাসল। 'তবে তোমাকে দেখবে, সন্দেহ নেই। বসো। ফ্রি হলেই তোমার কথা জানাচ্ছি ওকে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি।

সবচেয়ে কাছের চেয়ারের পাশে স্যুটকেসটা রেখে বসল ও। ওর হাতে হ্যান্ডব্যাগের শাদা নকশা ভিজে গেছে। ব্যাগ খুলে টিস্যু পেপার বের করল ও। হাতের তালু মুছে ঠোঁট আর কপালের দুপাশ মুছল। দ্রুত চলছে ওর হৃদস্পন্দন

BanglaBook.org

'বাইরের কী অবস্থা?' জানতে চাইল মিস লার্ক।

'ভয়ঙ্কর,' বলল রোজমেরি। 'চুরানব্বই।'

ব্যথাসূচক একটা শব্দ করল মিস লার্ক।

ডাক্তার সেপারস্তেইনের অফিস থেকে এক মহিলা বের হয়ে এলো, ছয়-সাত মাসের অন্তসত্ত্বা, একে আগেও দেখেছে ও। পরস্পরের উদ্দেশে মাথা দোলাল ওরা। ভেতরে গেল মিস লার্ক।

'যেকোনও দিন বাচ্চা হয়ে যেতে পারে তোমার, তাই না?' ডেস্কে অপেক্ষা করার সময় বলল মহিলা।

'মঙ্গলবার,' বলল রোজমেরি।

'গুডলাক,' বলল মহিলা। 'জুলাই-আগস্টের আগেই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলে বুদ্ধিমানের কাজ করেছ।'

আবার বেরিয়ে এলো মিস লার্ক। 'মিসেস বায়রন,' বলল সে, তারপর রোজমেরির উদ্দেশে, 'এখুনি তোমার সাথে দেখা করবে ও।'

'ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি।

ডাক্তার সেপারস্তেইনের অফিসে ঢুকে দরজা আটকে দিল মিসেস বায়রন। ডেস্কের পাশের মহিলা মিস লার্কের সাথে আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করল। তারপর রোজমেরিকে ফের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় হয়ে গেল।

কি যেন লিখল মিস লার্ক। ওর কনুইয়ের পাশে রাখা *টাইমের* একটা কপি তুলে নিল রোজমেরি। *ইজ গড ডেড?* শাদা পটভূমিতে লাল হরফে প্রশ্ন করছে ওটা। সূচিপত্রে চোখ বুলিয়ে শো বিজনেস পাতা খুলল ও। বারবারা স্ট্রেইসেন্ডকে নিয়ে একটা লেখা রয়েছে। পড়ার চেষ্টা করল।

'চমৎকার গন্ধ,' রোজমেরির দিকে নাক টেনে বলল মিস লার্ক। 'কী?'

'এটার নাম দেচামা,' বলল রোজমেরি।

'সবসময় যেটা ব্যবহার করো, তারচেয়ে ভালোই বলতে হবে, কথাটা বলায় কিছু যদি মনে না করো।'

'আগেরটা কোলন ছিল না,' বলল রোজমেরি। 'ওটা ছিল ভাগ্যের মাদুলি। ফেলে দিয়েছি।'

'গুড,' বলল মিস লার্ক 'ডাক্তারও যদি তাই করত।'

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত বাদে রোজমেরি বলল, 'ডাক্তার সেপারস্তেইন?'

মিস লার্ক বলল, 'হুম। ওর আছে আফটার শেভ। কিন্তু তাই তো হবে, না? আর একটা মাদুলিও আছে। তবে সে আবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। আমার মনে হয় না। যাকগে, মাঝে মাঝে একই গন্ধ পাওয়া যায় ওর গা থেকে। সেটা যাই হোক। যখন ব্যবহার করে পাঁচ ফুট দূর থেকেও গন্ধটা পাওয়া যায়। কাছে যেতে পারি না। তোমারটার চেয়ে অনেক জোরাল। কখনও খেয়াল করোনি?'

'না,' বলল রোজমেরি।

'মনে হয় ঠিক সময়ে এখানে আসনি তুমি,' বলল মিস লার্ক। 'বা ভেবেছ নিজের গা থেকেই আসছে। জিনিসটা কি, কোনও ধরনের কেমিক্যাল?'

উঠে *টাইমটা* রেখে দিল রোজমেরি। স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে বলল, 'বাইরে আমার স্বামী আছে। ওকে একটা কথা বলতে হবে,' বলল ও। 'এক মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

'স্যুটকেসটা রেখে যেতে পারো,' বলল মিস লার্ক।

তবে সাথে করেই নিয়ে এলো রোজমেরি।

'ঠিকাছে,' বলল মহিলা।

রাস্তায় নেমে একটা ফোন বুদের দিকে এগিয়ে গেল ও। ভেতরে ঢুকে ডাক্তার হিলের নাম্বারে রিং করল। হুক ধরে আবার হাতের পিঠে কপাল মুছল ও। 'ডাক্তার হিল, প্লিজ।' বাতাসের জন্যে দরজা খুলল ও। এক মহিলাকে কাছে অপেক্ষা করতে দেখে আবার বন্ধ করে দিল। 'ওহ, আমার কথাটা জানা ছিল না,' হুকের উপর আঙুল রেখে মাউথপিসে বলল রোজমেরি। 'সত্যি? আর কী বলেছে সে?' ওর পিঠ বেয়ে ঘামের ধারা গড়িয়ে পড়ছে, বগল তলা দিয়েও। বাচ্চাটা ঘুরে মোচড় খেল।

ডাক্তার সেপারস্তেইনের অফিসের এত কাছের ফোন ব্যবহার করা ভুল হয়েছে। ম্যাডিসন বা লেভিংটনে যাওয়া উচিত ছিল ওর। 'খুব ভালো,' বলল ও। 'আর কিছু বলেছে?' ঠিক এই মুহূর্তেই হয়তো দরজা খুলে ওর খোঁজ করছে সে। আর সবচেয়ে কাছের ফোনবুদটাতেই কি সবার আগে খোঁজ করবে না সে? উচিত ছিল ট্যাক্সি নিয়ে দূরে সরে যাওয়া। যদি আসে তাহলে যেন পেছন ফিরে থাকা যায় সেজন্যে যতটা সম্ভব উল্টোদিকে চেয়ে রইল ও। বাইরের মহিলা চলে যাচ্ছে। খোদাকে হাজার শোকর।

BanglaBook.org

এখন গীও ঘরে ফিরে আসবে। স্যুটকেস উধাও দেখে ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ভেবে ডাক্তার সেপারস্তেইনকে ফোন করবে। শিগগিরই ওর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে ওরা। অন্যরাও তাই করবে: ওয়েস, তারপর–মাঝপথে রিং থামিয়ে, 'হ্যাঁ,' শব্দটা বাদ সাধল ওর চিন্তায়।

'মিসেস উডহাউস?'

ডাক্তার হিল ধরেছে। ত্রাতা-উদ্ধারকর্তা-কিল্ডার ডাক্তার হিল। 'ধন্যবাদ,' বলল ও। 'আমাকে ফোন করার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আমি তো ভেবেছি তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে,' বলল সে।

'না,' বলল রোজমেরি। 'অন্য এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে তার কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তেমন ভালো না সে। আমার সাথে মিথ্যা বলেছে, আমাকে অস্বাভাবিক সব ক্যাপসুল আর শরবত খেতে দিয়েছে। আগামী মঙ্গলবার বাচ্চা হওয়ার কথা, মনে আছে, তুমি বলেছিলে। আটাশে জুন? আমি চাই তুমিই ডেলিভারির কাজটা করো। যত টাকা লাগে দেব। তোমার কাছে নিয়মিত এলে যত টাকা দিতে হতো।'

'মিসেস উডহাউস।'

'দয়া করে তোমার সাথে কথা বলতে দাও,' প্রত্যাখ্যান শুনতে পেয়ে বলল রোজমেরি। 'আমাকে এসে ব্যাখ্যা করতে দাও কী হচ্ছে। যেখানে আছি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারব না। আমার স্বামী, ডাক্তার আর আমাকে যারা ওর কাছে পাঠিয়েছে সেই বন্ধুদের সবাই এই–মানে–ষড়যন্ত্রে জড়িত। জানি শুনে বেখাপ্পা লাগছে, ডাক্তার, তুমি হয়তো ভাবছ, "হায় খোদা, বেচারি দেখি পুরোপুরি বিগড়ে গেছে," কিন্তু বিগড়ে যাইনি আমি, ডাক্তার। কসম খেয়ে বলছি, বিগড়ে যাইনি। সব সময়ই তো মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা হয়,' বলল সে।

'আমার আর আমার বাচ্চার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র চলছে,' বলল রোজমেরি। 'আমাকে এসে কথা বলার সুযোগ দিলে সব বুঝিয়ে বলতাম। তোমাকে অস্বাভাবিক বা খারাপ কিছু করতে বলব না আমি শুধু চাই আমাকে একটা হাসপাতালে ভর্তি করে আমার বাচ্চার ডেলিভারির ব্যবস্থা করো।'

BanglaBook.org

ডাক্তার বলল, 'আগামীকাল আমার অফিসে এসো ধরো–'

'এখুনি,' বলল রোজমেরি। 'এখুনি। এই মুহূর্তে। আমাকে খুঁজতে লেগে যাবে ওরা।'

'মিসেস উডহাউস,' বলল সে। 'এখন অফিসে নেই আমি, বাড়িতে আছি...গতকাল থেকে নির্ঘুম..আমি...

পার্কের ভেতর দিয়ে এইটি-ফার্স্ট স্ট্রিটে চলে এলো ও, এখানে কাচে ঢাকা ফোনবুদের দেখা পেল। ডাক্তার হিলকে ফোন করল আবার। বুদের ভেতর অসহ্য গরম।

সার্ভিস জবাব দিল। নিজের নাম আর ফোন নাম্বার দিল রোজমেরি। 'দয়া করে ওকে বলো এক্ষুনি যেন আমাকে ফোন করে,' বলল ও। 'খুবই জরুরি। একটা ফোনবুদে আছি আমি

'ঠিকাছে,' তারপর ক্লিক করে ফোনটা নীরব হয়ে গেল।

রিসিভার রেখেই ফের তুলে নিল রোজমেরি, তবে হুকে গোপনে আঙুল রেখে এমন ভাব করল যেন শুনছে, যাতে কেউ এসে ওকে ফোন তুলে রাখতে বলতে পারবে না। পেটের ভেতর পা ছুঁড়ল বাচ্চাটা, নড়াচড়া করছে। ঘামছে ও। জলদি, ডাক্তার হিল। দয়া করে আমায় বাঁচাও!

'ওরা সবাই। ওরা সবাই। জোট বেঁধেছে। গী, ডাক্তার সেপারস্তেইন, মিনি, রোমান। সবাই উইচ। *অল অভ দেম উইচেস।* নিজেদের জন্যে একটা বাচ্চা পেতে ওকে ব্যবহার করছে। যাতে ওরা নিতে পারে। কিন্তু ভেব না, অ্যান্ডি-বা-জেনি, ওরা স্পর্শ করার আগেই তোমাকে রক্ষা করব!

ফোন বেজে উঠল। হুক থেকে ঝট করে আঙুল তুলে নিল ও। 'হ্যাঁ? মিসেস উডহাউস বলছ?' আবার সেই আয়ার কণ্ঠ।

'ডাক্তার হিল আছে,' চাপা কণ্ঠে বলল সে। নামটা ঠিক বলছি তো?' জানতে চাইল মহিলা। 'রোজমেরি উডহাউস?'

'হ্যাঁ,'

'তুমি ডাক্তার হিলের রোগি?'

ফল-এর সময় একবার এখানে আসার কথা বলল ও। 'প্লিজ, প্লিজ,' বলল ও। 'ওকে আমার সাথে কথা বলতে হবে! জরুরি! ব্যাপারটা–প্লিজ, প্লিজ, আমাকে ফোন করতে বলো ওকে ।'

'দয়া করো, দয়া করো,' বলল ও।

BanglaBook.org

নীরব রইল সে

রোজমেরি বলল, 'আমি এসে সব খুলে বলছি। এখানে থাকতে পারছি না।'

'আমার অফিস আটটায় শুরু, তোমার কোনও সমস্যা হবে নেই তো?'

'ঠিকাছে,' বলল রোজমেরি। 'ঠিকাছে। ধন্যবাদ। ডাক্তার হিল?'

'কী?'

'আমার স্বামী ফোন করে আমি ফোন করেছি কিনা জানতে চাইতে পারে।'

'আমি কারও সাথে কথা বলতে যাচ্ছি না,' বলল সে। 'এখন ঘুমাব।'

'দয়া করে তোমার সার্ভিসকে একটু বলে রাখবে, আমার ফোন করার কথা যেন কাউকে না বলে, ডাক্তার?'

'ঠিকাছে, বলব,' বলল সে।

'ধন্যবাদ,' বলল রোজমেরি।

'আটটায়।'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

ও বের হতেই বুদের দিকে পেছন ফিরে থাকা এক লোক ঘুরে দাঁড়াল। ডাক্তার সেপারস্তেইন নয় অবশ্য, অন্য কেউ।

লেক্সিনটন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত এসে শহরের দিকে এইটি-সিক্সথ স্ট্রিটে চলে এলো ও। থিয়েটারে ঢুকে লেডিস রুম ব্যবহার করল, তারপর নিরাপদ শীতল অন্ধকারে চড়ারঙের ছবির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। খানিক পরে উঠে স্যুটকেস হাতে একটা ফোনবুদের দিকে এগিয়ে গেল। ভাই ব্রায়ানের নামে কল বুক করল। জবাব মিলল না। স্যুটকেসসহ ফিরে ভিন্ন একটা সিটে বসল। বাচ্চাটা নীরব, ঘুমাচ্ছে। ছবিটা কীনান ওয়েইনকে নিয়ে ভিন্ন কিছুতে পরিণত হয়েছে।

আটটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতেই থিয়েটার থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওয়েস্ট সেভেন্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে ডাক্তার হিলের অফিসের দিকে রওয়ানা হলো রোজমেরি। সোজা ভেতরে চলে যাওয়াটা নিরাপদ হবে, ভাবল ও ওকে জোয়ান, হিউ, আর এলিসের ওখানে খুঁজবে ওরা, কিন্তু আটটার সময় ডাক্তার হিলের ওখানে নয়, যদি তার

BanglaBook.org

সার্ভিস বলে থাকে যে তার সাথে ওর কোনও কথা হয়নি। তবে নিশ্চিত হতে ড্রাইভারকে ও ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত একটু খেয়াল রাখতে বলল।

কেউ বাধা দিল না ওকে। ডাক্তার হিলই দরজা খুলে দিল, টেলিফোনে তার অনীহ সুর শোনার পর যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী আন্তরিকতার সাথে। গোঁফ রেখেছে সে, পরনে নীল-হলুদ প্লেইড স্পোর্টস শার্ট ব্লন্ড, চেনাই মুশকিল, তারপরেও ডাক্তার কিল্ডারের মতোই লাগছে।

ডাক্তারের কনসাল্টিং রুমে চলে এলো ওরা। ডাক্তার সেপারস্তেইনের রুমের চার ভাগের এক ভাগ হবে। সব কিছু ওকে খুলে বলল রোজমেরি। চেয়ারের হাতলে হাত রেখে গোড়ালীর উপর গোড়ালী রেখে ঠাণ্ডা মাথায় সব বলল ও, জানে হিস্টিরিয়ার সামান্য আভাস পেলেই ওকে অবিশ্বাস করে বসবে ডাক্তার, পাগল ঠাওড়াবে। আদ্রিয়ান মারকাতো, মিনি রোমান, মাসের পর মাস সহ্য করা যন্ত্রণা, ভেষজ শরবত আর ছোট ছোট কেকের কথা বলল। হাচের কথা, *অল অভ দেম উইচেস* ও সিনেমার টিকেট, কালো মোমবাতি, ডোনাল্ড বমগার্তের নেকটাইয়ের কথা জানাল। পরম্পরা বজায় রাখতে সবকিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার চেষ্টা করলেও পারল না। অবশ্য হিস্টিরিক্যাল না হয়েই সব কথা বলতে পারল। ডাক্তার শ্যান্ডের রেকর্ডার আর গী-র বই ফেলা, মিসেস লার্কের অবিশ্বাস্য শেষ সত্য প্রকাশের কথা।

'কোমা আর অন্ধত্ব স্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে,' বলল ও। 'আবার হয়তো মানুষের ক্ষতি করার ইএসপি ধরনের ক্ষমতাও থাকতে পারে ওদের। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে বাচ্চাটাকে পেতে চায় ওরা। আমি নিশ্চিত।'

'সেরকমই মনে হচ্ছে বটে,' বলল ডাক্তার হিল। 'বিশেষ করে গোড়া থেকেই এই ব্যাপারে ওদের আগ্রহ দেখে তাই মনে হয়।'

চোখ বন্ধ করে ফেলল রোজমেরি, কেঁদেই ফেলত আরেকটু হলে। বিশ্বাস করেছে সে। ওকে পাগল ভাবেনি। চোখ মেলে ডাক্তারের দিকে তাকাল ও। নিজেকে সামলে রেখেছে, অটল চেহারা। লিখছে সে। এর সব রোগিই ওকে একে ভালোবাসে? হাতের তালু ভিজে গেছে। চেয়ারের হাতল থেকে তুলে নিল ও। পোশাকে মুছল।

BanglaBook.org

‘তুমি বললে ডাক্তারের নাম শ্যান্ড, তাই না?’ জিজ্ঞেস করল ডাক্তার হিল।

‘না, ডাক্তার শ্যান্ড স্রেফ দলের একজন,’ বলল রোজমেরি। ‘কোভেনের একজন। আমার ডাক্তারের নাম সেপারেইস্তন।’

‘আব্রাহাম সেপারেইস্তন?’

‘হ্যাঁ,’ অস্বস্তির সাথে বলল রোজমেরি। ‘চেন?’

‘বার দুই দেখা হয়েছে,’ আরও লিখে বলল ডাক্তার হিল।

‘ওর দিকে তাকালে,’ বলল রোজমেরি, ‘বা কথা বললেও মনেই হবে না–’

‘লক্ষ বছরেও না,’ কলম রেখে বলল ডাক্তার হিল। ‘সেজন্যেই তো বলে মলাট দেখে বই বিচার করতে নেই। এখুনি কি মাউন্ট সিনাইতে যেতে চাও, আজ সন্ধ্যায়?’

হাসল রোজমেরি। ‘যেতে পারলে তো ভালোই হতো,’ বলল ও। ‘সম্ভব?’

‘কয়েক জায়গায় এক আধটু সুতো টানতে হবে,’ বলল ডাক্তার হিল। উঠে পরীক্ষা ঘরের খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। ‘তুমি শুয়ে একটু বিশ্রাম নাও,’ বলল সে। পেছনে অন্ধকার ঘরের দিকে হাত বাড়াল। মিটিমিট করে নীল ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বলে উঠল। ‘দেখি কী করতে পারি, তারপর তোমাকে দেখছি।’

উঠে দাঁড়াল রোজমেরি, ব্যাগ নিয়ে এক্সামিনিং রুমে চলে এলো। ‘ওদের সবই আছে,’ বলল ও। ‘এমনকি ব্রুম ক্লোজিটও।’

‘আমি নিশ্চিত, তার চেয়ে ভালো কিছু করতে পারব আমরা,’ বলল ডাক্তার হিল। ওর পেছন পেছন এলো সে, ঘরের নীল পর্দার পেছনে এয়ারকন্ডিশনার ছেড়ে দিল। বেশ শব্দ করছে।

‘কাপড় খুলতে হবে?’ জানতে চাইল রোজমেরি।

‘না, এখন না,’ বলল ডাক্তার হিল। ‘আধা ঘণ্টার হাইপাওয়ারড টেলিফোনের দরকার হবে। তুমি স্রেফ শুয়ে বিশ্রাম নাও।’ বের হয়ে দরজাটা আটকে দিল সে।

রুমের শেষ প্রান্তের ডেবেডের দিকে এগিয়ে গেল রোজমেরি। নীল কাভারঅলা কোমল জায়গায় ধপ করে বসে চেয়ারের উপর হ্যান্ডব্যাগটা রাখল।

BanglaBook.org

খোদা ডাক্তার হিলের মঙ্গল করুন।

কোনও একদিন এর প্রতিদান দেবে ও

স্যান্ডেল খুলে শুয়ে পড়ল ও, কৃতজ্ঞ বোধ করছে। ওর দিকে শীতল প্রবাহ পাঠাচ্ছে এয়ারকন্ডিশনার। ধীরে আলস্যভরে নড়ে উঠল বাচ্চাটা, যেন পরশ পাচ্ছে সে

সব ঠিক হয়ে গেছে, অ্যান্ডি-বা-জেনি। মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা পেতে যাচ্ছি আমরা, কোনও ভিজিটর বা টাকা ছাড়াই। উঠে বসল ও। ব্যাগ খুলে সাথে আনা গী-র টাকা বের করল। একশো আশি ডলার। ওর নিজের ষোল ডলার ও ভাংতি পয়সা আছে সাথে। আগাম টাকা মেটাতে হলে এতেই হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এরপরেও লাগলে ব্রায়ান পাঠাবে বা হিউ বা এলিসি ধার দেবে; কিংবা জোয়ান বা গ্রেস কার্ডিফের কাছ থেকে নিতে পারবে। সাহায্য চাইবার মতো প্রচুর লোক আছে।

ক্যাপসুলগুলো বের করে টাকাগুলো ফের জায়গামতো রেখে আবার ডে-বেডে শুয়ে পাশের চেয়ারে হ্যান্ড ব্যাগ আর ক্যাপসুলগুলো রাখল। ওগুলো ডাক্তার হিলকে দেবে, সে পরীক্ষা করে জানাবে ক্ষতিকর কিছু আছে কিনা। থাকতে পারে। স্বাস্থ্যবান বাচ্চাই চাওয়ার কথা ওদের, তাই না, রিচুয়ালের জন্যে?

শিউরে উঠল ও।

দানব।

আর গী।

বর্ণনাতীত। বর্ণনাতীত।

প্রবল খিঁচুনীতে ভাঁজ হয়ে গেল ওর পেট। এপর্যন্ত সবচেয়ে প্রবল। খিঁচুনীটা না থামা পর্যন্ত ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলল। আজ এনিয়ে তিনবার হলো।

ডাক্তার হিলকে বলতে হবে।

লস অ্যাঞ্জেলিসে ব্রায়ান আর ডোডির সাথে বিশাল হালফ্যাশনের বাড়িতে থাকছে ও। সবে কথা বলতে শিখেছে অ্যান্ডি (যদিও মাত্র চার মাস বয়স), এমন সময় ভেতরে উঁকি দিল ডাক্তার হিল, এক্সামিনিং রুমে ফিরে এলো। এয়ারকন্ডিশনের ঠাণ্ডা পরিবেশে ডে-বেডে শুয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসল ও। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' বলল ও।

BanglaBook.org

দরজাটা পুরোপুরি খুলে সরে দাঁড়াল সে। ডাক্তার সেপারস্তেইন আর গী ঢুকল।

চট করে উঠে বসল রোজমেরি চোখ থেকে হাত সরাল।

কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। গী-র চোখমুখ পাথরের মতো, ফাঁকা। স্রেফ দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে সে। ওর দিকে নয়। ডাক্তার সেপারস্তেইন বলল, 'চুপচাপ আমাদের সাথে চলো, রোজমেরি। তর্ক বা কোনও ঝামেলা নয়। উইচ বা উইচক্র্যাফট সম্পর্কে আর কিছু বললেই তোমাকে সোজা মানসিক হাসপাতালে নিতে বাধ্য হবো। ওখানে বাচ্চা ডেলিভারির ব্যবস্থা তেমন সুবিধার নয় নিশ্চয়ই সেটা চাইবে না? তো জুতো পরে নাও।'

'আমরা তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি,' অবশেষে ওর দিকে তাকিয়ে বলল গী। 'কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

'কিংবা বাচ্চাটার,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'জুতো পরে নাও।' ক্যাপসুলের বোতলটা তুলে নিল সে। দেখল। তারপর পকেটে ঢোকাল।

স্যান্ডেল পরে নিল রোজমেরি। ওর হাতে হ্যান্ডব্যাগ তুলে দিল সে।

বের হয়ে এলো ওরা। ডাক্তার সেপারস্তেইন ওর হাত ধরে রেখেছে। গী ধরে আছে কনুই।

ডাক্তার হিলের হাতে ছিল ওর স্যুটকেসটা, গী-র হাতে তুলে দিল সেটা।

'এখন চমৎকার আছে ও,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'আমরা ঘরে ফিরে বিশ্রাম নেব।'

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ডাক্তার হিল। 'দশ বারের মধ্যে নয়বারই এটা লাগে,' বলল সে। তার দিকে তাকাল রোজমেরি। বলল না কিছু।

'কষ্ট করার জন্যে ধন্যবাদ, ডাক্তার,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। গী বলল, 'তোমার এখানে আসাটা লজ্জার ব্যাপার, আর–'

'কাজে আসতে পেরে খুশি হয়েছি,' সামনের দরজা খুলে ধরে ডাক্তার সেপারস্তেইনকে বলল ডাক্তার হিল।

গাড়ি নিয়ে এসেছে ওরা। মিস্টার গিলমোর চালাচ্ছে।

BanglaBook.org

পেছনের সিটে গী আর ডাক্তার সেপারস্তেইনের মাঝখানে বসেছে রোজমেরি।

কথা কলছে না কেউ।

গাড়ি নিয়ে ব্র্যামফোর্ডে চলে এলো ওরা।

লবি পার হয়ে সামনে যাবার সময় ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল এলিভেটরম্যান দিয়েগো। ওকে পছন্দ করে বলেই হেসেছে সে। অন্যান্য ভাড়াটিয়ার চেয়ে বেশী কদর করে।

হাসিটা ওর ভেতরের ভিন্নতা জাগিয়ে তুলল, ওর ভেতরের একটা কিছু জাগিয়ে তুলল। জাগিয়ে দিল একটা কিছু।

সবার অজান্তে পাশে ঝোলানো হ্যান্ডব্যাগের দিকে হাত বাড়াল ও, চাবির রিংয়ের উপর হাত বোলাল। এলিভেটরের কাছাকাছি এসে আস্ত ব্যাগটাই উল্টে দিল। চাবি ছাড়া আর সমস্ত কিছু ছড়িয়ে পড়ল: লিপস্টিক, কয়েন, গী-র দশ-বিশ টাকার নোটগুলো গড়াগাড়ি যেতে লাগল। বোকার মতো তাকিয়ে রইল ও।

গী আর ডাক্তার সেপারস্তেইন কুড়োতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল অন্তসত্তা রোজমেরি। চুকচুক শব্দ করে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এলো দিয়েগো। ওদের সাহায্য করতে সামনে ঝুঁকে পড়ল। পথ ছেড়ে দিতে এক কদম সরে গেল রোজমেরি, তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে থেকেই পা দিয়ে বিরাট গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতামে চাপ দিল। গড়গড় করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ভেতরের গেটও বন্ধ করে দিল ও।

দরজার দিকে হাত বাড়িয়েছিল দিয়েগো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আঙুল বাঁচাল, বাইরের দড়াম দড়াম কিল বসাল। 'আরে, মিসেস উডহাউস!'

সরি, দিয়েগো।

হ্যান্ডল ধরে টান দিল ও। সবেগে উপরে উঠতে শুরু করল কারটা।

ব্রায়ান বা জোয়ান বা এলিসি বা গ্রেস কার্ডিফকে ফোন করবে ও।

এখনও হেরে যাইনি আমরা, অ্যান্ডি!

প্রথমে নয় তলায়, তারপর ছয় তলায় লিফট থামাল ও। এবার আবার সাত তলার মাঝামাঝি চলে এলো। তারপর ফের সাততলার

কাছে এসে চার ইঞ্চি নেমে এলো।

যত দ্রুত সম্ভব হলওয়ের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল ও। একটা খিঁচুনী হলেও পাত্তা না দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল।

সার্ভিস এলিভেটরে চার থেকে পাঁচে পৌঁছাবার মিটিমিটি আলো জ্বলছে। রোজমেরি ধরে নিল, গী আর ডাক্তার সেপারস্তেনই হবে, ওকে ধরতে আসছে।

তাহলে চাবিটা অবশ্যই তালায় ঢুকবে না।

তবে শেষমেষ ঢুকল চাবিটা। ভেতরে ঢুকে দড়াম করে কবাট আটকে দিল ও। এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। গী-র চাবি তালায় ঢোকার সাথে সাথে চেইন লাগিয়ে দিল ও। বোল্ট ঘোরাল, অমনি ঠিকমতোই ঘুরে উঠল চাবিটা। দরজা খুলে গেল, চেইনের উপর বাড়ি খেল।

'খোল, রো,' বলল গী।

'জাহান্নামে যাও,' বলল ও।

'তোমার কোনও ক্ষতি করব না, হানি।'

'ওদের হাতে বাচ্চাটা তুলে দেওয়ার শপথ করেছ তুমি। দূর হয়ে যাও।'

'ওদের কাছে কোনও শপথ নিইনি আমি,' বলল সে। 'কীসের কথা বলছ? কাকে কী বলেছি?'

'রোজমেরি,' বলল ডাক্তার সেপারস্তে্ইন।

'তুমিও ভাগো। দূর হও।'

'মনে হচ্ছে নিজের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের ষড়যন্ত্রের কল্পনা করছ তুমি।'

'চলে যাও,' বলে ঠেলে কবাট আটকে বোল্ট লাগিয়ে দিল ও।

সেভাবেই রইল সেটা।

পিছিয়ে এলো ও। তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। তারপর শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সাড়ে নয়টা বাজে।

ব্রায়ানের নাম্বার মনে করতে পারছে না। অ্যাড্রেসবুকটা লবি কিংবা গী-র পকেটে রয়েছে। সুতরাং অপারেটরকে ওমাহার তথ্য জানতে হবে৷ অবশেষে যখন কলটা পাওয়া গেল, কোনও সাড়া মিললো না।

BanglaBook.org

'বিশ মিনিট পরে ফের চেষ্টা করতে বলো?' জানতে চাইল অপারেটর।

'ইয়েস, প্লিজ,' বলল রোজমেরি। 'পাঁচ মিনিট পরেই আরেকবার চেষ্টা করো।'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে পারব না,' বলল অপারেটর। 'তবে বিশ মিনিট পরে চেষ্টা করব, তুমি চাইলে।'

'ইয়েস, প্লিজ,' বলে ফোন রেখে দিল রোজমেরি।

জোয়ানকে ফোন করল। সেও বাইরে।

এলিসি আর হিউ'র নাম্বার জানা নেই। জবাব দিতে অনেক সময় নিল ইনফরমেশন, তবে যখন দিল বেশ দ্রুতই পাওয়া গেল সেটা। ডায়াল করল ও। অ্যানসারিং সার্ভিসে রিং গেল। উইক এন্ডে বাইরে গেছে ওরা। 'যোগাযোগ করা যাবে এমন কোনও জায়গায় আছে ওরা? ব্যাপারটা জরুরি।'

'এটা কি মিস্টার ডান্সটনের সেক্রেটারি?'

'না, ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওর সাথে কথা বলা খুবই জরুরি।'

'ফায়ার আইল্যান্ডে আছে ওরা,' বলল মহিলারা। 'তোমাকে একটা নাম্বার দিতে পারি।'

'প্লিজ।'

নাম্বারটা মুখস্ত করে রিসিভার তুলে রাখল ও, ডায়াল করতে যাবে, দরজার বাইরে ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ভিনাইল ফ্লোরে পায়ের আওয়াজ। সোজা হয়ে দাঁড়াল ও।

ঘরে ঢুকল গী আর ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'হানি, আমরা তোমার কোনও ক্ষতি করব না,' বলল গী। ওদের পেছনে একটা ভরা হাইপোডার্মিক হাতে দাঁড়িয়ে ডাক্তার সেপারস্তেইন। সুইটা খাড়া করা, ফোঁটা ফোঁটা তরল গড়াচ্ছে। বুড়ো আঙুল প্লাঞ্জারের উপর। ডাক্তার শ্যান্ড, মিসেস ফাউন্টেন ও মিসেস গিলমোরও আছে। 'আমরা তোমার বন্ধু,' বলল মিসেস গিলমোর। মিসেস ফাউন্টেন বলল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, রোজমেরি, সত্যি বলছি, কোনও ভয় নেই।'

'এটা মাইল্ড সিডেটিভ মাত্র,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'তোমাকে শান্ত করার জন্যে, যাতে রাতে ভালো ঘুম হয়।'

বিছানা আর দেয়ালের মাঝখানে ছিল ও, ওদের ফাঁকি দিতে বিছানায় ওঠার মতো শরীরের অবস্থা নেই।

BanglaBook.org

ওর দিকে এগিয়ে এলো ওরা। 'তুমি জানো, তোমার ক্ষতি করতে দেব না আমি কাউকে, রো-' রিসিভার তুলে গী-র মাথায় আঘাত হানল ও।

ওর কব্জি চেপে ধরল গী। অন্য হাতটা ধরল ডাক্তার সেপারস্তেইন। বিস্ময়কর শক্তিকে ওকে ঘুরিয়ে দিতেই হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেল। 'কেউ আমাকে বাঁচাও,' আর্তনাদ করে উঠল ও। কিন্তু একটা রুমাল বা এমন কিছু ঠেসে দেওয়া হলো ওর মুখে, শক্তিশালী একটা হাত চেপে বসল তার উপর।

বিছানার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে আনল ওকে, যাতে ডাক্তার সেপারস্তেইন হাইপোডার্মিকসহ ওর সামনে এসে এক টুকরো তুলে ঠেসে ধরতে পারে। আগের যে কোনওটার তুলনায় ঢের প্রবল একটা খিঁচুনীতে দুভাঁজ হয়ে গেল ওর শরীর, চোখমুখ খিঁচে ব্যথা সহ্য করল ও। নিশ্বাস আটকে রেখেছিল, তারপর দ্রুত গতিতে নাক দিয়ে দম নিতে শুরু করল। একটা হাত ওর পেট স্পর্শ করল। নিপুণভাবে, আঙুলের টোকা পড়ল। তারপর ডাক্তার সেপারস্তেইন বলল, 'এক মিনিট, একটু দাঁড়াও, এখানেই লেবারের ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।'

নীরবতা। ঘরের বাইরে কেউ একজন ফিসফিস করে বলল, 'ওর লেবার শুরু হয়েছে!'

চোখ খুলে ডাক্তার সেপারস্তেইনের দিকে তাকাল ও, নাক দিয়ে বাতাস টেনে নিচ্ছে। শিথিল হয়ে আসছে শরীরে মাঝখানটা। ওর উদ্দেশে মাথা দোলাল ডাক্তার। তারপর সহসা এতক্ষণ মিস্টার ফাউন্টেনের ধরে রাখা হাতটা ধরল। তুলো বোলাল তাতে, সুইয়ের ঘাই দিল তারপর।

নড়াচড়ার চেষ্টা ছাড়াই ইঞ্জেকশনটা নিল ও। ভয়ে কাদা, হতবাক হয়ে গেছে।

সুই বের করে বুড়ো আঙুল আর তুলো দিয়ে জায়গাটা ডলে দিল সে।

রোজমেরি দেখল মহিলারা বিছানাটাকে উল্টে দিচ্ছে।

এখানে?

এখানে?

BanglaBook.org

ডাক্তারের হাসপাতালে হওয়ার কথা ছিল। ডাক্তারের হাসপাতালে, যন্ত্রপাতি আর নার্স আর পরিচ্ছন্ন সব জিনিসে!

নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ও। গী ওর কানে কানে বলল, 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে, হানি। খোদার কসম, ঠিক হয়ে যাবে। কসম খেয়ে বলছি, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে! এভাবে জোরাজুরি করো না, রো। প্লিজ, এমন করো না। আমি কথা দিচ্ছি, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি!'

ফের খিঁচুনী হলো।

তারপর দেখা গেল বিছানায় শুয়ে আছে ও, ডাক্তার সেপারস্তেইন আবার ইঞ্জেকশন দিচ্ছে ওকে।

ওর কপাল মুছে দিচ্ছে মিসেস গিলমোর।

ফোন বেজে উঠল।

গী বলল, 'না। ক্যানসেল করে দাও, অপারেটর।'

আবার খিঁচুনী, ওর ডিমের খোসার মতো মাথার ভেতরে ক্ষীণ, বিচ্ছিন্ন।

এতসব ব্যয়ামে কোনও লাভ হয়নি। খামোকা শক্তি ক্ষয়। মোটেই স্বাভাবিক বাচ্চা নয় এটা, সাহায্য করছে না ও, দেখছে না।

ওহ্, অ্যান্ডি-বা-জেনি! আমি দুঃখিত, ছোট্ট সোনা আমার! আমাকে ক্ষমা করো!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় পর্ব

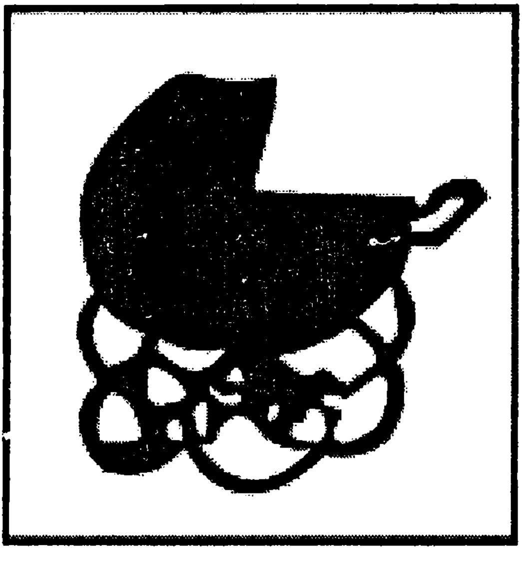

এক

আলো। ছাদ। দুপায়ের মাঝখানে ব্যথা। বিছানার পাশে বসে আছে গী। মুখে উদ্বিগ্ন অনিশ্চিত হাসি নিয়ে দেখছে ওকে। 'হাই,' বলল সে।

'হাই,' পাল্টা জবাব দিল ও। অসহনীয় যন্ত্রণা। তারপর সব মনে পড়ে গেল। সব চুকে গেছে। চুকে গেছে। বাচ্চা হয়েছে। 'ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ, চমৎকার,' বলল গী।

'কী?'

'ছেলে।'

'সত্যি? ছেলে?' মাথা দোলাল গী। 'সুস্থ আছে?'

'হ্যাঁ।'

চোখজোড়া বন্ধ হয়ে আসতে দিল ও। ফের খুলল। 'টিফানিকে ফোন করেছিলে?' জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' বলল গী। আবার চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল রোজমেরি।

পরে, আরও অনেক কিছু মনে করতে পারল ও। বিছানার পাশে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে *রিডার্স ডাইজেস্ট* পড়ছিল লরা-লুইজি।

'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

চমকে উঠল লরা-লুইজি। 'হায় খোদা, ডিয়ার,' বলে উঠল সে। কোলের উপরে রাখা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে ঘন করে বোনা গোলাপি সুতো দেখা যাচ্ছে। 'এভাবে আচমকা জেগে উঠে দারুণ চমকে দিয়েছ! খোদা!' চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস টানল ও।

BanglaBook.org

'বাচ্চাটা কোথায়?' জানতে চাইল ও।

'একটু অপেক্ষা করো,' আঙুলের ফাঁকে *ডাইজেস্ট*টা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ানোর সময় বলল লরা-লুইজি। 'গী আর ডাক্তার অ্যাবিকে ডাকছি। কিচেনেই আছে ওরা।'

'বাচ্চা কই?' জানতে চাইল ও, কিন্তু জবাব না দিয়েই দরজা গলে বেরিয়ে গেল লরা-লুইজি।

উঠে বসার চেষ্টা করেও আবার লুটিয়ে পড়ল রোজমেরি। হাতজোড়া যেন হাড়হীন। দুপায়ের মাঝখানে ছুরির ডগার ঘাইয়ের মতো ব্যথা । শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও। সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

রাত এখন। ঘড়ি বলছে, নয়টা বেজে পাঁচ মিনিট ।

গম্ভীর বিষণ্ণ চেহারায় ভেতরে এলো গী আর ডাক্তার সেপারস্তেইন।

'বাচ্চা কোথায়?' ওদের জিজ্ঞেস করল ও।

ঘুরে খাটের পাশে চলে এলো গী। সামনে ঝুঁকে ওর হাত ধরল। 'হানি,' বলল।

'কোথায় ও?'

'হানি...' আরও কিছু বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। সাহায্যের আশায় বিছানার উল্টো দিকে তাকাল।

ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার সেপারস্তেইন। গোঁফে নারকেলের একটা টুকরো লেগে আছে। 'জটিলতা ছিল, রোজমেরি,' বলল সে। 'তবে তাতে আগামীতে বাচ্চা নিতে কোনও সমস্যা হবে না।'

'ও–'

'বেঁচে নেই,' বলল সে।

তাকিয়ে রইল রোজমেরি।

মাথা দোলাল সে।

গী-র দিকে তাকাল রোজমেরি।

সেও মাথা দোলাল।

'উল্টো পজিশনে ছিল,' বলল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'হাসপাতালে হলে হয়তো একটা কিছু করতে পারতাম, কিন্তু যাওয়ার মতো সময়ই ছিল না। এখানে কিছু চেষ্টা করতে গেলে তোমার জন্যে মারাত্মক বিপজ্জনক হতে পারত।'

গী বলল, 'হানি, আবার বাচ্চা নিতে পারব আমরা। নেবও, তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই, কথা দিচ্ছি।'

ডাক্তার সেপারস্তেইন বলল, 'অবশ্যই। কয়েক মাসের মধ্যেই আবার শুরু করতে পারবে তোমরা। একই রকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা হাজার ভাগের এক ভাগ। এটা ছিল হাজারে এক করুণ একটা অঘটন। বাচ্চাটা এমনিতে কিন্তু নিখুঁত, স্বাস্থ্যবান ও স্বাভাবিকই ছিল।'

BanglaBook.org

ওর হাতে চাপ দিয়ে উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল গী। 'তুমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই,' বলল সে।

ওদের দিকে তাকাল রোজমেরি। গী আর গোঁফে নারকেলের টুকরোঅলা ডাক্তার সেপারস্তেইনের দিকে। 'তোমরা মিথ্যা বলছ,' বলল ও। 'তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না। দুজনই মিথ্যা বলছ।'

'হানি,' বলল গী।

'বাচ্চাটা মরেনি,' বলল রোজমেরি। 'তোমরা নিয়ে গেছ। মিথ্যা বলছ তোমরা। তোমরা উইচ। মিথ্যা বলছ। মিথ্যা বলছ! তোমরা মিথ্যা বলছ! মিথ্যা বলছ! মিথ্যা! মিথ্যা!'

'ওর কাঁধ বিছানায় চেপে ধরে রাখল গী, ওকে ইঞ্জেকশন দিল ডাক্তার সেপারস্তেইন।

স্যুপ আর মাখন লাগানো তেকোণা করে কাটা রুটি খেল ও। খাটের পাশে বসে এক টুকরো রুটিতে কামড় বসাচ্ছে গী। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল,' বলল সে। 'তোমার মাথা পুরোপুরি বিগড়ে গিয়েছিল। শেষের দুই সপ্তাহে এমন ঘটে, এমনটাই বলেছে ডাক্তার সেপারস্তেইন। একটা নামও বলেছে সে। প্রেপারটাম না কি জানি, কোনও ধরনের হিস্টিরিয়া। তোমার তাই হয়েছিল, হানি। সাথে প্রতিশোধের স্পৃহা।'

কিছু বলল না রোজমেরি। এক চামচ স্যুপ খেল।

'শোন,' বলল গী। 'মিনি আর রোমানের উইচ হওয়ার ভাবনাটা তুমি কোত্থেকে পেয়েছ আমি জানি, কিন্তু অ্যাবিও ওদের দলে যোগ দিয়েছে, এই চিন্তা কোত্থেকে পেলে তুমি?'

কিছু বলল না ও।

'বোকামিটা অবশ্য আমারই,' বলল গী। 'মনে হয়, প্রেপারটাম না কি যেন বলে, এর জন্যে কোনও কারণ লাগে না।' আরেক টুকরো রুটি তুলে এক কোণে কামড় বসাল সে, তারপর অন্য কোণে।

রোজেমির বলল, 'ডোনাল্ড বমগার্তের সাথে টাই বদলেছিলে কেন?'

'কেন টাই—বেশ—তার সাথে এসবের কী সম্পর্ক?'

'ওর একটা ব্যক্তিগত জিনিস দরকার ছিল তোমার,' বলল রোজমেরি, 'যাতে ওরা জাদুটোনা করে ওকে অন্ধ করে ফেলতে পারে।'

ওর দিকে চেয়ে রইল গী। 'হানি,' বলল সে। 'খোদার দোহাই, কীসের কথা বলছ?'

BanglaBook.org

'তুমি জানো।'

'হলি ম্যাকারেল,' বলল গী। 'ওর সাথে টাই বদলানোর কারণ আমারটা ওর পছন্দ ছিল আর ওরটা আমার। নিজেদেরগুলো ভালো লাগছিল না আমাদের। তোমাকে না বলার কারণ পরে ব্যাপারটাকে কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হয়েছে, নিজেই একটু বিব্রত ছিলাম আমি।'

'*দ্য ফ্যান্টাস্টিকের* টিকেট কোথায় পেয়েছিলে?' জানতে চাইল ও।

'কি?'

'তুমি বলেছিলে দোমিনিকের কাছ থেকে পেয়েছিলে ওগুলো,' বলল রোজমেরি, 'কথাটা ঠিক না।'

'বয়, ও বয়,' বলল গী। 'তাতেই আমি উইচ হয়ে গেলাম? নরমা কি যেন নামে এক মেয়ের কাছে পেয়েছিলাম ওগুলো। এক অডিশনে ওর সাথে পরিচয় হওয়ার পর একসাথে ড্রিঙ্ক করেছিলাম। অ্যাবি কী করেছিল? উল্টোভাবে জুতোর ফিতে বেঁধেছে?'

'সেও ট্যানিস রুট মাখে,' বলল রোজমেরি। 'এটা উইচদের জিনিস। ওর রিসিপশনিস্ট আমাকে ওর গায়ে ওই গন্ধ পাওয়ার কথা বলেছিল।'

'হয়তো মিনি ওকে একটা ভাগ্যের মাদুলি দিয়েছিল, তোমার মতো। তোমার মতে কবল উইচরাই এটা ব্যবহার করে? খুব জুৎসই ঠেকছে না কথাটা।'

চুপ রইল রোজমেরি।

'ব্যাপারটার মোকাবিলা করা যাক, ডার্লিং,' বলল গী। 'প্রেপারটাম পাগলামি পেয়ে বসেছিল তোমাকে। এখন বিশ্রাম নিয়ে এসব কাটিয়ে উঠতে হবে তোমাকে।' সামনে ঝুঁকে ওর হাত ধরল সে। 'আমি জানি, এমন বিশ্রী কিছু তোমার জীবনে আর ঘটেনি,' বলল সে। 'কিন্তু এখন থেকে সবকিছু গোলাপের মতো সুন্দর হয়ে উঠবে। আমাদের একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গেছে ওয়ার্নার। হঠাৎ করে ইউনিভার্সালও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আরও কিছু দারুণ সমালোচনা পেতে যাচ্ছি আমি, তারপর এই শহরকে ছেড়ে ওখানে পুল, স্পাইস গার্ডেন আর গোটা স্কিমারঅলা অসাধারণ বেভারলি হিলসে চলে যাব। আর বাচ্চাকাচ্চাও, রো। স্কাউট'স অনার। অ্যাবির কথা তো শুনেছ।' ওর হাতে চুমু খেল সে। 'এখন ছোটছুটি করে নাম কিনতে হবে।'

উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল সে।

BanglaBook.org

‘তোমার কাঁধ দেখতে দাও,’ বলল রোজমেরি।

‘ঠাট্টা করছ?’

‘না,’ বলল ও। ‘দেখতে দাও। তোমার কাঁধ।’

ওর দিকে তাকিয়ে গী বলল, ‘ঠিকাছে। তুমি যা বলো, হানি।’

খাট হাতার নীল নিটের শার্টের কলারের বোতাম খুলে মাথার উপর দিয়ে বের করে আনল সে। ভেতরে একটা শাদা টি-শার্ট রয়েছে তার। বিছানার কাছে এসে সামনে ঝুঁকে বাম ঘাড় দেখাল রোজমেরিকে। কোনও চিহ্ন নেই। ফোঁড়া বা আঁচিলের ক্ষীণ একটা দাগ শুধু। বাম কাঁধও দেখাল সে। তারপর বুক আর পিঠ।

‘নীল বাতি ছাড়া এর চেয়ে বেশী এগোতে পারব না,’ বলল সে।

‘ঠিকাছে,’ বলল রোজমেরি।

হাসল গী। ‘এখন প্রশ্ন হচ্ছে,’ বলল সে, ‘আমি কি শার্ট পরতে পারব, নাকি এভাবেই বের হয়ে লরা-লুইজিকে জীবনের মতো ভড়কে দেব।’

ওর বুকজোড়া দুধে ভরে উঠছে। ওগুলো খালি করার দরকার ছিল। তো ডাক্তার সেপারস্তেইন রাবার বাল্ব ব্রেস্ট পাম্প কাজে লাগানোর কায়দা দেখিয়ে দিয়েছে ওকে। অনেকটা কাঁচের অটো হর্নের মতো জিনিসটা। দিনে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করতে হচ্ছে। লরা-লুইজি বা হেলেন ওয়েস বা অন্য যে কেউ যখন হাজির থাকছে, একটা পাইরেক্সের মেজারিং কাপসহ নিয়ে আসছে। প্রত্যেক স্তন থেকে এক বা দুই আউন্স পরিমাণ পাতলা হালকা সবুজ তরল বের করছে ও, তাতে খানিকটা টানিস রুটের গন্ধ। এমন একটা কাজের ফলে বাচ্চাটার অনুপস্থিতি আরও প্রকট হয়ে উঠছে। কাপ আর পাম্প ওর রুম থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর বিধ্বস্ত অবস্থায় বালিশে মাথা এলিয়ে শুয়ে থাকে ও। কান্নার অতীত নিঃসঙ্গ।

জোয়ান, এলিসি আর টাইগার ওকে দেখতে এলো। ব্রায়ানের সাথে ফোনে বিশ মিনিট কথা বলল ও। ফুল এলো—গোলাপ, কার্নেশন; অ্যালেন, মাইক ও পেদ্রো, লো আর ক্লডিয়ার কাছ থেকে হলুদে আযালিয়া গাছ। নতুন একটা রিমোট কন্ট্রোল টেলিভিশন সেট কিনেছে গী, বিছানার পাশেই রেখেছে ওটা। টিভি দেখতে দেখতে ওকে দেওয়া খাবার আর ওষুধ খায় ও।

মিনি আর রোমানের কাছ থেকে সহানুভূতি জানিয়ে একটা চিঠি এলো। দুজনের কাছ থেকে এক পৃষ্ঠা। এখন দুব্রোভনিকে আছে ওরা।

BanglaBook.org

সেলাইয়ের জলুনি আস্তে আস্তে কমে আসছে।

দুই-তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। একদিন সকালে বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছে মনে হলো ওর। টিভি বন্ধ করে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। দূরবর্তী বিলাপের একটা আওয়াজ পাওয়া গেল। আসলেই কি? বিছানা থেকে নেমে এয়ারকন্ডিশনারটাও বন্ধ করে দিল ও।

পাম্প আর কাপ হাতে ভেতরে এলো ফ্লোরেন্স গিলমোর।

'কোনও বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরি।

দুজনই কান পাতল।

হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। একটা বাচ্চা কাঁদছে।

'না, ডিয়ার,' আমি শুনতে পাচ্ছি না,' বলল ফ্লোরেন্স। 'এবার বিছানায় ফিরে যাও, তুমি জানো, এভাবে ঘুরঘুর করার কথা নয় তোমার। এয়ারকন্ডিশনারটা তুমি বন্ধ করেছ? কক্ষণো একাজ করবে না। খুবই বিশ্রী একটা দিন যাচ্ছে। সত্যি বলতে লোকজন মরতে বসেছে, এত গরম।'

সেদিন বিকেলে ফের কান্নার আওয়াজ পেল ও। এবং রহস্যজনকভাবে ওর স্তন থেকে দুধ গড়াতে শুরু করল...

'নতুন লোকজন এসেছে,' সেদিন সন্ধ্যায় কোনও কারণ ছাড়াই বলল গী। 'আটতলায়।'

'ওদের বাচ্চা আছে,' বলল রোজমেরি।

'হ্যাঁ, তুমি জনো?'

এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল রোজমেরি। 'কান্নার আওয়াজ পেয়েছি,' বলল।

পরদিনও আবার কান্নার শব্দ পেল ও। এবং তারপর দিন।

টেলিভিশন দেখা বাদ দিয়ে চোখের সামনে বই ধরে পড়ার ভান করে মনোযোগ দিয়ে কান পেতে রইল ও।

আট তলায় নয় মোটেই, সাত তলায়।

এবং বলতে প্রায়ই কান্না শুরু হওয়ার পরপরই কাপ আর পাম্প মেশিনটা ওর কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে, লক্ষ করল ও। আবার দুধ নিয়ে যাবার অল্প পরেই কান্না থেমে যাচ্ছে।

'এগুলো নিয়ে কী করো?' একদিন সকালে কাপ মেশিন আর ছয় আউন্স দুধ তুলে দেওয়ার সময় লরা-লুইজিকে জিজ্ঞেস করল ও।

'কেন, ফেলে দিই,' বলে বের হয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

সেদিন বিকেলে লরা-লুইজির হাতে কাপ তুলে দেওয়ার সময় ও বলল, 'একটু দাঁড়াও,' তারপর ওটা একটা ব্যবহার করা কফিস্পুন ঢোকানোর চেষ্টা করল।

ঝট করে কাপটা সরিয়ে নিল লরা-লুইজি। 'একাজ করবে না,' বলে পাম্প ধরে রাখা হাতের এক আঙুলে চামচটা আটকাল।

'কী এসে যায়?' জানতে চাইল রোজমেরি।

'নোংরামি, ব্যস্,' বলল লরা-লুইজি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

ও বেঁচে আছে।

মিনি আর রোমানের অ্যাপার্টমেন্টে আছে এখন।

ওকে ওখানেই রেখেছে ওরা, ওর বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে; খোদা, ওর যত্ন নিচ্ছে। কারণ হাচের দেওয়া বই থেকে ও জানতে পেরেছিল অগাস্টের পয়লা তারিখ ওদের একটা বিশেষ দিন। বিশেষ সঙ্গীতভিত্তিক আচার অনুষ্ঠানসহ লামাস বা লীমাস। কিংবা হয়েতো মিনি আর রোমান ইউরোপ থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখছে যাতে ওদের ভাগ দিতে পারে।

কিন্তু এখনও বেঁচে আছে।

ওদের দেওয়া পিল খাওয়া বাদ দিল ও। ওষুধগুলো বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে লুকিয়ে রেখে মিছেমিছি খাওয়ার ভান করে, তারপর তক্তপোষের নিচে যত দূর সম্ভব ঠেলে দেয়।

এখন আরও শক্তিশালী আর সজাগ মনে হচ্ছে নিজেকে।

দাঁড়াও, অ্যান্ডি, আমি আসছি!

ডাক্তার হিলের কাছে গিয়ে ওর শিক্ষা হয়েছে। এইবার কারও কাছে যাবে না ও। ওর কথা কেউ বিশ্বাস করুক চাইতে যাবে না। কাউকে উদ্ধারকর্তা ভাবতে যাবে না। পুলিসের কাছে না, ডান্সটন বা গ্রেস কার্ডিফ বা এমনকি ব্রায়ানের কাছেও না। গী তুখোর অভিনেতা। ডাক্তার সেপারস্তেইন খুব নামডাকঅলা ডাক্তার। ওদের দুজনের মধ্যে ওরা বরং ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করবে, এখনও বাচ্চা হারানোর শোকে ভুগছে বলে উদ্ভ্রান্তের মতো আচরণ করছে বলে ভাববে। এইবার যা করার নিজেই করবে। নিজেই উদ্ধার করে আনবে বাচ্চাটাকে; ম্যানিয়াকদের ঠেকাতে রান্নাঘরের সবচেয়ে লম্বা আর চোখা ছুরিটা নিয়ে যাবে ।

ওদের থেকে এগিয়ে আছে ও, কারণ এক অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আরেক অ্যাপার্টমেন্ট যাওয়ার গোপন পথের অস্তিত্বের কথা যে ও জানে, সেটা ওরা

BanglaBook.org

জানে না। সেরাতে দরজায় চেইন লাগানো ছিল–এটা জানা আছে ওর, যেমন একটা হাতের দিকে তাকিয়ে থাকার কথা জানে, কোনও পাখি বা যুদ্ধজাহাজ নয়–কিন্তু তারপরও ওরা হুড়মুড় করে ঢুকেছে। সুতরাং অন্য একটা পথ থাকতে বাধ্য।

সেটা কেবল লিনেন কেবিনেটটাই হতে পারে, মৃত মিসেস গার্ডেনিয়ার বাধার মুখে পড়েছিল। ওই বেচারাও নির্ঘাৎ বেচারা হাচের মতোই উইচারির কারণে জমাট বেঁধে প্রাণ হারিয়েছে। ক্লোজিটটা বসানোই হয়েছে একটা বড় অ্যাপার্টমেন্টকে দুটো ছোট অ্যাপার্টমেন্টে ভাগ করার জন্যে। মিসেস গার্ডেনিয়া কোভেনেরই অংশ ছিল। মিনিকে ভেষজ দিত সে, তাই কি বলেনি টেরি? তাহলে কোনওভাবে ক্লোজিটের পেছনটা খুলে যাওয়া আসা করার চেয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার আর কি হতে পারে, যাতে অনেক দূর পথ ঘোরা এড়ানো যায়? যাতে ব্রাহনস, দুবিন আর দে-ভোরে এই চলাফেরার কথা জানতে না পারে?

লিনেন ক্লোজিট হতে বাধ্য।

অনেক আগে এক স্বপ্নে ওটার ভেতর দিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেটা স্বপ্ন ছিল না। ওটা ছিল স্বর্গ থেকে পাঠানো ইশারা; মনের ভেতর তুলে রাখতে ঐশী বার্তা, যাতে বিপদের সময় নিরাপত্তা হিসাবে মনে করতে পারে।

হে স্বর্গবাসী পিতা, আমার সংশয় ক্ষমা করো! তোমাকে ভুলে যাওয়া মাফ করে দাও, হে ক্ষমাশীল পিতা! এই বিপদের মুহূর্তে সাহায্য করো! হে জেসাস, আমার নিষ্পাপ শিশুটাকে বাঁচাতে সাহায্য করো!

পিলগুলোই আসলে জবাব। তক্তপোষের নিচে যতদূর সম্ভব হাত গলিয়ে একসাথে হাতে নিল ওগুলো, ছোট শাদা ট্যাবলেট, মাঝখানে দুভাগ করার জন্যে দাগ কাটা। এগুলো যাই হোক, দিনে তিনটা করে খাওয়ায় ওকে অবশ আর অক্ষম করে রেখেছিল, তাহলে একসাথে আটটা বড়ি লরা-লুইজি বা হেলেন ওয়েসকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। ওষুধগুলো টিস্যু বক্সের নিচে লুকিয়ে রাখল ও।

অবশ, অক্ষম থাকার ভান করে চলল ও। খাবার খেল, ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাল, দুধ পাম্প করে বের করে দিল।

সবকিছু যখন ঠিকঠাক হয়ে এলো তখন লিয়া ফার্গুসন ছিল

BanglaBook.org

সেখানে। দুধ নিয়ে হেলেন ওয়েস বিদায় নেওয়ার পর এসেছিল সে। সে বলল, 'হাই রোজমেরি! এতদিন অন্য মেয়েদের তোমাকে দেখতে আসার সুযোগ দিচ্ছিলাম, কিন্তু এবার নিজে সুযোগ নিতে এসেছি।! এখখানে একটা মুভি থিয়েটারে আছ তুমি! আজরাতে ভালো কিছু আছে?'

অ্যাপার্টমেন্টে আর কেউ নেই। অ্যালেনের সাথে দেখা করতে গেছে গী, ওকে কিছু চুক্তির বিষয়আশয় ব্যাখ্যা করতে হবে।

ফেড এস্টায়ার-গিংগার রজার্স ফিল্ম দেখল ওরা, বিরতির সময় কিচেন থেকে দুই কাপ কফি নিয়ে এলো লিয়াহ। 'একটু খিদেও পেয়েছে,' লিয়াহ টেবিলের উপর কাপ রাখার পর বলল রোজমেরি। 'একটা চিজ স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিতে পারবে?'

'অবশ্যই, ডিয়ার,' বলল লিয়াহ। 'কেমন তোমার পছন্দ, লেটুস আর মেয়োনিজ?'

আবার চলে গেল সে। টিস্যু বক্সের উপর থেকে ম্যাগাজিনের কাভার সরিয়ে নিল রোজেমরি। এখন এগারটা পিল রয়েছে ওতে। সব কটা লিয়াহর কাপে ছেড়ে দিল। নিজের চামচ দিয়ে নেড়ে দিল কফিটুকু। চামচটা তারপর টিস্যু দিয়ে মুছে নিল। নিজের কাপটা তুলে নিল এবার, কিন্তু সেটা এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে ফের নামিয়ে রাখতে বাধ্য হলো।

লিয়াহ যখন স্যান্ডউইচ হাতে ফিরে এলো, তখন চুপচাপ বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে ও। 'থ্যাংকস, লিয়াহ,' বলল ও। 'দেখে তো খাসা মনে হচ্ছে। কফিটা একটু তেতো, মনে হয় একটু বেশী গরম হয়েছে।'

'আবার বানাব?' জানতে চলি লিয়াহ।

'না, অত খারাপ না,' বলল রোজমেরি।

সিনেমা দেখতে লাগল ওরা। আরও দুই তিনটা বিরতির পর ঢুলে পড়ল লিয়াহর মাথা। ঝট করে সোজা হয়ে বসল সে। কাপ-পিরীচ নামিয়ে রাখল। কাপের দুই তৃতীয়াংশ খালি। স্যান্ডউইচের শেষ টুকরোটা খেল রোজমেরি, ফ্রেড অস্টেয়ারে আর অন্য দুজন লোককে এক ঝলমলে অবাস্তব ফান হাউসে টার্নটেবিলের উপর নাচতে দেখতে লাগল।

BanglaBook.org

ছবিটার পরবর্তী পর্ব চলার সময় ঘুমে ঢলে পড়ল লিয়াহ।

'লিয়াহ?' ডাকল রোজমেরি।

নাক ডাকতে শুরু করেছে বয়স্কা মহিলা, বুকের উপর ঝুলে পড়েছে মাথাটা। কোলের উপর পড়ে থাকা হাতগুলো চিত করা। ল্যাভেন্ডার সুবাসিত চুল–পরচুলা আসলে–খসে পড়ে কাঁধের পেছন দিকে বিক্ষিপ্ত পাকা চুল বেরিয়ে পড়েছে।

খাট থেকে নেমে পায়ে স্লিপার গলাল রোজমেরি, তারপর হাসাপতালের জন্যে কেনা নীল-শাদা ডোরাকাটা কুইল্টেড হাউসকোটটা গায়ে চাপাল। চুপিসাড়ে বেডরুম থেকে বের হয়ে দরজাটা প্রায় পুরোপুরি আটকে দিল। তারপর অ্যাপার্টমেন্টের সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে নীরবে ওটায় চেইন আর খিড়কি লাগিয়ে দিল।

এবার রান্নাঘরে এসে নাইফ র‍্যাক থেকে সবচেয়ে বড় আর তীক্ষ্ণ ছুরিটা তুলে নিল–প্রায় নতুন বাঁকা সূঁচাল ডগাঅলা কার্ভিং নাইফ, ইস্পাত কালো, হাতলটা ভারি হাড়ের তামার বাটসহ। ছুরিটা শরীরের একপাশে ধরে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে হলওয়ে ধরে লিনেন ক্লোজিটের দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

ওটা খুলতেই বুঝে গেল, ঠিকই অনুমান করেছিল। তাকগুলো বেশ পরিচ্ছন্ন, গোছানোই ঠেকছে, কিন্তু ভেতরের দুটো জিনিসের অদল বদল ঘটেছে: বাথ টাওয়েল আর হ্যান্ড টাওয়েল রাখা আছে যেখানে উইন্টার ব্ল্যাংকেট থাকার কথা, আর প্রথমটি দ্বিতীয়টির জায়গায়।

ছুরিটা বাথরুমের চৌকাঠে রেখে একেবারের উপরের তাকে আটকানো জিনিসটা বাদে ক্লোজিট থেকে সবকিছু বের করে ফেলল ও। টাওয়েল আর লিনেন মেঝেতে নামিয়ে রাখল। বড় ছোট বাক্স বের করল। তারপর আলো পাওয়ার জন্যে একপাশে হেলে প্যানেল আর ছাঁচ যেখানে মিলেছে সেই জায়গাটা দেখতে পেল। অবিরাম রেখায় রং ভেঙে গেছে। প্যানেলের একপাশে চাপ দিল ও। তারপর অন্যপাশে। এবার আরও জোরে। অমনি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে কব্জার উপর ঘুরল ওটা। অন্ধকারে মেঝের উপর তারের হ্যাংগার পড়ে থাকা আরেকটা ক্লোজিট দেখা যাচ্ছে, কী-হোলে উজ্জ্বল আলোর একটা ফুটকি। ঠেলে প্যানেলটা সম্পূর্ণ খুলে দ্বিতীয় ক্লোজিটে ঢুকে উবু হয়ে গেল রোজমেরি কী-হোলে

Banglabook.org

চোখ চালিয়ে আনুমানিক বিশ ফুট দূরত্বে মিনি ও রোমানের অ্যাপার্টমেন্টের হলওয়ের একটা জগে রাখা ছোট একটা কুরিয়ো কেবিনেট দেখতে পেল।

দরজা খোলার প্রয়াস পেল ও। খুলে গেল ওটা।

দরজা আটকে ওর নিজের ক্লোজিট দিয়ে ফিরে এসে ছুরিটা তুলে আবার গেল ওপাশে, ফের কী-হোল দিয়ে উঁকি দিল, সামান্য ফাঁক করল পাল্লাটা।

তারপর পুরোপুরি খুলে ফেলল, কাঁধ সমান উঁচুতে ধরে রেখেছে ছুরিটা, ডগা সামনের দিকে

হলওয়ে খালি, তবে লিভিং রুম থেকে দূরাগত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। বাথরুমটা পড়েছে বাম দিকে, ওটার দরজা খোলা। মিনি আর রোমানের বেডরুমটা বামে, ওখানে একটা বেডসাইড ল্যাম্প জ্বলছে। কোনও ক্রিব নেই। বাচ্চাও না।

হলওয়ে ধরে আগে বাড়ল কৌতূহলী রোজমেরি। ডান পাশে একটা দরজায় তালা দেওয়া, বাম দিকে আরেকটা লিনেন ক্লোজিট।

কুরিয়ো কেবিনেটের উপরে একটা ছোটখাট কিন্তু উজ্জ্বল জ্বলন্ত গির্জার ছবি। আগে জায়গাটা খালি ছিল, একটা হুক ছিল কেবল, এখন ভীষণ ছবিটা। দেখে মনে হচ্ছে সেইন্ট প্যাট্রিক'স, ওটার জানালা দিয়ে বের হয়ে আসছে হলদে-কমলা আগ্নিশিখা, দাউদাউ করে জ্বলছে ছাদ।

কোথায় ওটা দেখেছিল ও? জ্বলন্ত গির্জা...

স্বপ্নে। ওই স্বপ্নে ওকে লিনেন ক্লোজিটের ভেতর দিয়ে নিয়ে এসেছিল। গী আর অন্য একজন। 'ওকে অনেক বেশী উপরে তুলে ফেলেছ।' একটা বলরুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে, ওখানে আগুনে জ্বলছিল একটা গির্জা।

কিন্তু তা কি করে হয়?

ওকে কি সত্যিই ক্লোজিটের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? তখনই ছবিটা দেখেছিল?

অ্যান্ডির খোঁজ করো। অ্যান্ডিকে বের করো। অ্যান্ডিকে বের করো।

ছুরি উঁচু করে ধরে ডান-বাম করে আগে বাড়ল ও। অন্য দরজাগুলো বন্ধ। আরেকটা ছবি রয়েছে: গোল হয়ে নাচছে নগ্ন নারী-

BanglaBook.org

পুরুষ সামনে ফয়ে আর সদর দরজা। ডান দিকে লিভিংরুমে যাবার আর্চওয়ে। কণ্ঠস্বরগুলো এখন অনেক চড়া। 'এখনও প্লেনের অপেক্ষায় থাকলে পারবে না!' বলছে মিস্টার ফাউন্টেন তারপর হাসি শোনা গেল, চুপ করে গেল সবাই।

স্বপ্নের বলরুমে জ্যাকি কেনেডি ওর সাথে কোমল স্বরে কথা বলে বিদায় নিয়েছিলেন, তারপর ওদের সবাই হাজির হয়েছিল ওখানে। কোভেনের সবাই, নগ্ন হয়ে ওকে ঘিরে গোল হয়ে গান গাইছিল। ব্যাপারটা কি সত্যি ছিল, ওর জীবনে বাস্তবে ঘটেছে! কালো পোশাক পরা রোমান ওর শরীরে নানা নকশা এঁকেছিল। ডাক্তার সেপারস্তেইন লাল রঙের পাত্র ধরে রেখেছিল তার জন্যে। লাল রং? রক্ত?

'আরে, দূর, হায়াতো,' বলল মিনি। 'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ! এখানে আমরা বলি মশকরা।'

মিনি? ইউরোপ থেকে ফিরে এসেছে? রোমানও? কিন্তু মাত্র গতকালই তো দুব্রোভনিক থেকে কার্ড এসে পৌঁছাল, ওখানেই থাকার কথা লিখেছিল ওরা!

আদতেই কি গিয়েছিল ওরা?

এখন আর্চওয়ের কাছে এসে পড়েছে ও। বুকশেল্ফ, ফাইল কেবিনেট আর পত্রিকা ও খামের স্তূপঅলা ব্রিজ টেবিলটা দেখতে পাচ্ছে। অন্য টেবিলে কোভেন, হাসছে, মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে। টুংটাং শব্দ তুলছে বরফের টুকরো।

ছুরির উপর শক্ত করে হাতটা চেপে ধরে আরেক পা সামনে বাড়ল ও। থমকে দাঁড়াল পরক্ষণেই, চেয়ে আছে।

রুমের ওপাশে বিরাট উইন্ডো বে-গুলোর একটায় কালো একটা ব্যাসিনেট রাখা। কালো, শুধুই কালো। কালো টাফেটা দিয়ে মোড়া, কালো অর্গাযার নকশা করা। কালো হুডে কালো রিবন দিয়ে আটকানো একটা রূপালি অলঙ্কার।

লাশ? কিন্তু না, ও ভয় পেলেও আড়ষ্ট অর্গানযা কেঁপে উঠল, নড়ে উঠল রূপালি অলঙ্কার।

ওখানেই আছে ও। দৈত্যাকার বিকৃত উইচদের ব্যাসিনেটে।

রূপালি অলঙ্কারটা উল্টো করে ঝোলানো ক্রুসিফিক্স, কালো রিবনটা

জেসাসের পায়ে পেঁচিয়ে গিঁট দিয়ে রাখা।

ওর বাচ্চাটা অসহায়ভাবে অপবিত্রতা আর আতঙ্কের মাঝে পড়ে আছে ভেবে চোখে অশ্রু জমে উঠল রোজমেরির। সহসা এক ধরনের ইচ্ছা কিছুই না করে স্রেফ লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে, এমনি প্রবল অবর্ণনীয় অশুভের সামনে আত্মসমর্পণ করতে জোর করতে লাগল ওকে। তবে সেটা ঠেকাল ও, অশ্রু দমাতে চোখ বুজে রাখল; চট করে মনে মনে একবার হেইল মেরি বলে মনের সব শক্তি, মনের সমস্ত ঘৃণা–অ্যান্ডিকে চুরি করে ওর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে ওকে নিজেদের জঘন্য কাজে লাগানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মিনি রোমান, গী, ডাক্তার সেপারস্তেইন আর বাকি সবার প্রতি ঘৃণাকে এক করল ও। হাউসকোটে হাত মুছে মাথার চুল পেছনে সরাল, ছুরির বাঁট আরও শক্ত করে চেপে ধরে সামনে এগোল যাতে ওদের সবাই দেখতে পায়, বুঝতে পারে ও এসেছে।

বেখাপ্পাভাবে তা করল না ওরা। আগের মতোই গল্প, খাওয়া আর খেলা চালিয়ে গেল, যেন ও কোনও প্রেতাত্মা, কিংবা নিজের বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছে। মিনি, রোমান, গী (চুক্তি!), মিস্টার ফাউন্টেন, ওয়েস দম্পতি, লরা-লুইজি আর ছাত্রসুলভ চেহারার এক চশমা পরা জাপানি–সবাই আদ্রিয়ান মারকাতোর একটা ওভার দ্য ম্যান্টেল পোর্ট্রেটের নিচে মিলিত হয়েছে। কেবল সেই দেখতে পাচ্ছে ওকে। অটল, শক্তিমান অথচ শক্তিহীন ওর দিকে চেয়ে আছে সে–একটা পেইন্টিং।

এবার রোমানও দেখল ওকে। হাতের ড্রিংক নামিয়ে রেখে মিনির হাত স্পর্শ করল। নীরবতা নেমে এলো ঝুপ করে। ওর দিকে পেছন ফিরে যারা বসেছিল, তারাও ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়ল গী। হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল লরা-লুইজি, আর্তনাদ করে উঠল সে। হেলেন ওয়েস বলল, 'বিছানায় ফিরে যাও, রোজমেরি, তুমি জানো, এভাবে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয় তোমার!' হয় ক্ষেপে উঠেছে নয়তো মনস্তাত্ত্বিক কায়দা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।

'মা?' উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল জাপানি। রোমান মাথা দোলানোর পর বলল, 'আহ সসসসসসসসসসস।' কৌতূহলের সাথে

BanglaBook.org

রোজমেরির দিকে তাকাল সে।

'লিয়াহকে মেরে ফেলেছে ও,' উঠে বলল মিস্টার ফাউন্টেন। 'আমার লিয়াহকে মেরে ফেলেছে। তাই করেছ? ও কোথায়? আমার লিয়াহকে মেরে ফেলেছ?'

ওদের দিকে চেয়ে রইল রোজমেরি। গী-র দিকে তাকাল। মাটির দিকে চোখ নামাল সে, চেহারা লাল হয়ে গেছে।

আরও শক্ত করে ছুরিটা চেপে ধরল ও। 'হ্যাঁ,' বলল। 'মেরে ফেলেছি। ছুরি দিয়ে খুন করে ওটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। কেউ আমার ধারে-কাছে এলেই ছুরি মারব আমি। ওদের বলো, এটা ধারাল, গী।'

কিছু বলল না সে। বুকের উপর হাত রেখে বসে পড়ল মিস্টার ফাউন্টেন। আর্তনাদ করে উঠল লরা-লুইজি।

ওদের উপর চোখ রেখে কামরার উপর দিয়ে ব্যাসিনেটের দিকে পা বাড়াল ও।

'রোজমেরি,' বলল রোমান।

'চোপ!' বলল ও।

'দেখার আগে—'

'চোপ,' বলল রোজমেরি। 'তুমি এখন দুব্রোভনিকে। আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

'দেখতে দাও,' বলল মিনি।

ব্যাসিনেটের কাছে যাবার আগ পর্যন্ত ওদের উপর খেয়াল রাখল ও। ওদের দিকে কোণাকুণিভাবে রাখা ছিল ওটা। মুক্ত হাতে কালো কাপড়ে ঢাকা হ্যান্ডল ধরে আস্তে করে নিজের দিকে ঘোরাল ও ব্যাসিনেটটা। নড়ে উঠল টাফেটা। কিঁচকিঁচ শব্দ করে উঠল চাকাগুলো।

কালো কম্বলের উপর মিষ্টি চেহারার ঘুমন্ত অ্যান্ডির গোলাপি চেহারা শুয়ে আছে, ওর কব্জিতে কালো মিটস রিবন বাঁধা। মাথার চুল কমলা-লাল, অবাক করার মতো প্রচুর, রেশমী, কোমল, পরিষ্কার, চমৎকার করে আঁচড়ানো। অ্যান্ডি! ওহ! অ্যান্ডি! হাত বাড়িয়ে দিল ও; চুরিটা ঘুরে গেল ঠোঁট ফুলে উঠল বাচ্চাটার, চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে। সোনালি-হলুদ তার চোখ। একেবারে সোনালি-হলুদ, শাদা বলে কিছু নেই বা ভুরুও নেই। একদম সোনালি-হলুদ, কালচে রেখার মতো

BanglaBook.org

চোখের মনি।

বাচ্চাটার দিকে চেয়ে রইল ও।

সোনালি-হলুদ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বাচ্চাটা। তারপর উল্টোনো দোলায়মান ক্রুসিফিক্সের দিকে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকা বাকি সবার দিকে তাকিয়ে ছুরি হাতে চিৎকার করে উঠল ও, 'ওর চোখে কী করেছ তোমরা?'

নড়েচড়ে রোমানের দিকে ফিরল ওরা।

'বাবার চোখ পেয়েছে ও,' বলল রোমান।

ওর দিকে তাকাল ও, তাকাল গী-র দিকে-হাতের আড়ালে চোখ ঢেকে রেখেছে সে-তারপর ফের রোমানের দিকে তাকাল। 'কীসের কথা বলছ?' বলল ও। 'গী-র চোখ বাদামী, স্বাভাবিক! ওর কী করেছ তোমরা, ম্যানিয়াকের দল?' ব্যাসিনেটের কাছ থেকে সরে এলো ও, সবাইকে মেরে ফেলতে তৈরি।

'গী না, ওর বাবা শয়তান,' বলল রোমান। 'শয়তান ওর বাবা, নরক থেকে নেমে এসে মরণশীল মায়ের পেটে বাচ্চা জন্ম দিয়েছে! ঈশ্বর উপাসকদের উপর নেমে আসা বৈষম্যের প্রতিশোধ নিতে, তাঁর সন্দেহহীন অনুসারীদের উপর বদলা নেওয়ার জন্যে!'

'হেইল স্যাটান,' বলে উঠল মিস্টার ওয়েস।

'ওর বাবা শয়তান, ওর নাম আদ্রিয়ান!' জোরে বলে উঠল রোমান। ক্রমশঃ জোরাল হয়ে উঠছে তার কণ্ঠস্বর। শ্রবণশক্তি আরও জোরাল, শক্তিশালী। 'সর্বশক্তিমানকে উৎখাৎ করে সমস্ত মন্দির ধ্বংস করবে সে! ঘৃণিত আর দুর্বলদের প্রতিশোধ নিয়ে মুক্তি দেবে জ্বলন্ত ও নিপীড়িতদের!'

'হেইল আদ্রিয়ান,' বলল ওরা। 'হেইল আদ্রিয়ান।'

'হেইল আদ্রিয়ান।' আর 'হেইল স্যাটান।'

'হেইল স্যাটান।'

'হেইল স্যাটান

'হেইল আদ্রিয়ান।'

মাথা নাড়ল রোজমেরি। 'না,' বলল ও।

মিনি বলল, 'দুনিয়াতে তিনি তোমাকেই বেছে নিয়েছেন,

BanglaBook.org

রোজমেরি সারা দুনিয়ার সব মেয়ের ভেতর থেকে গী আর তোমাকে এই অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এসেছেন সেই টেরি-না-কি-যেন মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে পাগলাটে আচরণ করিয়েছেন যাতে আমরা পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য হয়েছি। প্রয়োজনীয় সবকিছু যোগাড়যন্ত্র করতে হয়েছে আমাদের, কারণ তোমাকেই প্রিয় পুত্রের মা হিসাবে দেখতে চেয়েছেন তিনি।'

'তিনি শক্তিমানের চেয়েও শক্তিমান,' বলল রোমান।

'হেইল স্যাটান,' বলল হেলেন ওয়েস।

'তাঁর শক্তি চিরকাল টিকে থাকবে।'

'হেইল স্যাটান,' বলে উঠল জাপানি।

মুখ থেকে হাত সরাল লরা-লুইজি। হাতের আড়াল থেকে রোজমেরির দিকে তাকাল গী।

'না,' বলল ও। 'না।' ছুরিটা একপাশে ঝুলছে। 'না। এ হতে পারে না। না।'

'ওর হাতদুটো দেখ,' বলল মিনি। 'আর পাজোড়া।'

'আর লেজটা!' বলল লরা-লুইজি।

'আর ওর শিংয়ের গোড়াদুটো,' বলল মিনি।

'হায় ঈশ্বর,' বলে উঠল রোজমেরি।

'ঈশ্বর মারা গেছেন,' বলল রোমান।

ব্যাসিনেটের দিকে তাকাল ও, হাত থেকে খসে পড়ল ছুরিটা, কোভেনের দিকে পেছন ফিরল। 'হায়, খোদা' বলল ও। 'হাত দিয়ে মুখ ডাকল। 'হায় খোদা!' হাত তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল: 'খোদা! খোদা! ও খোদা! হায় খোদা! হায় খোদা!'

'ঈশ্বর মারা গেছেন!' গমগম করে উঠল রোমানের কণ্ঠস্বর। 'ঈশ্বর মারা গেছেন। শয়তান জীবিত! প্রথম বছর, প্রভুর প্রথম বছর। প্রথম বছর। ঈশ্বর খতম! প্রথম বছর। আদ্রিয়ানের শুরু।'

'হেইল স্যাটান,' চিৎকার করে উঠল বাকি সবাই। 'হেইল আদ্রিয়ান!'

'হেইল আদ্রিয়ান!

'হেইল স্যাটান!'

BanglaBook.org

পিছিয়ে এলো রোজমেরি। 'না, না।' পিছোতে পিছোতে শেষে একেবারে দুটো ব্রিজ টেবিলের মাঝখানে এসে পড়ল ওর পেছনে একটা চেয়ার ছিল। ওটায় বসে পড়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ও। 'না।'

হলওয়ে ধরে দ্রুত ছুটে গেল মিস্টার ফাউন্টেন। গী আর মিস্টার ওয়েস পিছু নিল তার। সামনে এগিয়ে গেল মিনি, মুখ দিয়ে যন্ত্রণার শব্দ করে সামনে ঝুঁকে ছুরিটা তুলে নিল। রান্নাঘরে নিয়ে গেল ওটা।

ব্যাসিনেটের কাছে গিয়ে আদরের সাথে ওটা দোলাতে লাগল লরা-লুইজি। মুখ ভেঙাচ্ছে ওটাকে লক্ষ করে খসখস শব্দ করছে কালো টাফেটা, কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে চাকা। থ মেরে বসে রইল ও। 'না,' বলল।

স্বপ্ন। স্বপ্ন। সত্যি ছিল ওটা। হলুদ চোখের দিকে তাকিয়েছিল ও। 'হায় খোদা,' বলল ও।

ওর কাছে এলো রোমান। 'লিয়াহর জান্যে ওভাবে বুক চেপে ধরে' বলল সে, 'ক্লেয়ার স্রেফ ভান করছিল। অতটা দুঃখ কিন্তু পায়নি সে। আসলে কেউই তেমন একটা পছন্দ করত না তাকে; আবেগ আর আর্থিক দুদিক থেকেই খুঁতখুঁতে ছিল সে। তুমি আমাদের সাহায্য করো না কেন, আদ্রিয়ানের সত্যিকারের মা হয়ে যাও। তাহলে আমরা সব সামলে নেব যাতে ওকে খুন করার জন্যে তোমাকে শস্তি পেতে না হয়। যাতে কেউ কোনওদিন ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। ইচ্ছে না থাকলে যোগ দেওয়ার দরকার নেই, স্রেফ নিজের বাচ্চার মায়ের দায়িত্বটুকু নাও।' সামনে ঝুঁকে এবার ফিসফিস করে ফের বলল, 'মিনি, লরা-লুইজির অনেক বয়স। ঠিক হচ্ছে না।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল ও।

এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। 'ভেবে দেখ, রোজমেরি,' বলল।

'আমি ওকে মারিনি,' বলল রোজমেরি।

'তাই?'

'স্রেফ পিল খাইয়েছি,' বলল ও, 'ঘুমাচ্ছে সে।'

'তাই,' বলল সে।

ডোরবেল বেজে উঠল।

BanglaBook.org

'মাফ করবে,' বলে দরজা খুলতে এগিয়ে গেল সে। 'যাহোক, ভেবে দেখ,' কাঁধের উপর দিয়ে চেয়ে বলল আবার।

'হায় খোদা,' বলল রোজমেরি।

'তোমার ওই "হায় খোদা" থামাও তো, নইলে খুন করে ফেলব,' ব্যাসিনেট দোলাতে দোলাতে বলল লরা-লুইজি। 'দুধ মিলুক বা না মিলুক।'

'চুপ করো তুমি,' রোজমেরির কাছে এসে বলল হেলেন ওয়েস। ওর হাতে ভেজা একটা রুমাল তুলে দিল 'রোজমেরি তার মা, যেমন ব্যবহারই করুক না কেন,' বলল সে 'কথাটা মনে রেখ, সম্মান দেখাও।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল লরা-লুইজি।

ঠাণ্ডা রুমালে কপাল আর গাল মুছল রোজমেরি। ওর সাথে চোখাচোখি হতেই হেসে মাথা নোয়াল ঘরের উল্টোদিকে একটা হ্যামকে বসে থাকা জাপানি। একটা ক্যামেরা তুলে ধরল, ওটায় ফিল্ম ভরছিল। হাসিমুখে মাথা দোলাতে দোলাতে ব্যাসিনেট লক্ষ্য করে ক্যামেরাটা আগুপিছু করতে লাগল সে। নিচের দিকে চোখ রেখে কাঁদতে শুরু কলল ও। চোখ মুছল।

তুষার-শাদা স্যুট আর শাদা জুতো পরা কৃষ্ণাঙ্গ ঋজু গড়নের সুদর্শন এক লোককে সাথে করে ফিরে এলো রোমান। টেডি বিয়ার আর ক্যান্ডি কেইনের নকশাঅলা র‍্যাপিংপেপারে মোড়া একটা বাক্স তার হাতে। ওটার ভেতর থেকে বাজনা ভেসে আসছে। সবাই তার সাথে হাত মেলাতে ঘিরে ধরল তাকে। 'ভাবনা হচ্ছিল,' বলল ওরা, 'খুশি,' এবং 'এয়ারপোর্ট, 'স্তাভরোপোলিস্স,' আর 'উপলক্ষ্য' কথাগুলো উচ্চারিত হলো। বাক্সটা ব্যাসিনেটের কাছে নিয়ে গেল লরা-লুইজি। বাচ্চাটা যাতে দেখতে পায়, তাই উঁচু করে ধরল, শোনানোর জন্যে নাড়ল। তারপর আরও অনেক একই রকম কালো রিবনে বাঁধা মোড়াকবদ্ধ প্যাকেটের সাথে জানালার চৌকাঠে তুলে রাখল।

'পঁচিশে জুনের মাঝরাতের ঠিক পরেই,' বলল রোমান। 'ঠিক আধা বছর পরে–কিসের কথা বলছি, জানোই তো। নিখুঁত না?'

'কিন্তু অবাক হচ্ছো কেন?' দুহাত মেলে ধরে জানতে চাইল

BanglaBook.org

আগন্তুক 'এডমান্ড লত্রেমাউন্ত কি তিনশো বছর আগেই পঁচিশে জুনের কথা বলে গেছে না?'

'তা গেছে,' হেসে বলল রোমান, 'কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়াটা দারুণ ব্যাপার না!' সবাই হেসে উঠল 'এসো, বন্ধু,' বলল রোমান, নবাগতকে সামনে টেনে নিল। 'এসো, দেখ ওকে। আসো, বাচ্চাটাকে দেখা যাক।'

ব্যাসিনেটের কাছে গেল ওরা। দোকানীর মতো হাসিমুখে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে লরা-লুইজি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে চেয়ে রইল ওরা কয়েক মুহূর্ত বাদে নবাগত হাঁটু গেড়ে বসল।

গী আর মিস্টার ওয়েস এলো।

নবাগত না ওঠা পর্যন্ত আর্চওয়ের ওখানেই রইল ওরা, তারপর রোজমেরির কাছে এলো গী। 'ঠিক হয়ে যাবে ও,' বলল সে। 'অ্যাবি আছে ওর কাছে।' ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। শরীরের পাশে হাত ডলছে। 'তোমার কোনও ক্ষতি করবে না বলেছে ওরা,' বলল সে। 'আসলেও কোনও ক্ষতি হয়নি, মানে তোমার বাচ্চা হওয়ার পরে হারিয়ে ফেললে একই রকম হতো না ব্যাপারটা? তাছাড়া, বিনিময়ে কতকিছু পাচ্ছি আমরা, রো।'

রুমালটা টেবিলের উপর রেখে ওর দিকে তাকাল রোজমেরি। তারপর গায়ের জোরে থুতু মারল।

লাল হয়ে গেল তার চেহারা, ঘুরে দাঁড়াল সে। জ্যাকেটের হাতায় মুখ মুছল। ওকে ধরে নবাগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রোমান। আরগিয়ন স্তাভরোপোলিওস।

'তোমার নিশ্চয়ই অনেক গর্ব হচ্ছে,' দুহাতে গী-র হাত চেপে ধরে বলল স্তাভরোপোলিওস। 'ওখানে ওটাই মা নিশ্চয়ই? আরে, কেমন করে–' ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল রোমান, কানে কানে কথা বলল।

'ধরো,' বলে রোজমেরির দিকে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ এগিয়ে দিল মিনি 'খাও, একটু ভালো বোধ করবে।'

প্রথমে কাপের দিকে তারপর মিনির দিকে তাকাল রোজমেরি 'কি ওটা?' জানতে চাইল। 'টানিস রুট?'

'এটায় কিছু নেই,' বলল মিনি 'স্রেফ চিনি আর লেবু মামুলি চা।

BanglaBook.org

লিপ্টন চা খাও।' রুমালের উপর কাপটা রাখল সে

এখন কাজ হচ্ছে ওটাকে মেরে ফেলা, সন্দেহ নেই তাতে ওরা অন্যপাশে বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তারপর একছুটে গিয়ে লরা-লুইজিকে টেনে সরিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে ওটাকে। তারপর ওটার পেছন পেছন লাফ দিতে হবে। *ব্র্যামফোর্ডে আপন সন্তান হত্যা করে মায়ের আত্মহনন।*

দুনিয়াকে খোদাই জানে কিসের থেকে রক্ষা করতে হবে। শয়তান মালুম!

লেজ! শিংয়ের গোড়া!

চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে। মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

তাই করবে ও। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে নিজেও ঝাপ দেবে।

এখন ওরা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমুদে ককটেইল পার্টি। জাপানি ছবি তুলছে: বাচ্চা কোলে গী, স্তাভরোপোলিওস আর লরা-লুইজির।

চোখ সরিয়ে নিল ও। দেখতে চায় না।

চোখজোড়া! পশুর মতো, বাঘের, মানুষের না!

অবশ্যই মানুষ নয় সে। এক ধরনের দোআঁশলা।

হলুদ চোখজোড়া মেলে তাকানোর আগে কী মিষ্টি আর আদর লাগছিল! ছোট্ট চিবুক, খানিকটা ব্রায়ানের মতো, মিষ্টি মুখ, সুন্দর কমলা চুল...আবার ওর দিকে একবার তাকাতে পারলে ভালো হতো, কেবল পশুর মতো হলদে চোখজোড়া মেলে না তাকালেই হয়।

চায়ে চুমুক দিল ও। চা-ই বটে।

না, ওকে জানালা দিয়ে ফেলতে পারবে না। ওটা ওর বাচ্চা, বাবা যেই হোক। এমন কারও কাছে যেতে হবে যে ওর কথা বুঝতে পারবে। প্রিস্টের মতো কেউ। হ্যাঁ, এটাই সমাধান। প্রিস্ট। চার্চের মোকাবিলা করার মতো সমস্যা এটা। পোপ আর তাঁর কার্ডিনালরা এর ফয়সালা করবেন। ওমাহার নির্বোধ রোজমেরি রেইলি নয়।

হত্যা ঠিক না, সে যাই হোক।

আরও চা খেল ও

লরা-লুইজি বেশ জোরে ব্যাসিনেট দোলাতে শুরু করায় কাঁদতে শুরু করল বাচ্চাটা গাধীটা নিশ্চয়ই জোরে দোলাচ্ছে

BanglaBook.org

যথাসাধ্য সহ্য করে তারপর সামনে এগিয়ে গেল ও

'সরে যাও এখান থেকে!' বলল লরা-লুইজি। 'ওর কাছে আসবে না। রোমান!'

'ওকে বেশী জোরে দোলাচ্ছ,' বলল ও।

'বসো,' বলল লরা-লুইজি। তারপর রোমানর উদ্দেশে বলল, 'ওকে এখান থেকে সরাও। যেখানে থাকার কথা সেখানে রেখে এস।'

রোজমেরি বলল, 'ওকে বেশী জোরে দোলাচ্ছে সে, সেজন্যেই কাঁদছে ও।'

'নিজের চরকায় তেল দাও!' বলল লরা-লুইজি।

'রোজমেরিকে দোল খাওয়াতে দাও,' বলল রোমান।

ওর দিকে তাকিয়ে রইল লরা-লুইজি।

'কই দাও,' ব্যাসিনেটের হুডের পাশে দাঁড়িয়ে বলল সে। 'অন্যদের সাথে গিয়ে বসো। রোজমেরিকে দোলাতে দাও।'

'সে কিন্তু–'

'অন্যদের সাথে বসো গিয়ে, লরা-লুইজি।'

গজগজ করতে করতে সরে গেল সে।

'ওকে দোলাও,' রোজমেরিকে বলল রোমান। হাসছে। ব্যাসিনেটের হুড ধরে ওর দিকে দোল খাওয়াতে লাগল সে।

স্থির দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রোজমেরি। ' আমাকে ওর মা বানাতে চাইছ তুমি,' বলল ও।

'ওর মা নও তুমি?' জানতে চাইল রোমান। 'নাও। যতক্ষণ না কান্না থামাচ্ছে ওকে দোল খাওয়াও।'

কালো ঢাকনাঅলা হ্যান্ডলটা কাছে আসতেই চেপে ধরল ও। কিছুক্ষণ একসাথে ব্যাসিনেটটা দোলাল ওরা, তারপর রোমান ছেড়ে দিল। একা একাই দোলাতে লাগল রোজমেরি ধীরে, সুন্দরভাবে। বাচ্চাটার দিকে তাকাল ও। হলুদ চোখজোড়া দেখল, জানালার দিকে চোখ ফেরাল ও। 'চাকায় তেল দেওয়া উচিত তোমাদের,' বলল ও। 'ওটার জন্যেও এমন করে থাকতে পারে।'

'দেব,' বলল রোমান। 'দেখলে? কান্না থামিয়েছে? তুমি কে জানে ও

BanglaBook.org

'বাজে কথা বলো না,' বলল রোজমেরি। 'আবার বাচ্চাটার দিকে তাকাল। ওকেই দেখছে। আসলে চোখজোড়া অত খারাপ না, এখন ওগুলো মেনে নিতে তৈরি আছে ও। বিস্ময়টুকুই দিশাহারা করে দিয়েছিল ওকে। এক দিক থেকে সুন্দরই বলা চলে। 'ওর হাত দুটো কেমন?' দোল খাওয়াতে খাওয়াতে জিজ্ঞেস করল ও।

'খুবই সুন্দর,' বলল রোমান। 'নখ আছে, তবে খুবই ছোট, মুক্তোর মতো। ঢাকনা লগানো হয়েছে যাতে নিজেকে আঁচড়ে দিতে না পারে। হাতজোড়া কুৎসিত হওয়ার কারণে নয়।'

'ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে,' বলল ও।

এগিয়ে গেল ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'রাতভর বারবার বিস্ময়ের শিকার হয়েছে তো,' বলল সে।

'চলে যাও, অ্যাবি,' বলল রোমান। মাথা দুলিয়ে সরে গেল ডাক্তার সেপারস্তেইন।

'তোমাকে না,' বাচ্চাটাকে বলল রোজমেরি। 'দোষটা তোমার নয়। ওদের উপর রাগ করেছি আমি, কারণ ওরা আমারে সাথে চালাকি করেছে, আমাকে মিথ্যা বলেছে। অত মন খারাপ করো না। তোমাকে আঘাত দেব না আমি।'

'জানে সে,' বলল রোমান।

'তাহলে এত উদ্বিগ্ন লাগছে কেন ওকে?' জানতে চাইল রোজমেরি। 'বেচারা। ওর চেহারা একবার দেখ।'

'একটু পরেই,' বলল রোমান। 'মেহমানদের আপ্যায়ন করতে হবে আমাকে। এক্ষুনি ফিরে আসছি।' ওকে একা রেখে সরে গেল সে।

'কথা দিচ্ছি, তোমাকে কোনও আঘাত করব না,' বাচ্চাটাকে বলল ও। সামনে ঝুঁকে ওটার গাউনের কাঁধের ফিতে খুলে দিল। 'লরা-লুইজি বেশী শক্ত করে বেঁধেছিল, তাই না। ঢিলে করে দিচ্ছি, অনেক আরাম পাবে তাহলে। তোমার চিবুকটা তো খুবই সুন্দর, সেটা তুমি জানো? তোমার চোখজোড়া কেমন অদ্ভুত হলদে, তবে চিবুকটা খুব সুন্দর।'

আরও আরামদায়ক করে গাউন বেঁধে দিল ও

বেচারা, পুচ্চি।

ও কিছুতেই খারাপ হতে পারে না, কিছুতেই না অর্ধেক শয়তান

BanglaBook.org

হলেও সে কি ভালো সাধারণ মানুষের অর্ধেকটা পায়নি? ও খারাপ গুণগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে, সেগুলোকে বাতিল করার জন্যে ভালো প্রভাব সৃষ্টি করে...

'তোমার নিজের একটা ঘর আছে, জানো?' কম্বল সরানোর সময় বলল রোজমেরি। এটাও অনেক টাইট করে জড়ানো ছিল। 'শাদা-হলুদ নীল পেপার আছে ওখানে। হলুদ বাম্পারঅলা একটা শাদা ক্রিব। পুরো জায়গাটায় এক ফোঁটাও কালো নেই। আবার খাওয়ার সময় হলেই দেখাব তোমাকে। যদি দেখতে ইচ্ছে করে তোমার। তোমার খাওয়ার দুধ আমি দিয়ে আসছিলাম। বাজি ধরতে পারি, বোতলে করে খাওয়ানো হলেও সেটা তুমি জানো, তাই না। আসলে তা নয়, মায়ের কাছ থেকে আসে এটা। আমিই তোমার মা। ঠিক। মিস্টার চিন্তিত। কথাটা যেন তোমার কাছে তেমন সুবিধার ঠেকেনি।'

নীরবতা খেয়াল করে চোখ তুলে তাকাল ও। ওকে দেখার জন্যে চারপাশে জড়ো হচ্ছে সবাই। সম্মানজনক দূরত্বে থামল ওরা।

চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠা টের পেল ও। বাচ্চটার গায়ে কম্বল মুড়ে দিতে ঘুরে দাঁড়াল। 'দেখুক ওরা,' বলল ও। 'কেয়ার করি না, তাই না? আমরা স্রেফ আরামে থাকতে চাই। ঠিকাছে, এখন ভালো লাগছে?'

'হেইল রোজমেরি,' বলল হেলেন ওয়েস।

অন্যরা গলা মেলাল। 'হেইল রোজমেরি।'

'হেইল রোজমেরি,' বলে উঠল মিনি, স্তাভরোপোলিওস ও ডাক্তার সেপারস্তেইন। 'হেইল রোজমেরি,' বলল গীও।

'হেইল রোজমেরি,' লরা-রুইজি ঠোঁট নাড়ল, কিন্তু কোনও শব্দ হলো না।

'হেইল আদ্রিয়ানের মা রোজমেরি!' বলল রোমান।

ব্যাসিনেট থেকে মুখ তুলে তাকাল ও। 'ওর নাম অ্যান্ড্রু,' বলল ও। 'অ্যান্ড্রু জন উডহাউস।'

'আদ্রিয়ান স্টিভেন,' বলল রোমান।

গী বলল, 'দেখ, রোমান,' রোমানের আরেক পাশে স্তভরোপোলিওসের হাত ধরে বলল, 'নামটা কি বেশী জরুরি?'

'হ্যাঁ জরুরি,' বলল রোমান। 'ওর নাম আদ্রিয়ান স্টিভেন।'

BanglaBook.org

রোজমেরি বলল, 'ওকে ও নামে ডাকতে চাওয়ার কারণ বুঝি, কিন্তু দুঃখিত–সেটা পারবে না ওর নাম অ্যান্ড্রু জন উডহাউস ও আমার বাচ্চা, তোমার না। আর এই একটা ব্যাপারে আমি কোনও তর্কে যেতে রাজি নই আর ওর পোশাকের ব্যাপারটা সারাক্ষণ কালো পোশাকে থাকতে পারবে না ও।'

মুখ খুলল রোমান, কিন্তু সোজা ওর দিকে তাকিয়ে জোর গলায় মিনি বলে উঠল, 'হেইল অ্যান্ড্রু,' ।

সবাই বলে উঠল, 'হেইল অ্যান্ড্রু,' 'অ্যান্ড্রুর মা হেইল রোজমেরি,' এবং 'হেইল স্যাটান।'

বাচ্চার পেটে সুড়সুড়ি দিল রোজমেরি। '"আদ্রিয়ান" নামটা তোমার ভালো লাগেনি, না?' জিজ্ঞেস করল ও। 'আমার মনে হয় না "আদ্রিয়ান স্টিভেন"! এবার কি চেহারা থেকে চিন্তার ভাবটা তাড়াবে?' জানতে চাইল ও। বাচ্চাটার নাকের ডগা নেড়ে দিল। 'এখনও হাসতে শেখোনি, অ্যান্ডি? অ্যাঁ? কই, আগুন-চোখ পিচ্চি, হাসো? মায়ের দিকে চেয়ে একটু হাসবে না?' রূপালি অলঙ্কারে নাড়া দিল ও, দুলতে থাকল সেটা। 'কই, অ্যান্ডি,' বলল ও। 'ছোট্ট করে একটু হাসো তো। কই, অ্যান্ডি-ক্যান্ডি।'

ক্যামেরা হাতে সামনে এগিয়ে এলো জাপানি, উবু হয়ে বসে ঝটপট তিন-চারটা ছবি তুলে নিল।

–শেষ–

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org